চলছে রাজনৈতিক ধারাবাহিক
বিপন্ন গণতন্ত্র
চারের পাতায়

www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ: http://www.alipurbarta.org

আলিপুর বার্তা

১৯৬৬–২০১৫

ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

লিড স্টোরি
সোয়াইন ফ্লু
ছয়ের পাতায়

কলকাতা ঃ ৪৯ বর্ষ, ২৩ সংখ্যা, ১৩ চৈত্র – ১৯ চৈত্র, ১৪২১ ঃ ২৮ মার্চ – ৩ এপ্রিল, ২০১৫

Kolkata : 49 year : Vol No.: 49, Issue No. 23, 28 March - 3 April, 2015 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

উত্তর থেকে দক্ষিণ, জমি ফাঁসে হাঁসফাস ২৪ পরগনা

জাল দলিলে বিক্রি হয়ে গেল দুটি গোটা গ্রাম

হেতানেয়া–দোয়ানেয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণের ফলে উচ্ছেদ হয়েছেন অসংখ্য মানুষ। শুধুমাত্র প্রথম কিস্তির টাকা দিয়েই দায় সেরেছে প্রশাসন। উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবিতে আন্দোলনে সামিল আবাল–বৃদ্ধ বণিতা।

কল্যাণ রায়চৌধুরী

সাধারণত বড়সড় জালিয়াতির কথা বোঝাতে গেলে মানুষ 'পুকুর চুরি'র উদাহরণকেই ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু সম্প্রতি উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার মধ্যমগ্রাম সোদপুর রোডের পার্শ্ববর্তী বিলকান্দা–১ পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দুটি গ্রামে যে জালিয়াতি ঘটেছে তা পুকুর চুরি'র উদাহরণকেও হার মানায়। মেয়ের বিয়ে দেওয়া হোক বা হঠাৎ কোনও কঠিন রোগাক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা, এসবই আটকে গিয়েছে এই পঞ্চায়েতের অন্তর্গত যুগবেড়িয়া ও মুরাগাছা গ্রামের মানুষের। কারণ এই দুটি গ্রামের অধিকাংশ মানুষের জমির দলিল জাল করে এক দালালচক্র জমি বিক্রি করে দিয়েছে বলে অভিযোগ। আর এই জালিয়াতি থেকে বাদ যায়নি প্রাথমিক স্কুল, পঞ্চায়েত, ক্লাব, আশ্রম এমনকি এক্সপ্রেসওয়ের জমিও। যা প্রকাশ্যে আসতে চোখ কপালে উঠেছে খোদ প্রশাসনেরও। এতবড় জমি জালিয়াতির ঘটনা কস্মিনকালে আর ঘটেছে কিনা, এ ব্যাপারে প্রশাসনিক কর্তারা রীতিমত সন্দিহান।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার সূত্রপাত গতবছর ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। যুগবেড়িয়া গ্রামের প্রবীন বাসিন্দা বারাকপুর ২ ব্লকের বিএলএলআরও অফিস থেকে একটি চিঠি পান। যাতে তাঁর জমির ক্রেতা সাধু ও শুভ্র রায়ের নামে সাড়ে চার বিঘা জমির মিউটেশনের জন্য সই করার কথা তাকে জানানো হয়। যা দেখে একেবারে আকাশ থেকে পড়ার মত অবস্থা হয় মন্টুবাবুর। তিনি কোনওদিন তার জমি বিক্রিই করেননি। তাহলে মিউটেশনের প্রশ্ন আসে কোথা থেকে। এই শুরু। এভাবেই প্রায় ৭০টির বেশি পরিবার একে একে এই চিঠি পাওয়া শুরু করেন। যাতে এলাকায় আলোড়ন পড়ে যায়। রাতের ঘুম ছুটে যায় বাসিন্দাদের। গ্রামবাসীরা খোঁজ খবর নিতে শুরু করেন। অনুসন্ধানে জানতে পারেন এরকম আরও অনেক জমির দলিল জাল করে বিক্রি করা হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, প্রায় ৩০০ বিঘা জমি জালিয়াতির জালে পড়ে বিক্রি হয়ে গিয়েছে। যুগবেড়িয়া ও মুরাগাছা গ্রামের প্রায় সিংহভাগ জমিই পড়ে এই অংশে। বলা যায়, প্রায় দুটি আস্ত গ্রাম এইভাবে বিক্রি হয়ে গিয়েছে। যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন প্রায় ২ হাজার মানুষ। জমি জালিয়াতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে মৃত মানুষকে জীবিত দেখিয়ে তাকে দিয়ে সই করানো পর্যন্ত দেখানো হয়েছে। যেমন, খুবজারাণি মণ্ডল, যিনি ১৯৯৭ সালে মারা গিয়েছেন। কিন্তু এই জালিয়াতি চক্রের দ্বারা তৈরি সরকারি রেকর্ডে দেখাচ্ছে, খুবজারাণি ২০১৪ সালে তার ৭.৫ বিঘা জমি বিক্রি করেছেন। ২০০০ সালে মারা যান আশালতা ঘোষ। বাসিন্দাদের অভিযোগ, সরকারি রেকর্ডে দেখাচ্ছে, তিনি ২০১৪ সালে তার ৪.৫ বিঘা জমি বিক্রি করেছেন। যুগবেড়িয়ার বাসিন্দা সরলাবালা দাসী মারা গিয়েছেন ২০০২ সালে। অথচ সরকারি রেকর্ড দেখাচ্ছে ২০১৪ সালে তিনিও নাকি তার জমির ৩ বিঘা বিক্রি করেছেন। এইভাবে জাতিয়াতি চক্রের দ্বারা বিক্রি হয়ে যাওয়া ১৩১ টি প্লটের ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে যেমন রয়েছেন প্রায় ৮০ বছরের বৃহস্পতি মণ্ডল, তেমনই আছেন হারানচন্দ্র মণ্ডল, সত্য মণ্ডল, দেবলা মণ্ডল, দেবাশীষ নস্করদের মত প্রবীণ–নবীন বহু মানুষ।

এদিকে গ্রামবাসীদের কাছে বর্তমানে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল, জমি বিক্রি করতে না পারা। নিয়ম অনুযায়ী এই ভুয়ো রেজিস্ট্রি যতক্ষণ না বাতিল হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত নতুন করে জমি বিক্রি করা যাবে না। আর এই রেজিস্ট্রি বাতিল হওয়ার আইনী পদ্ধতিও যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ। ফলে রাতের ঘুম ছুটে গিয়েছে এই বিশাল সংখ্যক মানুষের। তবে প্রশাসনের তরফে আশ্বাস দিলেও এখনও পর্যন্ত কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ করা হয়নি বলে বাসিন্দাদের অভিযোগ। জনৈক বাসিন্দা পিন্টু মণ্ডল, জানালেন, থানায়, গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে ১৩ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালেও পুলিশ মাত্র ২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

শতবর্ষে বিস্মৃত অক্ষয় কুমার

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাংলা ভাষার প্রাচীন পুঁথির বিশেষজ্ঞ এবং 'তাম্রপত্র' প্রাপ্ত স্বাধীনতা সংগ্রামী

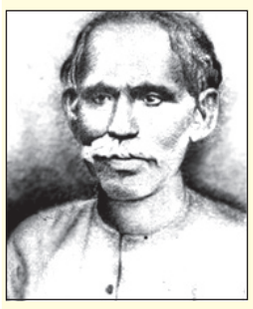

অক্ষয় কুমার কয়ালের জন্ম শতবর্ষ নীরবে চলে গেল। তিনি ১৯১৪ সালের ১৪ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অক্ষয় কুমার কয়াল থাকতেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার সহরার হাটের (ফলতা) কাছাকাছি দৌলতপুর গ্রামে। বর্ধিষ্ণু ও প্রতিষ্ঠিত পরিবারে জন্ম হলেও স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্যাপকভাবে জড়িয়ে পড়েন। বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে থাকার কারণে বাংলা ভাষার প্রাচীন পুঁথির ওপর তাঁর বিশেষ আগ্রহ জন্মায়। তিনি এপার বাংলা ও ওপার বাংলার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে পুঁথি সংগ্রহে নেমে পড়েন। হাজারের ওপর প্রাচীন পুঁথি তাঁর সংগ্রহে আসে। পুঁথির ভাষা, অক্ষর, ধর্ম তথা সমাজ চেতনার ওপর তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রচণ্ড বেড়ে যায়। শান্তিনিকেতন–বিশ্বভারতীতে তিনি প্রায় এক হাজার পুঁথি দান করেছেন। এছাড়া বহু গবেষক তাঁর কাছ থেকে পুঁথি সংগ্রহ করে সমৃদ্ধ গবেষণা করতে পেরেছেন। বুড়ুলের বিভিন্ন গণ আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। আগস্ট আন্দোলনে যোগদান করে তিনি কারাবরণ করেছিলেন। অক্ষয়কুমার কয়ালের ইংরাজিতে লেখা পট ও পটুয়া সহস্কৃতির উপর গবেষণাধর্মী পুস্তকটির (১৯৭৭–৭৮) ভূমিকা লিখেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি। এছাড়াও তিনি অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছিলেন–বঙ্গশ্রী পত্রিকা, বসুমতী পত্রিকা প্রভৃতি।

রাজ্যসভার অঙ্কেই পিছু হটছে রাজ্য বিজেপি

পার্থসারথি গুহ

এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত তাদের ধরা হচ্ছিল শাসক দলের প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে। বিজেপির সেই সবেধনে আর নীলমণি কিংবা বাতি দেওয়ার লোক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। খাতায় কলমে কলকাতা পুরসভা সহ রাজ্যের প্রায় শতাধিক পুরসভার যে নির্বাচন আসন্ন তাতে বিজেপির ভাগ্যে শেষ পর্যন্ত তৃতীয় হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে একাধিক সমীক্ষায়। এমনকি বিগত লোকসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতে যে বিজেপি কলকাতার দ্বিতীয় দল হিসেবে উঠে এসেছিল যত দিন গড়াচ্ছে ততটাই পিছিয়ে পড়ছে তারা। বরং ফের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব ঘটেছে সিপিএম তথা বামপন্থীদের।

অথচ একটা সময় মনে করা হচ্ছিল বিজেপি বুঝি শাসক দলের মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের কলমেও রাজ্যে পদ্ম ফুল ফোঁটা নিয়ে বিস্তর জল্পনা চলছিল। সেই বিজেপি নেতৃত্ব এখন নিজেদের গোষ্ঠী কোন্দল সামাল দিতে জেরবার। মুখে রাহুল সিনহারা যতই বলুন যে তৃণমূল লোক ঢুকিয়ে তাদের বদনাম করছে, বাস্তব ঘটনা আদৌ তা সমর্থন করছে না। দলের অভ্যন্তরে যে কথাটা মাথাচাড়া দিচ্ছে তা হল যোগ্য প্রার্থীদের মনোনয়ন না দিয়ে অর্থের বিনিময়ে ময়দানে নতুন প্রার্থীদের দাঁড় করানো হচ্ছে। এমনকি কংগ্রেস বা সিপিএম কিংবা তৃণমূল থেকে দুদিন আগে বিজেপিতে আসাদের যেভাবে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে অভিযোগ তা নিয়েই। এতদিন পর্যন্ত তৃণমূল সম্পর্কে অভিযোগ উঠত যে সেই দলে পুরনোদের বদলে জার্সি বদলুদের বেশি প্রাধান্য

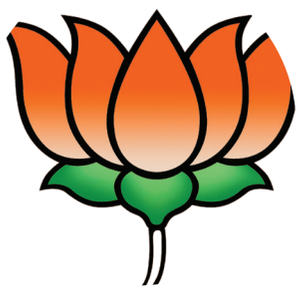

দেওয়া হচ্ছে। পোষাকি ভাষায় আবার নব্য তৃণমূলীদের রেড টিএমসি এবং পুরনোদের গ্রিন টিএমসি নামে অভিহিত করা হচ্ছে। বিজেপিতেও কার্যত সেই দশাই পরিলক্ষিত হচ্ছে। পদ্ম শিবির এখন গেরুয়া বিজেপি এবং সবুজ–লাল বিজেপিতে বিভক্ত। বলাবাহুল্য কংগ্রেস–তৃণমূল এবং সিপিএম থেকে যারা বিজেপিতে ভিড়েছে তাদের সবুজ–লাল বিজেপি বলে ডাকা হচ্ছে। কলকাতা পুরসভার ভোটে এই বিদ্রোহের আগুনে তাই তপ্ত হচ্ছে কেন্দ্রের শাসক দল।

পরিস্থিতি এমন দিকে গড়িয়েছে যে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে হস্তক্ষেপ করতে হচ্ছে। কয়েকদিন আগেও বিহার এবং বাংলার বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করছিলেন স্বয়ং মোদি–অমিত শাহ জুটি। এখন সেই বাংলা যেন ক্রমশ ফিঁকে হতে শুরু করেছে পদ্ম ফুলের কাছে। যদিও রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আপাতত নিজে থেকেই রণেভঙ্গ দিতে চাইছে তৃণমূলের প্রশ্নে। কারণটা খুব পরিস্কার। তা হল রাজ্যসভায় সংখ্যালঘু বিজেপির কাছে রাজ্যে হাল ফেরানোর থেকেও বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে সংসদের উচ্চ কক্ষে ঘাসফুলের সমর্থন। প্রথমে হয়তো বিজেপির ম্যানেজাররা ভেবেছিলেন মুকুল রায়কে বাগালেই কার্যোদ্ধার হবে। পরে তারা বুঝতে পেরেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই সব। এর সঙ্গে মমতা–মোদি বৈঠকের পর সেই ধারণা আরও পোক্ত হয়। এসব দেখে এক বাম নেতা রসিকতা করে বললেন, এক সময় এ রাজ্যের অবিভক্ত কংগ্রেস নেতা–নেত্রীরা (পড়ুন সুব্রত–সোমেন–প্রিয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ) অভিযোগ করতেন বাম বিরোধী আন্দোলন যখনই মাথা চাড়া দিত রাশ টেনে ধরত কেন্দ্রের কংগ্রেস নেতৃত্ব। সেই চিত্রটাই কার্যত পুনরাভিনীত হচ্ছে রাহুল সিনহাদের দড়ি অমিত শাহ–সিদ্ধিনাথের হাতে গিয়ে।

সোয়াইন ফ্লুতে মৃত সেই মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ–২ নং ব্লকের সাউথ বাওয়ালী অঞ্চলের কালীনগর গ্রামের সোয়াইন ফ্লুতে আক্রান্ত অসীমা সাঁতরা নামে সেই মহিলা গত ২৬ মার্চ বেলেঘাটা আই ডি হাসপাতালে মারা গেলেন। গত সংখ্যায় ওই সংক্রান্ত আক্রান্তের সংবাদ আমরা লিখে ছিলাম। এলাকার যে সচেতনতার অভাব আছে সে সংবাদও পরিবেশন করেছিলাম। বজবজ–২ নং ব্লকে সোয়াইন ফ্লুতে প্রথম বলি হলেন ওই মহিলা। এই খবরে এলাকায় স্বাস্থ্য দফতরও প্রশাসনের ভূমিকায় মানুষজনে অসন্তোষই প্রকাশ পেয়েছে। সাউথ বাওয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য কানাই সাঁতরা বলেন, আমি ওই মহিলা আক্রান্ত হওয়ার পরই বিষয়টি লিখিতভাবে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং বিডিওকে জানিয়েছিলাম। কিন্তু এলাকায় ব্যাপক অর্থে কোনও সচেতন মূলক প্রচার হয়নি। তাছাড়া ওই গ্রামের অদূরেই একটি শূকরফার্ম আছে, যে ব্যাপারেও প্রশাসন নির্বিকার। এলাকার এস ইউ সি দলের নেতা বাসুদেব কাবড়ি বলেন, একজনের

পরিদর্শনে মেডিক্যাল টিম, ইনসেটে সেই মৃতা মহিলা

মৃত্যু হয়ে গেল, অথচ সোয়াইন ফ্লু নিয়ে মানুষকে সচেতন করতে প্রশাসন সেভাবে কোনও ভূমিকা নেয়নি। বজবজ–২ নং ব্লকের বিডিও অমর বিশ্বাস বলেন, মৃত্যুর সংবাদ পেয়েছি। বিষয়টি মহকুমা শাসককে জানিয়েছি। শুক্রবারই ওই গ্রামে মেডিকেল টিম যাবে। ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো হবে।

এরপর পাঁচের পাতায়

তৈরি হয়েও বন্ধ ১৮টি হাসপাতাল

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ২৯টি ব্লকে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে ১৮টি দশ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছে ২০০৯–'১০ সালে। কিন্তু পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর অভাবে ওই হাসপাতাল থেকে এলাকার মানুষ সম্পূর্ণ পরিষেবা পাচ্ছে না। এইসব হাসপাতালে ডাক্তার, নার্স, চতুর্থশ্রেণীর কর্মচারি রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর এখনও নিয়োগ করতে পারেনি। ডায়মন্ড হারবার ১ ও ২, বজবজ ১ ও ২, কুলপি, সাগর,

মথুরাপুর ১ ও ২, জয়নগর ১, বারুইপুর, সোনারপুর, ভাঙড় ১ ও ২, বিষ্ণুপুর ১ ও ২ ব্লকে প্রায় ৬৮লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক একটি হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে। হাসপাতাল গুলির দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ব্লকের স্বাস্থ্য আধিকারিকদের হাতে তুলেও দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য দফতর থেকে প্রথমে সিদ্ধান্ত হয়েছিল এই সব হাসপাতালে ২৪ ঘন্টা ২২ জন ডাক্তার, নার্স ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীরা থাকবেন। দশ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল গুলিতে মানুষকে ভর্তি রেখে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হবে।

এরপর পাঁচের পাতায়

পরের বার হবে রে বাবা! রেগে আগুন দেশসেবকরা

সুকুমার মন্ডল

আহা এ বসন্ত। এখন কেবল রঙের খেলা। বসন্ত এসে গেছে, এসেছে রঙের ঋতু। কিংবা বলা ভালো রঙ পাল্টানোর ঋতু। গাছের ডালে ডালে সবুজ পাতা, শিমূল–কৃষ্ণচূড়া লাল রঙ, রাধাচূড়ার হলুদ চারপাশে কেবল রঙের খেলা। রঙ লেগেছে সব দলের কর্মীদের মনে। বাংলার নগরে নগরে পুর ভোটের বার্তা রটে যেতেই সব্বাই বেশ গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে। দলের জন্য নিবেদিত প্রাণ ছেলে ছোকরাদের নাইবার খাওয়ার সময় নেই। পার্টি অফিসের ধুলো–টুলো ঝেড়ে, বেশ ঝকমকে দেখাচ্ছে। যাদের পার্টি অফিস এতদিন ছিল না, তারা এবার নতুন অফিস খুলে সাজিয়ে বসছেন। অনেকটা পাড়ায় নতুন দোকান খোলার মত। আসতে যেতে আপনি জুলজুল করে সেদিকে চোরা চাউনি ছুঁড়ে দিচ্ছেন। তবে হুট করে ঢুকতে সাহস করছেন না, কেননা আপনি নিতান্ত সাধারণ মানুষ, পছন্দের দল ময়দানে মিটিংয়ে ডাকলেও কদাপি ঝাণ্ডা নিয়ে সামিল হন নি। পার্টি অফিসগুলোকে বরাবর এড়িয়ে চলেছেন। পরিচিতরা দেখে ফেললে পাছে ধরে নেয় আপনি ওই দলে যোগ দিয়েছেন। মাঝখান থেকে আপনার রোজকার তাসের কিংবা চায়ের দোকানের ঠেক–এ ঠেকে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। আপনি নেহাতই ভীতু–শ্রেণির, তাই সেরকম ঝুঁকি নিতেও চান না। অবিশ্যি আপনি যদি বিখ্যাত ব্যক্তি কিংবা ফিলিম স্টার হতেন, তাহলে না হয় একটা কথা ছিল। তাদের রঙ বদলে দোষ লাগে না, কারণ বিখ্যাতরা দল পাল্টে নিজেদের গ্ল্যামার আর প্রচার দুটোই বাড়িয়ে নেন, কেউ কেউ আবার সেই সঙ্গে ভোটে দাঁড়ানোর টিকিটটিও নিশ্চিত করে নেন।

রঙ বদলের কথায় আপনি নাক সিটকোতে চাইলে, সিঁটকান, কিন্তু আমাদের বন্ধু পরিমল এ ব্যাপারে ভারি নিরুত্তাপ, কিংবা হয়তো নির্লজ্জ। কলেজে পড়ার সময়ে সেই সত্তর দশকের শেষ দিকে চুটিয়ে কংগ্রেস ওরফে ছাত্র পরিষদ করেছে। আশির দশকের মাঝামাঝিতে আপিসে জয়েন করে টুপ করে ও রঙ পাল্টে সিপিএম হয়ে গিয়েছিল, অফিসের ইউনিয়নের মাঝারি নেতা–টেতাও হয়েছিল পরবর্তী সময়ে। তারপর শতাব্দী বদলের সঙ্গে তার মিলিয়ে ফের রঙ পাল্টে তৃণমূলে নাম লিখিয়ে বসল। সেটা ২০০০ শতকের দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় বছর হবে। ওর ট্র্যাক রেকর্ড জানা ছিল মধ্যে রয়েছে বলা যায়। আমরা বুঝলাম, পরিমল ফের রঙ পাল্টেছে। আমরা চেপে ধরেছিলাম ওকে, কিরে অনায়াসে ফের দল বদল করলি! পরিমলের কোনও হেল–দোল নেই। বেশ দার্শনিক ভাবে বলল, কেন, কি এমন কঠিন সেটা, দলের আগে ব–বসালেই বদল হয়ে যায়। এই পৃথিবী রোজ পাল্টাচ্ছে, পরিবর্তন–ই জীবন। একই জিনিস জন্মযুগ আঁকড়ে থাকতে হবে এমন মাথার দিব্যি কে দিয়েছে। তাই ক্রমাগত রঙ বদল করেও পরিমল দিব্যি আছে।

আজকের সান্ধ্য আড্ডায় চায়ের কাপে প্রথম চুমুক দিতে দিতে হরিদা

স্কেচ : মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

বললেন, পুর–ভোটে হলেও এটা নাকি পুরো ভোট নয়।

এমন ধাঁধার কথায় বেকায়দায় চুমুক দিয়ে জিভে ছ্যাঁকা খেলাম। তারপর একটু সামলে নিয়ে বললাম, ওই কয়েকটা পুরসভার ভোট এখন হচ্ছেনা, সেইজন্য বলছ তো।

আমার ব্যাখ্যা খ্যা খ্যা করে হেসে উঠে হরিদা বলল, ধ্যুস আমি তা মীন করি নি। রাজ্যের কেবলমাত্র নগরে নগরে এই ভোটের আয়োজন, গ্রামের মানুষজনেরা দূর থেকে দেখবেন, তাই এই ভোট–কে আদৌ পুরো ভোট বলা চলে কি! মনে রাখিস গ্রামের জনসংখ্যা কিন্তু।

হরিদা–র কথার মাঝে অবিনাশ বলে উঠল, সে নিয়ে গ্রামের মন খারাপ করার কিছু নেই, গ্রামে যখন পঞ্চায়েত ভোট হয় তখন শহরের লোকেরা মাথা ঘামায় না...। ব্যাপারটা একই...

মোটেই এক নয়, প্রত্যেক পঞ্চায়েত ভোটে গ্রামে গ্রামে লাস ফেলার হিড়িক পড়ে যায়, অন্তত গত বিশ বছরের পরিসংখ্যান বলছে প্রতিটা পঞ্চায়েত ভোট–এ কয়েকশো করে মানুষ বেঘোরে প্রাণ হারিয়েছে... সেই তুলনায় পুর–ভোটে যুদ্ধে হুজ্জোত অনেক রকম হলেও, খুন রক্তপাত অনেক পকম। তার কারণটাও শুনে রাখ... হরিদা জানালেন গ্রামের মানুষের রং লুকোনোর জায়গা নেই। কংগ্রেস সিপিএম তৃণমূল যাই করুক না কেন, সেটা গ্রামশুদ্ধ সব্বাই জেনে যায়। গ্রামে নিজের রাজনৈতিক অবস্থান লুকিয়ে রাখা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু শহরে গিসগিসে লোকের ভিড়ে, আমরা দিব্যি মনের আয়না লুকিয়ে রেখে দিই। আপনি কোন দলের, কিংবা কাকে ভোট দেবেন, শহরে আপনার পাশির বাড়ি কিংবা পাশের ফ্ল্যাটের লোক তা জানেনই না কিংবা বলা যায় জানতে চানও না। তাই আপনি খানিকটা নিশ্চিন্তে ঘাপটি মেরে দিন কাটিয়ে যেতে পারছেন।

তবে ভোটাররা যতটা নিরুত্তাপ থাকতে পারছেন, দলের কর্মী নেতাদের কপালে কিন্তু সেই সুখ নেই। এবারের পুর–ভোটে দেশ–সেবকদের মধ্যে পুরোদস্তুর হুড়োহুড়ি, কামড়া–কামড়ি, গালি–গালাজের মত যাবতীয় বিদ্রোহী কার্য–কলাপের ছয়লাপ। দলে দলে বিদ্রোহের আগুন। কিন্তু কেন এই অসন্তোষ? ভোটে দাঁড়ানোর টিকিটের জন্য হাহাকার। এ টিকিট তো আর মোহনবাগান–ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ দেখার জন্য নয়, এ টিকিট হল আগামী পাঁচটি বছর ধরে দেশ সেবা করার ছাড়পত্র। অবশ্য এখানে একটি ধাপ বাকি থেকেই যাচ্ছে, সেটা হল ভোটে জিত হাসিল করা, তা নাহলে সব চেষ্টাই মাটি। এলাকার নাগরিকদের কাছে ভোট চাইতে যাওয়ার ছাড়পত্র ওই টিকিট। এবারের পুরভোটে সবচেয়ে নাকাল হচ্ছে তৃণমূল ও বিজেপি। প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করতে গিয়ে চূড়ান্ত গোলমাল। পুরভোটের টিকিট পাওয়ার ব্যাপারে যারা মোটামুটি নিশ্চিত ছিলেন, তাঁদের অনেকেরই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল, যখন নিজের পার্টি অফিসের তালিকায় নিজের নাম–গন্ধের দেখা মিলল না।

এরপর পাঁচের পাতায়

Alipur Barta : 49 year : Vol No.: 49, Issue No. 23, 28 March - 3 April, 2015

ভারতীয় শেয়ার বাজারে সাময়িক মন্দা

এপ্রিলের রেজাল্টকে সামনে রেখে ঘুরতে পারে চাকা

শুদ্ধাশিস গুহ

অর্থনীতি

এক নাগাড়ে চলছে কারেকশন।

যার জেরে গত কয়েকদিনে ৯১০০–র ওপরে গিয়েও ভারতীয় শেয়ার বাজার নেমে এসেছে অনেকটাই নিচে। এখনও পর্যন্ত প্রায় পাঁচ শতাংশের মতো পড়েছে বাজার। যেভাবে গতিপ্রকৃতি এগোচ্ছে তাতে আগামী দিনে ভারতীয় অর্থ বাজার আরও নিচে আসতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ভারতীয় বাজারের এই মন্দা কবে কাটবে তার পূর্বাভাস কেউই করতে পারছেন না। বিশেষজ্ঞদের ধারণা ভারতের শেয়ার বাজার যেভাবে ভালো খবরকে পাত্তা দিচ্ছে না, এবং যে কোনও ছোটখাটো খারাপ খবরকে বড় করে দেখছে তার ফলে এই কারেকশন দীর্ঘমেয়াদী হয়ে উঠতে পারে।

এমতাবস্থায় সঠিক পরিস্থিতির জন্য অপেক্ষা করতে পরামর্শ দিচ্ছেন তারা। মানে বাজার যতক্ষণ স্থিতাবস্থা ফিরে পায় তার দিকে নজর রাখায় জোর দেওয়া হচ্ছে। বাজারে সংশোধনী আসাকে অস্বাভাবিক না ভাবলেও যে পরিস্থিতির ওপর দাঁড়িয়ে তা চলছে তা একটু হলেও চিন্তা জাগিয়েছে। বিশেষ করে কেন্দ্রের পেশ করা পূর্ণাঙ্গ বাজেট প্রস্তাবের পরেও মনে হয়নি যে বাজার এভাবে নিচে চলে আসবে। বাজেট পেশের অব্যাবহিত পরে তো বাজার ওপরে অবস্থানও করছিল। তারপর মার্কিন মুলুকে ফেডারেল ব্যাঙ্ক সুদের হার বাড়াবে এই একটা ভীতি গ্রাস করে বাজারকে। সেখান থেকেও আসে ইতিবাচক সংবাদ। জানা যায় পরিস্থিতি অনুকূলে না আসা ইস্তক আমেরিকায় সুদের হার বাড়ানো হবে না।

এখানে এও উল্লেখ করা হয়েছে যে আগামী জুন মাসের পর সুদ বাড়ানোর পথে হাঁটতে পারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। অথচ এত ভালো খবরাখবরকেও পাত্তা নিয়ে ভারতের বাজার ক্রমাগত পড়েই চলেছে। বরাবরের মতো এই রকম অবস্থার সামনে পড়ে সাধারণ লগ্নিকারীদের মধ্যে একটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় মনোভাব কাজ করছে। সামনেই মার্চ মাসের অপশন কাটানোর সময়। অর্থাৎ মার্চ থেকে সেপ্টেম্বরে যাওয়ার দিন। তাও বাজারের সম্বিৎ ফিরছে না কিছুতেই।

মার্কেট এক্সপার্টরা জানাচ্ছেন এইসময় চুপ করে সময়ের জন্য তৈরি হতে হবে। হুট করে কিছু কিনতে গেলে পরে পস্তাতে হতে পারে। কারণ আজ ভালো শেয়ারের দাম এত নিচে চলে আসায় যদি আপনি লাফিয়ে উঠে কিছু কিনতে যান তাহলে হতে পারে সেটির দাম আরও পড়ে গেল। এই ধরণের পরিস্থিতিতে প্রায়শই ট্রেডাররা বটম ফিশিং করে থাকেন। ঘোলা জলে মাছ ধরা বা নিম্নতল ভেবে মৎস শিকার করতে যাওয়া শেয়ার বাজারের নিরিখে খুব খারাপ অভ্যেস। কারণ এই বাজার হল সমুদ্রের মতো। এর কোনটা যে অবতল আর কোনটা উচ্চতল তা বোঝা বেশ দুষ্কর। এটা ঠিক সামনে ভালো কোম্পানির শেয়ার কম দামে দেখলে কেনার জন্য হাত নিশপিশ করতে থাকে। এখানেই একটু সংযমী হওয়া প্রয়োজন। কারণ ভুল ট্রেডের দ্বারা আপনার পুঁজি অরক্ষিত হয়ে উঠতে পারে। সম্পদ বা শেয়ার সুরক্ষিত রাখতে এই সময়ে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ভালো কাজ দেয়। একইভাবে তার সঙ্গে যোগ করতে হবে নিজস্ব বুদ্ধি এবং বিবেক কি বলছে তার ওপর। শেয়ার বাজারে যেমন লাভ করা সম্ভব তেমন আবার কঠিন পরিস্থিতিতে এই বাজার সবসময় আপনার সঙ্গে ঠিকঠাক ব্যবহার নাও করতে পারে। মাথা ঠাণ্ডা রেখে বিপরীতধর্মী পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হয়। তাতেই হয়তো লাভবান হওয়ার পথ খুঁজে পাওয়া যাবে। এর ওর কথায় ট্রেড করতে যাওয়া একদম উচিত নয়। যার জন্য আপনার সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। বাজার যখন পড়ে তখন অপেক্ষা করা যেমন শ্রেয় তেমনই আবার প্রতিটি পতনের দিনেও দেখা যায় কিছু শেয়ার খুব ভালোভাবে পারফর্ম করছে। বুঝতে হবে এই শেয়ারগুলি নিজস্ব খবরের ভিত্তিতে বাড়ছে। বাজারের ওঠা পড়ার সঙ্গে এরা নির্ভরশীল নয়। এ যেমন গেল একদিকের কথা তেমন দেখতে হবে যে সময় আপনি বা আপনারা লগ্নি করছেন বা সওদা মারছেন সেই মুহূর্তের বাজার কি বলছে। এইসব খুঁটিনাটি পর্যালোচনা করাও খুব জরুরি।

এখন যে সময়ের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় বাজার তার যাত্রাপথ অতিক্রম করছে তাকে বুল মার্কেট বলে অভিহিত করছেন ছোট–বড় বিনিয়োগকারী থেকে শুরু করে হোমড়াচোমড়ারা। অনেকে তো এমনও বলছেন এটা নাকি বুল–রান বা ষাঁড় দৌড়ের ট্রেলার পর্ব। পিকচার নাকি আভি বাকি হ্যায়। কিন্তু সেই বুল রানের মধ্যে দাঁড়িয়ে এই ধরণের দীর্ঘমেয়াদি কারেকশন কী অভিপ্রেত? এই ধরনের ফিসফাস অনেকের মধ্যেই শোনা যাচ্ছে। তাতে বাজারের কিছু হেলদোল হোক আর না হোক মন্তব্যের পাহাড় জমছে জঞ্জালের মতোই। এখন বাজার এমন ভাবে ধাবিত হচ্ছে যে সত্যি বলতে অনেক এক্সপার্টরাও কেনাবেচা করতে থই খুঁজে পাচ্ছেন না। তাদের আপশোস করে এও বলতে শোনা যাচ্ছেন যা একপ্রকার স্বগতোক্তির মতো শোনাচ্ছে, 'এর থেকে বেয়ার মার্কেটেও রোজগার করা যেত।'

এটা ঠিক যখন ২০০৮–০৯ সালে ভয়াবহ রিসেশন দেখা গিয়েছিল ভারতীয় শেয়ার বাজারে তখন এই রোজগারের রাস্তা একেবারে বন্ধ হয়নি।

কলাকৌশল জানা থাকলে বেচে খেলেও আর্থিক সংস্থান করা গিয়েছে। সেখান থেকে দাঁড়িয়ে আজকের এই ভরপুর বুল মার্কেটে বাজারে রোজগার করতে ঘাম ছুটছে অনেক পণ্ডিতেরও। ফলে যা হওয়ার হচ্ছেও ঠিক তাই। একাধারে মানসিক পরিশ্রম অন্যদিকে বাজার থেকে পাওয়া লবডঙ্কার যুগপতে মুখ থুবড়ে পড়ছেন তারা।

এর থেকে উদ্ধার হওয়া যাবে কবে? যখন পুরোদমে শুরু হবে বুল রান বা ষাঁড় দৌড়? এই প্রশ্নের জবাবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন একটু অপেক্ষা করতে।

বেশিরভাগেরই ধারণা খুব বেশি দিন কষ্ট ভোগ করতে হবে না ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের। অচিরেই কোনও ভালো সংবাদের জেরে ফের ঘুরে দাঁড়াবে নিফটি এবং সেনসেক্সের মতো দেশীয় সূচক। হতে পারে বিদেশ থেকে আমদানি হবে কোনও ইতিবাচক খবর। বা দেশের অভ্যন্তর থেকেই উঠে আসবে পরবর্তী উত্থানের ট্রিগার। বিশেষজ্ঞদের অনেকেই ২০১৫–র মধ্যে ভারতীয় সেনসেক্সকে দেখছেন প্রায় ৩৪ হাজারের ঘরে, সেক্ষেত্রে নিফটির টার্গেট হবে ১০ হাজার। সামনের ফলাফল সিরিজ থেকেই এই নবোত্থানের গন্ধ পাচ্ছেন কেউ কেউ। এখন দেখার এদের কথা বা ধারণা কতটা মেলে বাস্তবের সঙ্গে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৮ মার্চ – ৩ এপ্রিল, ২০১৫

মেষ : মাথা উঁচু করে এগিয়ে চলুন। অগ্রগতির পথে সময়টি শুভদায়ক। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভ যোগ বিদ্যমান। লেখাপড়ায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। গৃহ–ভূমি এবং জমি জমা সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

বৃষ : কর্মস্তলে কাজের দায়িত্ব বেড়ে যাবে। রক্তের চাপ বৃদ্ধির যোগ রয়েছে। বন্ধুদের সঙ্গে সাবধানে মেলামেশা করবেন। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে বাধা আসবে। কিন্তু আপনি জয়ী হতে পারবেন। পতি পত্নীর মধ্যে মতবিরোধের যোগ রয়েছে। শিক্ষায় মিশ্রফল পাবেন।

মিথুন : আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে পারবেন। উপযাচক হয়ে অন্যের দায়িত্ব নিতে যাবেন না। কর্মস্থলে সম্মান বজায় রেখে চলতে পারবেন কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে। গোপন শত্রুর যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন।

কর্কট : যকৃতের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। মনকে শক্ত করুন এবং ধৈর্য ধরে চলুন আপনার জয় অবশ্যম্ভাবী। শিক্ষায় সফলতা পাবেন। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভ ফল পাওয়া যাবে। গৃহভূমি ও জমি–জমা সম্পর্কে শুভফল পাবেন।

সিংহ : মনকে সংযম রাখার চেষ্টা করুন। চঞ্চলতা না কমালে কোন কাজে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবেন না। লেখাপড়ায় আশানুরূপ ফল পাবেন না। কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে। বেকারত্বের অবসান হবে। শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাবেন।

কন্যা : খুব চিন্তা ভাবনা করে অগ্রসর হতে হবে। বুদ্ধির ভুলে ক্ষতির যোগ রয়েছে। দায়িত্ব মূলক কাজগুলিতে কিঞ্চিৎ বাধা আসবে। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য রাখতে হবে। আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সমতা থাকবে না। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। পায়ের ব্যাথায় কষ্ট।

তুলা : সাহিত্যিক ও শিল্পীদের পক্ষে সময় ভাল বলা যায়। মনের মত মানুষের সঙ্গে পরিচয়ে আপনি আনন্দ পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে অগ্রগতির যোগ রয়েছে। অন্যের কথায় নিজেকে বিলিয়ে দেবেন না। নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে চলুন।

বৃশ্চিক : ধৈর্য হারাবেন না। মনকে শক্ত করুন, আপনি সাফল্য পাবেন, কর্মে পদোন্নতির যোগ, সন্তান–সন্ততি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। লেখাপড়ায় সাফল্যের যোগ রয়েছে, পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। বাধা থাকলেও অর্থ পাবেন।

ধনু : যকৃতের পীড়ায় কষ্ট পাবেন, খাওয়া–দাওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে। আগে পেছনে চিন্তা করে কাজে অগ্রসর হবেন। জলপথে ভ্রমণে না যাওয়াই ভালো। প্রতারক থেকে সাবধান থাকবেন। সকলের সঙ্গে মিশবেন কিন্তু বেশি গভীরে যাবেন না।

মকর : ব্যবসা বাণিজ্যে মোটামুটি ফল পাবেন। কিঞ্চিৎ বাধা আছে কিন্তু বাধা সরে যাবে। প্রোমোটারদের পক্ষে সময়টি শুভ। সকলের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলার চেষ্টা করুন। আয় পূর্বের তুলনায় সামান্য বাড়বে। অসাধু সঙ্গ ত্যাগ করবেন।

কুম্ভ : দায়িত্বমূলক কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে সমর্থ হবেন। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে মন আকৃষ্ট হবে। লেখাপড়ায় চঞ্চলতার জন্য ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। দৈব–দুর্ঘটনা ও প্রতারনার যোগ রয়েছে। নূতন নূতন কাজের যোগাযোগ ঘটবে।

মীন : আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে। চোখের পীড়ায় ও মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পাবেন। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। শিক্ষায় ভালো ফল পাবেন। উচ্চশিক্ষার যোগ রয়েছে, বায়ুরোগে কষ্ট পাবেন।

৭ থেকে ১৪ এপ্রিল দুর্গাপুরে র‍্যালির মাধ্যমে

আর্মিতে সোলজার

কাজের খবর

পশ্চিমবঙ্গের ৪ জেলা থেকে সোলজার জেনারেল ডিউটি, সোলজার জেনারেল ডিউটি (এসটি), সোলজার টেকনিক্যাল, সোলজার টেকনিক্যাল (অ্যাসভিয়েশন/অ্যামুনিশন এক্সামিনার), সোলজার (নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট)/সোলজার (নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ভেটেরিনারি), সোলজার ক্লার্ক/স্টোরকিপার, সোলজার ট্রেডসম্যান (মেসকিপার ও হাউসকিপার ছাড়া), সোলজার ট্রেডসম্যান (মেসকিপার ও হাউসকিপার) ক্যাটেগরিতে কয়েকশো সোলজার নিয়োগ করবে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে। নিয়োগ হবে র‍্যালির মাধ্যমে। র‍্যালি হবে নেহরু স্টেডিয়াম, দুর্গাপুর, বর্ধমান (পশ্চিমবঙ্গ), ৭ থেকে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত। কেবলমাত্র অবিবাহিত তরুণরা র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। সোলজার জেনারেল ডিউটি : মোট অন্তত ৪৫ শতাংশ নম্বর সহ মাধ্যমিক পাশ এবং প্রতিটি বিষয়ে অন্তত ৩৩ শতাংশ নম্বর পেয়ে থাকলে র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করতে পারনে। মাধ্যমিকের থেকে উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রার্থীদের মাধ্যমিকে ওই শতাংশ হারে নম্বর না থাকলেও চলবে। এই পদের ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে সাড়ে ১৭ থেকে ২১ বছরের মধ্যে। অর্থাৎ জন্মতারিখ হতে হবে ৭–৪–১৯৯৪ অথবা তারপর। শারীরিক মাপজোক হতে হবে উচ্চতা ১৬৯ (তফশিলি উপজাতি প্রার্থী হলে ১৬২) সেমি, বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৭৭ এবং ৮২ সেমি এবং ওজন অন্তত ৫০ কেজি হতে হবে।

সোলজার জেনারেল ডিউটি (এসটি) : অষ্টম শ্রেণি পাশ প্রার্থীরা র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন। বয়স হতে হবে সাড়ে ১৭ থেকে ২১ বছরের মধ্যে। অর্থাৎ জন্মতারিখ হতে হবে ৭–৪–১৯৯৪ অথবা তারপর। শারীরিক মাপজোক হতে হবে উচ্চতায় অন্তত ১৬২ সেমি, বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৭৭ ও ৮২ সেমি এবযং ওজন অন্তত ৪৮ কেজি।

সোলজার টেকনিক্যাল : ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, অঙ্ক এবং ইংরিজি সহ বিজ্ঞান শাখার উচ্চমাধ্যমিক পাশ প্রার্থীরা উচ্চমাধ্যমিকে মোট অন্তত ৪৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে থাকলে র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন। অথবা মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর সহ মাধ্যমিক পাশ প্রার্থীরা মেকানিক্যাল/ইলেক্ট্রিক্যাল/ইলেক্ট্রনিক্স/অটোমোবাইল/কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৩ বছরের ডিপ্লোমাধারী হলেও র‍্যালিতে অংশগ্রহণের যোগ্য। এক্ষেত্রে প্রতিটি বিষয়ে পাশ নম্বর থাকলেই হবে। এই পদের ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে সাড়ে ১৭ থেকে ২১ বছরের মধ্যে। অর্থাৎ জন্মতারিখ হতে হবে ৭–৪–১৯৯২ বা তারপর। শারীরিক মাপজোক হতে হবে উচ্চতায় অন্তত ১৬৯ (তফশিলি উপজাতি হলে ১৬২) সেমি। বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৭৭ ও ৮২ সেমি। ওজন হতে হবে ৫০ (তফশিলি উপজাতি হলে ৪৮) কেজি।

সোলজার টেকনিক্যাল (অ্যাভিয়েশন/অ্যামুনিশন এক্সামিনার): ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথমেটিক্স এবং ইংরিজি নিয়ে বিজ্ঞান শাখার উচ্চমাধ্যমিক পাশ প্রার্থীরা মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর এবং প্রতিটি বিষয়ে অন্তত ৪০ শতাংশ পেলে র‍্যালিং অংশগ্রহণ করতে পারেন। অথবা মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে মাধ্যমিক পাশ প্রার্থীরা মেকানিক্যাল/ইলেক্ট্রিক্যাল/ইলেক্ট্রনিক্স/অটোমোবাইল/কম্পিউটার সায়েন্সের ৩ বছরের ডিপ্লোমাধারীরাও র‍্যালিতে অংশগ্রহণের যোগ্য। এই পদের ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে সাড়ে ১৭ থেকে ২১ বছরের মধ্যে। অর্থাৎ জন্মতারিখ হতে হবে ৭–১০–১৯৯৭ বা তারপর। শারীরিক মাপজোক হতে হবে উচ্চতায় অন্তত ১৬৯ (তফশিলি উপজাতি হলে ১৬২) সেমি। বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৭৭ ও ৮২ সেমি। ওজন হতে হবে ৫০ (তফশিলি উপজাতি হলে ৪৮) কেজি।

সোলজার (নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট)/সোলজার (নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ভেটেরিনারি) : ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি এবং ইংরিজি নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ প্রার্থীরা মোট অন্তত ৫০ শতাংশ এবং প্রতিটি বিষয়ে অন্তত ৪০ শতাংশ নম্বর পেয়ে থাকলে র‍্যালিতে যাওয়ার যোগ্য। অথবা বটানি/জুলজি/বায়োসায়েন্স–এর যে কোনও একটি বিষয়ে বিএসসি ডিগ্রিধারী হলে র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন। ডিগ্রিধারীদের ক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিক নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। এই পদের ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে ১৭ থেকে ২১ বছরের মধ্যে। অর্থাৎ জন্মতারিখ হতে হবে ৭–৪–১৯৯২ বা তারপর। শারীরিক মাপজোক হতে হবে উচ্চতায় অন্তত ১৬২ সেমি। বুকে ছাতি না ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৭৭ ও ৮২ সেমি। ওজন হতে হবে ৫০ কেজি।

সোলজার ট্রেডসম্যান (মেসকিপার ও হাউসকিপার ছাড়া) : মাধ্যমিক পাশ প্রার্থীরা এই পদের জন্য র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন। এই পদের ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে সাড়ে ১৭ থেকে ২১ বছরের মধ্যে। অর্থাৎ জন্মতারিখ হতে হবে ৭–৪–১৯৯২ বা তারপর। শারীরিক মাপজোক হতে হবে উচ্চতায় অন্তত ১৬৯ (তফশিলি উপজাতি হলে ১৬২) সেমি। বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৭৭ ও ৮২ সেমি। ওজন হতে হবে ৫০ (তফশিলি উপজাতি হলে ৪৮) কেজি।

সোলজার ক্লার্ক/স্টোরকিপার : যে কোনও শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশ প্রার্থীরা মোট অন্তত ৫০ শতাংশ এবং প্রতিটি বিষয়ে অন্তত ৪০ শতাংশ নম্বর পেয়ে থাকলে র‍্যালিতে যাওয়ার যোগ্য। ডিগ্রিধারী/পিজি ডিগ্রিধারী হলেও র‍্যালিতে যেতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রে তাঁদের নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। মাধ্যমিক/উচ্চমাধ্যমিক স্তরে অঙ্ক/বুক কিপিং/অ্যাকাউন্ট্যান্সির যে কোনও একটি বিষয়ে এবং ইংরিজি নিয়ে পড়ে থাকতে হবে এবং এই বিষয়গুলির প্রতিটিতে অন্তত ৪০ শতাংশ নম্বর পেয়ে থাকা চাই। এই পদের ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে সাড়ে ১৭ থেকে ২১ বছরের মধ্যে। অর্থাৎ জন্মতারিখ হতে হবে ৭–৪–১৯৯২ বা তারপর। শারীরিক মাপজোক হতে হবে উচ্চতায় অন্তত ১৬২ সেমি। বুকের ঝাতি না ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৭৭ ও ৮২ সেমি। ওজন হতে হবে ৫০ কেজি।

সোলজার ট্রেডসম্যান (মেসকিপার ও হাউসকিপার ছাড়া) : মাধ্যমিক পাশ প্রার্থীরা এই পদের জন্য র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন। এই পদের ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে সাড়ে ১৭ থেকে ২১ বছরের মধ্যে। অর্থাৎ জন্মতারিখ হতে হবে ৭–৪–১৯৯২ বা তারপর। শারীরিক মাপজোক হতে হবে উচ্চতায় অন্তত ১৬৯ (তফশিলি উপজাতি হলে ১৬২) সেমি। বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৭৬ ও ৮১ সেমি। ওজন হতে হবে ৪৮ কেজি।

সোলজার ট্রেডসম্যান (মেসকিপার ও হাউসকিপার) : অষ্টম শ্রেণি পাশ প্রার্থীরা এই পদের জন্য র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন। এই পদের ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে সাড়ে ১৭ থেকে ২১ বছরের মধ্যে। অর্থাৎ জন্মতারিখ হতে হবে ৭–৪–১৯৯২ বা তারপর। শারীরিক মাপজোক হতে হবে উচ্চতায় অন্তত ১৬৯ (তফশিলি উপজাতি হলে ১৬২) সেমি। বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৭৭ ও ৮২ সেমি। ওজন হতে হবে ৫০ (তফশিলি উপজাতি হলে ৪৮) কেজি।

সবক্ষেত্রেই সমরকর্মী/প্রাক্তন সমরকর্মীর ছেলেরা উচ্চতা ২ সেমি, বুকের ছাতি ১ সেমি এবং ওজনে ২ কেজির ছাড় পাবেন। জেলা, রাজ্য বা জাতীয় স্তরের খেলোয়াড়রা উচ্চতায় ২ সেমি, বুকের ছাতিতে ৩ সেমি এবং ওজনে ৫ কেজির ছাড় পাবেন।

প্রাক্তন সমরকর্মীর ছেলে/প্রাক্তন সমরকর্মীরা ২০ নম্বর, এসিসির 'বি' সার্টিফিকেটধারী হলে ১০ নম্বর, এনসিসির 'এ' সার্টিফিকেটধারী হলে ৫ নম্বর বোনাস হিসেবে পাবেন। এনসিপির 'সি' সার্টিফিকেটধারীদের সোলজার জেনারেল ডিউটি পদের ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষা দিতে হবে না। তবে সোলজার জেনারেল ডিউটি ছাড়া বাকি সব পদের ক্ষেত্রে ১৫ নম্বর বোনাস হিসেবে পাবেন। এছাড়া ডোয়েক থেকে 'ও' লেভেল সার্টিফিকেট থাকলে সোলজার ক্লার্ক/স্টোরকিপার টেকনিক্যাল পদের ক্ষেত্রে ১৫ নম্বর বোনাস হিসেবে পাবেন। আন্তর্জাতিক স্তরের খেলোয়াড়রা ২০ নম্বর, রাজ্য স্তরের খেলোয়াড়রা ১৫ নম্বর জেলা স্তরের খেলোয়াড়রা প্রথম/দ্বিতীয় পর্যায়ে খেলাধূলা করে থাকলে সরাসরি ১০ নম্বর ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের খেলোয়াড়রা ৫ নম্বর পাবেন।

সোলজার টেকনিক্যাল, সোলজার টেকনিক্যাল (অ্যাভিয়েশন/অ্যামুনিশন এক্সামিনার), সোলজার (নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট) এবং সোলজার (নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ভেটেরিনারি) ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে নদিয়া, বীরভূম, বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ জেলার প্রাথীরা র‍্যালিতে যাবেন ৭ এপ্রিল। সোলজার ট্রেডসম্যান ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে বর্ধমান জেলার প্রাথীরা র‍্যালিতে যাবেন ৮ এপ্রিল। সোলজার ট্রেডসম্যান ক্যাটেকরির ক্ষেত্রে নদিয়া জেলার প্রার্থীরা র‍্যালিতে যাবেন ৯ এপ্রিল। সোলজার জেনারেল ডিউটি ও সোলজার জেনারেল ডিউটি (এসটি/আদিবাসী) ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে নদিয়া জেলার প্রার্থীরা র‍্যালিতে যাবেন ১১ এপ্রিল। সোলজার ক্লার্ক/স্টোরকিপার ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে বীরভূম, বর্ধমান, নদিয়া এবং মুর্শিদাবাদের প্রার্থীরা র‍্যালিতে যাবেন ১২ এপ্রিল। বীরভূম, বর্ধমান, নদিয়া এবং মুর্শিদাবাদ জেলার রিএনরোলমেন্ট হবে ১২ এপ্রিল। বীরভূম, বর্ধমান, নদিয়া এবং মুর্শিদাবাদ জেলার প্রার্থীদের ট্রেডসম্যান পদের অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট হবে ১৩ এপ্রিল। ১৪ এপ্রিল মেডিক্যাল এক্সামিনেশনের জন্য সংরক্ষিত। প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য নাম নথিভুক্ত হবে ভোর ৫টা থেকে সকাল ৭টার মধ্যে।

প্রার্থি বাছাই হবে শারীরিক মাপজোক, শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা, নথিপত্র যাচাই, ডাক্তারি পরীক্ষা এবং লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। সব ক্যাটেগরির ক্ষেত্রেই লিখিত পরীক্ষা হবে ২৬ এপ্রিল। সোলজার জেনারেল ডিউটি ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় থাকবে জেনারেল নলেজ (৩০ নম্বর), জেনারেল সায়েন্স (৪০ নম্বর), অঙ্ক (৩০ নম্বর)। সময় পাবেন ১ ঘন্টা। সোলজার ক্লার্ক/স্টোরকিপার ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে ২০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা হবে দুটি পার্টে। প্রথম পার্টে ১০০ নম্বরের পরীক্ষায় থাকবে জেনারেল নলেজ ও জেনারেল সায়েন্স, অঙ্ক, কম্পিউটার সায়েন্স। দ্বিতীয় পার্টে থাকবে ১০০ নম্বরের ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ। প্রশ্ন পত্র হবে অবজেক্টিভ টাইপের। দুটি পার্ট মিলিয়ে মোট সময় পাবেন ১ ঘন্টা। সোলজার টেকনিক্যাল ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় থাকবে জেনারেল নলেজ (২০ নম্বর), ফিজিক্স (৩০ নম্বর), অঙ্ক (৩০ নম্বর), কেমিস্ট্রি (২০ নম্বর)। সময় পাবেন ১ ঘন্টা। সোলজার নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় থাকবে জেনারেল নলেজ (২০ নম্বর), অঙ্ক (২০ নম্বর), বায়োলজি (৩০ নম্বর), কেমিস্ট্রি (৩০ নম্বর)। সময় পাবেন ১ ঘন্টা। নেগেটিভ মার্কিন আছে। সোলজার টেকনিক্যাল, সোলজার ট্রেডসম্যান পদের লিখিত পরীক্ষায় প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.৫ নম্বর কাটা যাবে।

সোলজার ক্লার্ক ও সোলজার টেকনিক্যাল ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ নম্বর পেলে সফল হবেন। সোলজার জেনারেল ডিউটি ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে ৩২ শতাংশ নম্বর পেলে সফল হবেন এবং সোলজার নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ নম্বর পেলে সফল হবেন। সব শেষে হবে ডাক্তারি পরীক্ষা।

নাম নথিভুক্ত করার দিনই প্রার্থীদের শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা, শারীরিক মাপজোকের পরীক্ষা, প্রমাণপত্র যাচাই হবে। ১০০ নম্বরের শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে সোলজার জেনারেল ডিউটি ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে ১.৬ কিমি (১ মাইল) দৌড়। যা ৫.৪০ মিনিট সম্পূর্ণ করতে পারলে ৬০ নম্বর, ৫.৪১ মিনিট থেকে ৬ মিনিটের মধ্যে সম্পূর্ণ করতে পারলে ৪৮ নম্বর পাবেন। বাকি ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে ১.৬ কিমি (১ মাইল) দৌড় ৫.৪০ মিনিটে সম্পূর্ণ করতে পারলে ৬০ নম্বর, ৫.৪১ মিনিট থেকে ৫.৫০ মিনিটের মধ্যে সম্পূর্ণ করতে পারলে ৪৮ নম্বর পাবেন। এছাড়া থাকবে বিম টেস্ট। যা ১০ বা তার বেশি বার করলে ৪০ নম্বর, ৯ বার করলে ৩৩ নম্বর, ৮ বার করলে ২৭ নম্বর, বার করলে ২১ নম্বর, ৬ বার করলে ১৬ নম্বর। এছাড়াও আছে ৯ ফুট পরিখা অতিক্রম ও জিগজাগ ব্যালান্স টেস্ট।

র‍্যালিতে যাওয়ার সময় সঙ্গে নেবেন মাধ্যমিক/উচ্চমাধ্যমিক, গ্র্যাজুয়েশন (থাকলে)–এর অ্যাডমিট কার্ড, সার্টিফিকেট, মার্কশিট, রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট এবং এসবের মূল ও গেজেটেড অফিসারকে দিয়ে প্রত্যায়িত করা ৩ কপি জেরক্স।

অষ্টম শ্রেণি পাশ বা যাঁরা মাধ্যমিক পাশ নন তাঁদের ক্ষেত্রে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর করা এবং ডিস্ট্রিক্ট ইনস্পেক্টর অফ স্কুলস ও ডিস্ট্রিক্ট ইনস্পেক্টর অফ স্কুলস ও ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসারের কাউন্টার সিগনেচার করা স্কুল ট্রান্সফার সার্টিফিকেট ও মার্কশিট এবং সেসবের মূল ও গেজেটেড অফিসারকে দিয়ে প্রত্যায়িত করা ৩ কপি জেরক্স।

যাঁরা মাধ্যমিক পাশ নন, তাঁরা জন্মতারিখের প্রমাণ হিসেবে ডিস্ট্রিকট বার্থ/ডেথ রেজিস্টারের কাছ থেকে নেওয়া জন্মতারিখের সার্টিফিকেট ও তার মূল ও গেজেটেড অফিসারকে দিয়ে প্রত্যায়িত করা ৩ কপি জেরক্স।

ডিএম/এডিএম/এসডিও–র অফিস থেকে অফিসিয়াল লেটারহেডে নেওয়া গোল শিলমোহর সহ পার্মানেন্ট রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট। এতে নিজের পাসপোর্ট মাপের প্রত্যায়িত করা ছবি সাঁটা থাকতে হবে। গোল স্ট্যাম্প এমনভাবে মারা থাকতে হবে যাতে তার কিছুটা অংশ ফটোর ওপরে ও বাকি অংশ সার্টিফিকেট থাকে এবং এর গেজেটেড অফিসারকে দিয়ে প্রত্যায়িত করা ৩ কপি জেরক্স। (সার্টিফিকেটটি ১ বছরের বেশি পুরনো হলে চলবে না)।

গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান/পুরসভার চেয়ারম্যানের কাছ থেকে নেওয়া গোল শিলমোহর দেওয়া ক্যারেক্টার সার্টিফিকেটের মূল ও গেজেটেড অফিসারকে দিয়ে প্রত্যায়িত করা ৩ কপি জেরক্স। এটি ৬ মাসের বেশি পুরনো হলে চলবে না। সার্টিফিকেটে 'অবিবাহিত' লেখা থাকা চাই।

আদিবাসী ও তফশিলি উপজাতি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এসডিও–র অফিস থেকে নেওয়া কাস্ট সার্টিফিকেটের মূল ও গেজেটেড অফিসারকে দিয়ে প্রত্যয়িত করা ৩ কপি জেরক্স।

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এনসিসি 'এ', 'বি' ও 'সি' সার্টিফিকেটের মূল ও গেজেটেড অফিসারকে দিয়ে প্রত্যায়িত করা ৩ কপি জেরক্স।

সমরকর্মী/প্রাক্তন সমরকর্মী/যুদ্ধে নিহত সৈনিকের ছেলেরা সংশ্লিষ্ট রেকর্ড অফিস থেকে নেওয়া বোনাফায়েড সার্টিফিকেটের মূল ও গেজেটেড অফিসারকে দিয়ে প্রত্যায়িত করা ৩ কপি জেরক্স। রিলেশনশিপ সার্টিফিকেটে স্বাক্ষরকারীর আর্মি নম্বর, র‍্যাঙ্ক এবং নামের উল্লেখ থাকা চাই।

জাতীয়/রাজ্যস্তরের (গত ২ বছরের মধ্যে অন্তত দ্বিতীয় স্থানাধিকারী) খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে স্পোর্টস সার্টিফিকেট এবং তার প্রত্যায়িত জেরক্স।

অবাঙালি প্রার্থীরা নেবেন সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকের অফিস থেকে মঞ্জুর করা ডোমেসাইন/নেটিভিটি সার্টিফিকেটের মূল ও গেজেটেড অফিসারকে দিয়ে প্রত্যায়িত করা ৩ কপি জেরক্স।

এছাড়া সঙ্গে নেবেন মোট ২০ কপি পাসপোর্ট মাপের রঙিন ছবি ও নেগেটিভ। ছবিটি ডিজিটাল কিংবা ৩ মাসের বেশি পুরনো হলে চলবে না। ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড সাদা হতে হবে। তবে কোনও ছবি প্রত্যায়িত করানোর দরকার নেই। এছাড়া ওপরের যাবতীয় প্রমাণপত্রের মূল কপিগুলি অবশ্যই সঙ্গে নেবেন।

এছাড়া শিক্ষগত যোগ্যতা, ক্যারেক্টার, রেসিডেন্সিয়াল, সিঙ্গল ওয়াইফ, আর্মি গ্রুপ ইনশিওরেন্স সার্টিফিকেট এবং ডিসচার্জ বুক লাগবে। রেসিডেন্সিয়াল এবং ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট দুটিতে যথাক্রমে এসডিও/ডিএম ও পঞ্চায়েত প্রধান/পুরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রত্যায়িত করানো ছবি সাঁটা থাকা চাই।

আরও বিস্তারিত তথ্য ও প্রশ্নপত্রের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন এই ঠিকানায় : আর্মি রিক্রুটিং অফিস, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পিন–৭৪২১০১।

টুকরো খবর

সাইকেল, কন্যাশ্রীবালা, মৎস্যযান প্রদান মন্ত্রীর

কুনাল মালিক: গত ১৩ মার্চ বজবজ ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাকক্ষে এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সাইকেল বিতরণ করা হয়। এছাড়া সমাজকল্যাণ দফতরের উদ্যোগে কন্যাশ্রী প্রকল্পে ছাত্রীদের কন্যাশ্রীবালা প্রদান করা হয়। মৎস্য দফতরের পক্ষ থেকে মৎস্য ব্যবসায়ীদের সাইকেল, বক্স এবং মৎস্যযান প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, সাতগাছিয়ার বিধায়ক তথা ডেপুটি স্পিকার সোনালী গুহ। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে ছিলেন জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, সমিতির সভাপতি স্বপন রায়, বিভিন্ন অমর বিশ্বাস প্রমুখ। ডেপুটি স্পিকার সোনালী গুহ ছাত্রীদের হাতে সাইকেল এবং কন্যাশ্রীবালা তুলে দিয়ে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্রীদের স্বার্থে কন্যাশ্রী প্রকল্পের সূচনা করেছেন। আর্থিক কারণে যাতে করে ছাত্রীরা পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয় তার জন্যই এই প্রকল্প। যা সারা বিশ্বে আলোড়ন ফেলেছে।

অ্যাম্বুলেন্স উদ্বোধন

দীপক ঘোষ : রাজ্য সরকার ও নির্বাচন কমিশন ১৬ মার্চ যখন নির্বাচন এর দিন ঘোষণা করল ঠিক তখনই তড়িঘড়ি বজবজ পুরসভা জনসাধারণের উদ্দেশে একটি অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার উদ্বোধন করল। কারণ দুই এক দিনের মধ্যে জেলার পুরসভাগুলির নির্বাচনের দিন ঘোষণা হয়ে যাবে। বজবজ বিধানসভার বিধায়ক অশোক দেব–এর এমএলএ ফান্ডের ৬ লাখ টাকা দিয়ে এই অ্যাম্বুলেন্সটি কেনা হয়। মহেন্দ্র এন্ড মহেন্দ্র কোম্পানির এই অ্যাম্বুলেন্স অক্সিজেন, আধুনিক ধরনের স্ট্রেচার ও এতে রুগীর পরিবারের দু জন লোক বসতে পারবে। জানা গেছে এই নিয়ে বজবজ পুরসভায় তিনটি অ্যাম্বুলেন্স হল। দুটি অ্যাম্বুলেন্স ২৪ ঘন্টা পরিষেবা দেবে। একটি স্ট্যান্ডবাই হিসাবে থাকবে। ছোট্ট এক অনুষ্ঠানে বিধায়ক অশোক দেব সাধারণ এর উদ্দেশ্য উদ্বোধন করেন। পুরসভার ভাইস চেয়ার ম্যান গৌতম দাশগুপ্ত বলেন বজবজ পুর এলাকাসহ পাশের পঞ্চায়েতের মানুষ উপকৃত হবে। তিনি বিধায়ককে জানান পুর হাসপাতালে খুব শিঘ্রই ডিজিট্যাল এক্সরে চালু করে দেবেন। উদ্বোধনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর দীপক ঘোষ, হিমাংশু সিংহ, রামাদিন গুপ্তা, পঞ্চানন দাস সহ আরো অনেকে।

স্পোর্টস আকাদেমির সম্বর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১৫ মার্চ পুষ্পরথ হলঘরে বজবজ স্পোর্টস অ্যাকাডেমি ক্রীড়া জগতের মানুষদের নিয়ে এক আলোচনা সভা হয়। সভায় বিভিন্ন বক্তব্যের মধ্যে উঠে আসে, বজবজের ক্রীড়াক্ষেত্রে বিরাট সুযোগ আছে। বজবজ পুরসভার তত্ত্বাবধানে এই স্টেডিয়ামটি। কিন্তু মাঠের প্রবেশ দ্বারে গেটটি না তাকার জন্য মাঠে গরু, ছাগলের বিচরণ ক্ষেত্র হয়ে গেছে। মাঠের রক্ষণাবেক্ষণ হয় না। প্রায় ২৫০ জন ছেলে মেয়ে ক্রিকেট ও ফুটবল প্রশিক্ষণ নিয়ে যাচ্ছে। এই আকাদেমি এই অঞ্চলে বিরাট সুনাম অর্জন করেছে। সংগঠনের সম্পাদক তাপস ঘোষ বলেন ইতিমধ্যে খেলোয়াড়দের জন্য একটি ক্যান্টিন চালু হয়েছে। খুব শীঘ্রই এলাকার মানুষের জন্য একটি অ্যাম্বুলেন্স পথে নামবে তারই তোড়জোড় চলছে। এই অনুষ্ঠানে ইয়ং স্পোর্টিং ও যুগের যাত্রী ক্লাবের কর্মকর্তা এই আলোচনায় অংশ আলাদা মাত্র বাড়িয়ে দেয়। শেষ পর্যায় সমাজের কয়েক জন গুণী মানুষ সম্বর্ধনা দেওয়া হয় কাউন্সিলর দীপক ঘোষ, বজবজ প্রেস ক্লাবের সম্পাদক দীপক ঘোষ, মোহন বড়াল এর ক্লাব সদস্য জয়প্রকাশ কান্ত, ইন্দ্রজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, সর্বজিৎ ঘোষ, দিগম্বর মান্না, সংগঠনের সভাপতি অভিজিৎ দাস এর উদ্যোগ ও তার খেলাধুলার জন্য তার পরিশ্রম ও প্রয়াস ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ মনে রাখবে।

জীবিত প্রৌঢ়াকে মৃত ঘোষণা

পঞ্চায়েতের ভাতা বন্ধে সঙ্কট

মেহবুব গাজি

অশীতিপর প্রৌঢ়া সুরবালা প্রধান নামখানার শিবরামপুরের দক্ষিণ শিবগঞ্জের বাসিন্দা। চোখে ভাল দেখতে পান না। কানেও কম শোনেন। বার্ধক্যজনিত একাধিক রোগে ভুগছেন। কিন্তু দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী সুরবালার পরিবারের সামান্য চিকিৎসাটুকু করানোর সামর্থ নেই। কারণ সুরবালার সরকারি বার্ধক্যভাতার পাওনা টাকা বন্ধ করে দিয়েছে স্থানীয় ব্লক প্রশাসন। প্রশাসনের নথিতে সুরবালাকে মৃত ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে গত ৬ মাস ধরে বন্ধ হয়ে গিয়েছে তাঁর ভাতা। স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান, বিডিও–র দ্বারস্থ হয়েছেন সুরবালা। কিন্তু ভাতা চালু হয়নি আজও। শুক্রবার নামখানায় সুরবালার গ্রামে গিয়ে দেখা গেল টালির ছাউনি মাটির দেওয়ালের চারচালা বাড়িতে থাকেন। তাঁর তিন ছেলে ক্ষেতমজুর। প্রত্যেকের

আয় সামান্য। কোনরকমে চলে সংসারটা। ২০০৭ সালে মৃত্যু হয় সুরবালার স্বামীর। সেই থেকে ছেলেদের সংসারে থাকেন। ২০০৭ সালের মে মাস থেকে সরকারি আইন মাফিক বার্ধক্যভাতা পেয়ে আসছিলেন তিনি। বেশ কয়েকবার অনিয়মিত হয়ে গেলেও পরে পুনরায় নিয়মিত হয় ভাতা। কিন্তু গত বছরের সেপ্টেম্বর মাস থেকে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় ভাতা। স্থানীয় পোস্ট অফিসের মাধ্যমে সুরবালা ভাতা পেতেন। ভাতা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর পোস্ট অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করেন সুরবালা। পোস্ট অফিস সূত্রে জানানো হয়, সুরবালার কোনও টাকা আর আসছে না। বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েন অভাবী সুরবালা। কারণ জানতে হন্যে হয়ে ঘুরতে থাকেন পঞ্চায়েত থেকে পোস্ট অফিস। কয়েক মাস ঘোরার পর সুরবালা জানতে পারেন, স্থানীয় তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত প্রধান তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেছেন। পঞ্চায়েত প্রধান নিখিল মাইতির কাছে ছুটে যান তিনি। কিন্তু পঞ্চায়েত দায় এড়িয়ে যায়। দু–তিন মাস অন্তর হলেও যে কয়েক'শ টাকা সুরবালা পেতেন তা দিয়ে চলত তার দুমুঠো অন্ন। কিন্তু শেষ ভরসাটুকু হারিয়ে আতান্তরে পড়ে যান তিনি। বৃহস্পতিবার সুরবালা সশরীরে বিডিও তাপস মণ্ডলের সঙ্গে দেখা করে পুনরায় বার্ধক্য ভাতা চালুর আবেদন করেছেন। নিজের মাটির দাওয়ায় বসে আক্ষেপ করে সুরবালা বলেন, 'সামান্য কয়েকশ টাকার ওপর ভরসা করে চলত। ডাক্তার, বদ্যি দেখাতাম। কিন্তু জলজ্যান্ত মানুষটাকে মেরে দিল পঞ্চায়েত। খুব কষ্টে আছি। কিন্তু কেউ দেখছে না। বিডিও তাপস মণ্ডল, পঞ্চায়েত প্রধান নিখিল মাইতি সুরবালার বিষয়ে মুখ খুলতে চাননি। তবে নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীমন্ত মালি সংবাদ মাধ্যমের থেকে বিষয়টি জানার পর দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন। শ্রীমন্ত বলেন, 'খুব অন্যায় কাজ হয়েছে প্রৌঢ়ার বকেয়া দ্রুত পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রয়োজনে পঞ্চায়েত নিজস্ব তহবিল থেকে প্রৌঢ়ার ভাতার ব্যবস্থা করা হবে।'

বিজেপির পুর প্রার্থী নিয়ে বিক্ষোভ

মলয় সুর

২০১৫ চন্দননগর পুর নিগমের নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা গত শুক্রবার (২০/৩) শ্রীরামপুরে জেলার কেন্দ্রীয় পার্টি অফিস থেকে প্রকাশ করে বিজেপি। তারপরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন চন্দননগরে বিজেপি নেতাকর্মীদের একাংশ। এমন কি চাঁপদানীতে কয়েকটি জুট মিল ও সুতো কল থাকার দরুণ সেখানকার অবাঙালি অধ্যুষিত এলাকায় ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীদের দাবি, আসল বিজেপি দরদিদের বাদ দিয়ে প্রার্থী করা হয়েছে ভুয়ো ভেজালদের। গত লোকসভা নির্বাচনের পর এ রাজ্যে নিজেদের শক্তি অনেকটাই বাড়িয়েছে বিজেপি। হুগলির চাঁপদানিতে বেশ কয়েকটা ওয়ার্ডে লোকসভায় তৃণমূলের কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পিছনে ফেলে বিজেপির বাপি লাহিড়ী এগিয়ে যায়। এদিকে পুরসভা নির্বাচনে রাজ্যের শাসক দলকে টেক্কা দিয়ে চাঁপদানি পুরসভার লাগোয়া ওয়ার্ডগুলি গেরুয়া শিবিরই এখন প্রথম স্থানে। স্বাভাবিক চাঁপদানির বুকে নিজেদের প্রতিপত্তি বাড়াতে তাঁদের পছন্দ মতো প্রার্থীদের জন্য কলকাতায় বিজেপির সদর অফিস মুরলী ধর সেন লেনে কর্মীরা প্রতিবাদ জানিয়েছেন। অন্যদিকে বিজেপি সূত্রে খবর, হুগলির জেলার বিজেপি সভাপতি কৃষ্ণ ভট্টাচার্য ও স্থানীয় সম্পাদক প্রবীর পাকিরা একজোট হয়ে এই প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করে।

চন্দননগর

বিজেপির একাংশের মতে প্রচুর আর্থিক লেনদেন হয় নতুন অচেনা মুখ প্রার্থীদের থেকে। এবারে চন্দননগরে নির্বাচনে লড়াই–এর টিকিট পাননি সারাবছর ধরে বিজেপির প্রচুর উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন সেই ধরনের শীর্ষ নেতারা। পুরভোট দোরগোড়ায় হলেও একাধিক ওয়ার্ডে গোঁজামিল প্রার্থী থাকায় ধাক্কা খাচ্ছে পদ্ম শিবির। এর জন্য অবশ্য সাংগঠনিক কারণকেই দায়ী করছেন বিজেপির দলীয় কর্মীরা। পুরভোটে প্রার্থী নিয়ে সমস্যায় জর্জরিত বিজেপি। ব্যতিক্রম নয় শাসকদলও। চন্দননগর পুর–নিগমের ৩৩টি ওয়ার্ড। তার মধ্যে ১৩টি আসনে প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করেছে দলীয় নেতৃত্ব। কিন্তু বাকি ১৯টি ওয়ার্ডে প্রার্থী নির্ধারণকে ঘিরে বিড়ম্বনায় পড়তে হচ্ছে চন্দননগর মণ্ডল শাখার অফিসের নেতা কর্মীদের।

নেতাদের সামনে হাসপাতালে বাজল বক্স

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোমবার উপলক্ষ্য ছিল ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালের রেনাল ডায়ালিসিস ইউনিটের উদ্বোধন। উদ্বোধক ছিলেন স্থানীয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের পরিষদীয় সচিব নির্মল মাজি, গৌরবময় উপস্থিতি পুরসভার চেয়ার পার্সন মীরা হালদারের। সভাপতি ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান দীপক হালদার। বিশেষ অতিথি হলেও মহকুমা শাসক শান্তনু বসু এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না। অথচ যে হাসপাতালের অনুষ্ঠান সেই ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালের সুপার ডাঃ আনোয়ার হোসেনের নাম ছিল না অতিথিদের জন্য বিতরিত নিমন্ত্রণপত্রে। ডাঃ হোসেন শুধু হাসপাতালের সুপার নন। তিনি জেলার ভারপ্রাপ্ত মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকও। অবশ্য নিমন্ত্রণপত্রে তাঁর নাম না থাকলেও অনুষ্ঠান মঞ্চে হাজির ছিলেন ডাঃ হোসেন। অন্যদিকে সাংসদ, মন্ত্রী ও বিধায়কের উপস্থিতিতে হাসপাতাল চত্বরের মধ্যে কিভাবে সাউন্ড বক্স বাজিয়ে অনুষ্ঠান করা হল তা নিয়ে বড় সড় প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দিয়েছে। অনুষ্ঠানের মাঝে অভিষেক হাসপাতাল চত্বরে সাউন্ড বক্স বাজানো নিয়ে দুঃখপ্রকাশ

করলেও টানা এক ঘন্টার অনুষ্ঠানে কোন ছেদ পড়ে নি। তবে অভিষেক ছাড়া বাকি বক্তারা বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। শব্দ দানবের জেরে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন হাসপাতালে ভর্তি রোগী থেকে আত্মীয়রা। কিন্তু নিরুপায় হয়ে সব সহ্য করে নিয়েছেন। হাসপাতালে ভর্তি রোগীর আত্মীয় শশাঙ্ক সর্দার, ময়না দাসরা বিরক্তির সুরে বলেন, 'হাসপাতালে উন্নয়ন স্বাগত। কিন্তু ৮টি সাউন্ড বক্স বাজিয়ে মোচ্ছব করার কি প্রয়োজন বুঝলাম না।' অনুষ্ঠান শুরু আগে থেকে শহর লাগোয়া বিভিন্ন এলাকা থেকে রীতিমত ম্যাটাডোর ও ছোট গাড়িতে তৃণমূলের পতাকা লাগিয়ে স্লোগান দিতে দিতে দলীয় কর্মী–সমর্থকরা হাজির হন। খোদ সাংসদকে বরণ করে নেওয়ার জন্য ঘোষক এক চিকিৎসক বলেই ফেলেন, এবার সাংসদকে বরণ করে নেবেন যুব তৃণমূলের সভাপতি। ঘোষণার পরেই মঞ্চে বসা অতিথিরাও হতবাক হয়ে যান। পরে জিভ কেটে সংশোধন করে নেন অনুষ্ঠানের সভাপতি তথা বিধায়ক দীপক হালদার। উপস্থিত অতিথিদের বক্তব্যে আগাগোড়া ছিল রাজনৈতিক ভাষণ। তবে অভিষেক সাউন্ড বক্স বাজানো নিয়ে বক্তাদের সতর্ক করে বলেন, 'যেহেতু এটা হাসপাতাল চত্বর। তাই প্রত্যেক বক্তা ছোট করে বক্তব্য রাখবেন।'

রানাঘাটের বর্বরতার প্রতিবাদে মিছিল

বিশেষ সংবাদদাতা : গত ১৩ মার্চ গভীর রাতে রানাঘাটের মিশনারি স্কুলে ৭১ বছরের সুপিরিয়র সিস্টারকে গণ ধর্ষণ ও লুটপাটের ঘটনার প্রতিবাদে বাসন্তীতে ২১ মার্চ একটি মৌন মিছিল সংগঠিত হয়। নারী পুরুষ নির্বিশেষে প্রায় ৫ হাজার মানুষ এই মিছিলে যোগ দেন। প্রত্যেকের বুকে ছিল কালো ব্যাজ ও হাতে মোমবাতি। মূলত স্থানীয় ক্যাথলিক, সিএনআই চার্চ, সেন্ট জেভিয়ার্স ও সেন্ট টেরেজা স্কুলের উদ্যোগে এই মিছিল হয়। ছিল দুই স্কুলের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। সাম্প্রতিককালে বাসন্তী বাজারে এত বড় মিছিল এই প্রথম। দূর–দূরান্ত থেকে স্বতঃস্ফূর্ত বহু মানুষ এই মিছিলে যোগ দিয়েছেন।

''কটন মাস্ক'' বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজবজ: বজবজ টাউন তৃণমূল সেবাদল ও জয় হিন্দ বাহিনীর উদ্যোগে সোয়াইন ফ্লু–এর প্রতিরোধে কটন মাস্ক বিতরণ করা হয়। বজবজ পুরসভার গেটে তৃণমূল সেবাদল এর পক্ষে মিঠুন ঠিকাদার এর নেতৃত্বে তিন হাজার কটন মাস্ক সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হয়, এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বজবজ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত, কাউন্সিলর শ্রীমতী পম্পা ঘোষ পঞ্চানন দাস, রামাদিন গুপ্তা, দীপক ঘোষ ও সোমনাথ দাস সহ আরও অনেকে। অনুরূপভাবে চিত্রিগঞ্জ শিক্ষানিকেতন বিদ্যালয়ে ছাত্র, ছাত্র শিক্ষকদের নেতৃত্ব দেন মিঠুন ঠিকাদার।

পঞ্চায়েতকে ডিজিট্যাল করতে উদ্যোগ প্রধানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং–১ ব্লকের মাতলা–১ গ্রাম পঞ্চায়েতকে ডিজিট্যাল পঞ্চায়েত গড়ে তুলতে নয়া উদ্যোগ নিলেন প্রধান তপন সাহা। এই পঞ্চায়েতকে ডিজিট্যাল করে গড়ে তুলতে শুধু প্রধান নয়, এগিয়ে এসেছে উপপ্রধান মঞ্জুনাথ, পঞ্চায়েত সদস্য শংকর দাস, অপর্ণা সিনহা, রেবতী মণ্ডল, শম্ভু সাহা, হরেন ঘড়ুই সহ এলাকার সাধারণ মানুষজন। এখন পদক্ষেপ শুরু স্বচ্ছ পঞ্চায়েত দিয়ে। বি পি এল ভুক্ত পরিবারের সার্বিক উন্নয়নে ইন্দিরা আবাদ যোজনা প্রকল্পে প্রায় ১৭০টি পরিবারকে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে পাকা ঘর নির্মাণ করার জন্য ১৭ হাজার ৫০০ টাকা করে প্রথম কিস্তির টাকা পাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় কিস্তির ৪২ হাজার ৫০০ টাকা তাদের ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে ঢোকানোর জন্য সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

বাসের ধাক্কায় মৃত্যু ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : গত ১২ মার্চ রাতে যাত্রীবাহি এক বাসের ধাক্কায় মৃত্যু হয় এক পথচারীর। মৃত পথচারীর নাম তারাপদ মণ্ডল (৪৬)। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং থানার মাতলা ব্রিজ রোডে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে মাতলা–১ পঞ্চায়েতের বিদ্যাধরী পাড়া গ্রাসের বাসিন্দা তারাপদ মণ্ডল মেথরের কাজ করে কোনও মতে সংসার চালাতো। সন্ধ্যায় মাতলা ব্রিজ নতুন ফেরিঘাট রোডে রাস্তা পার হবার সময় সোনাখালি থেকে জামতলাগামী যাত্রীবাহি বাসের ধাক্কায় ছিটকে যায় পথচারী তারাপদ।

মহানগরে

কলকাতাবাসীর বড় সমস্যা গোলমেলে কর কাঠামো

গোবিন্দ চক্রবর্তী

কলকাতা পুরসভা নির্বাচন এসে গিয়েছে। বর্তমান পুর বোর্ড কী কী করেছে, কী কী করতে পারেনি এসব নিয়ে অনেক কথা খরচ হবে। মিলবে আরও প্রতিশ্রুতি।

তবে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিন্তু বহুদিন ধরে পুর কর্তপক্ষের দরবারে অ–গুরুত্বপূর্ণ থেকেই যাচ্ছে। সেটি হল সম্পত্তি বা পরিষেবা কর স্থির করার জটিল পদ্ধতিটির সরলীকরণ।

কলকাতা পুর এলাকার ফ্ল্যাট এবং সাধারণ বাড়ির মালিকদেরই একমাত্র দুই রকমের কর দিতে হয়। একটি পানীয় জল, জঞ্জাল পরিষ্কার, রাস্তা–ঘাট, রাস্তার আলো সহ কয়েকটি পরিষেবা ব্যবহার করার জন্য ''সম্পত্তি বা পরিষেবা কর'', যা, দিতে হয় পুরসভাকে। দ্বিতীয়টি বসত জমি ভোগ করার জন্য যোজনা যা দিতে হয়, ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরকে।

যোজনার ক্ষেত্রে পুরসভা এখন পর্যন্ত কোনও নিরপেক্ষ নীতি নিয়ে উঠতে পারে নাই। পুর সভার ১৪৪ টি ওয়ার্ড। তার মধ্যে ৪৪টি ওয়ার্ডের জমির মালিকদের কাঠা প্রতি ৮৬ টাকা হারে যোজনা দিতে হয়। সুতানুটি আইন অনুযায়ী ১–১০০টি ওয়ার্ডের জমির মালিকদের যোজনা দিতে হয় না। এক্ষেত্রে যা হওয়া উচিত, তা হল হয় ৪৪টি ওয়ার্ডের জমির যোজনা 'মকুব' করা অথবা ১–১০০টি ওয়ার্ডের জমিতে যোজনা ''বলবৎ'' করা।

বর্তমানে সম্পত্তি বা পরিষেবা কর স্থির হয় ''রেন্টাল'' বিধি অনুযায়ী। এই বাড়িটি ভাড়া দিলে এত টাকা ভাড়া পাওয়া যাবে। এরকম একটি আন্দাজের ওপর ভিত্তি করে পুর কর্তৃপক্ষ এক ভাবে বাড়িটির ভাড়া স্থির করে। তারপর ওই কাল্পনিক বার্ষিক সুদের ওপর ভিত্তি করে এক জটিল (সারণী দেখুন) পদ্ধতিতে কর স্থির হয়। সমস্ত প্রক্রিয়াটি অনুমানের ওপর থাকায়, এক এক মাপের পাশাপাশি একটি বাড়ির কর স্থির হচ্ছে দশ হাজার টাকা দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে তা স্থির হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা।

রাজ্যে গৃহস্থ এবং বাণিজ্যিক দুই ধরনের ভাড়াটিয়া আছে। রাজ্যে এই দুই ধরণের ভাড়াটিয়াদের অংশের কর স্থির করার পদ্ধতি এক। তা হল ভাড়াটিয়াদের দখলে থাকা অংশটির ''থোক মাসিক ভাড়া''কে ভিত্তি করে কর স্থির হয়। বাণিজ্যিক ভাড়াটিয়াদের অংশের ওপর অতিরিক্ত ৫০ শতাংশ সারচার্জ যোগ হয়। সাধারণ বাড়ি গুলির ক্ষেত্রে কর স্থির করার ভিত্তি হল প্রতি বর্গফুটের ভাড়া ধরে।

এরপর পাঁচের পাতায়

ভোটের আগে পুরসভার হাত ছাড়া প্রায় ১০ কোটি টাকা

বরুণ মণ্ডল

আগামী ২৮ এপ্রিল কলকাতা পুর নিগমের নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা। ঘটনা হল, শহরের ব্যবসায়ী মহলের একটা বড় অংশ ওই ফলাফল না দেখে লাইসেন্স পুনর্নবীকরণ করাতে চাইছে না। আর এর ফলে পুর লাইসেন্স খাতে রাজস্ব বাবদ প্রায় ১০ কোটি টাকা ঘাটতি হচ্ছে। পুর সূত্রে খবর, শহরে প্রায় সাড়ে ছ'লক্ষ ব্যবসায়ীর 'সার্টিফিকেট অফ এনলিস্টমেন্ট' (ব্যবসায়ী অনুমতি পত্র) রয়েছে। পুর তথ্য বলছে, ২০১৩ –'১৪ অর্থবর্ষে ৫০, ০০০–এরও বেশি নয়া সংস্থাকে লাইসেন্স দেওয়ায় এই খাতে পুরসভার আয় হয় ৪৪.৯৬ কোটি টাকা। গত ২০১৪–'১৫ অর্থবর্ষের জন্য লাইসেন্স খাতে পুর লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৫২.৫০ কোটি টাকা। কিন্তু অর্থবর্ষের অন্তিমপ্রান্তে দাঁড়িয়ে এখনও পর্যন্ত এই খাতে মাত্র ৪২ কোটি টাকা আদায় হয়েছে। 'সম্পত্তি কর', 'বিল্ডিং প্ল্যান' বাবদ পুর আয়ের পরেই 'ট্রেড লাইসেন্স' থেকেই পুরসভার সবচেয়ে বেশি আয় হয়। ফলস্বরূপ, ট্রেড লাইসেন্স থেকে ২০১৪–'১৫ অর্থবর্ষে ১০ কোটি টাকা পুর রাজস্বের ঘাটতি পুর আধিকারিকদের চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুরসভার এক আধিকারিকের বক্তব্য, ট্রেড লাইসেন্স থেকে পুর রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ এবার অনেকটাই কমেছে। কিন্তু আগামী ১৮ এপ্রিল কলকাতা পুর নিগমের নির্বাচন থাকায় রাজনৈতিক কারণে যে সমস্ত ব্যবসায়ী ট্রেড লাইসেন্স পুনর্নবীকরণ করাচ্ছেন না, তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাচ্ছে না। ভোট জুজুর কারণে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পুর বোর্ড কোনও স্তরের ব্যবসায়ীকে ঘাঁটাতে নারাজ। বরঞ্চ, তাঁদের আরও কিছু 'সুযোগ–সুবিধা' দেওয়া যায় কী না সে নিয়ে ভাবনাচিন্তা নিরন্তর। কারণ এখানে যে পুর ভোটের বড়ো মাপের অঙ্ক রয়েছে। প্রসঙ্গত, নিয়মানুযায়ী প্রতিবছর ট্রেড লাইসেন্স পুনর্নবীকরণের অন্তিম দিন হল ৩০ সেপ্টেম্বর। লাইসেন্স এর মধ্যে পুনর্নবীকরণ না করালে 'লেট–ফি' জরিমানা বাবদ প্রতিমাসে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীকে মাস প্রতি ৫০ টাকা করে দিতে হয়। ঘটনা হল, প্রতি বছর এই 'লেট–ফি' বাবদ বেশ ভাল রকম অর্থ পুরো ভান্ডারে জমা হয়। কিন্তু ২০১৩–'১৪ অর্থবর্ষে পুর কর্তৃপক্ষ এই নিয়ম তিন মাসের জন্য শিথিল করায় পুর নিগম মোটা টাকা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয় বলে পুর আধিকারিকদের একাংশের বক্তব্য। প্রসঙ্গত, এ মুহূর্তে পুর নিগম শহরের সর্বমোট ২১৬টি ব্যবসার ক্ষেত্রে 'সার্টিফিকেট অফ এনলিস্টমেন্ট' (লাইসেন্স) দেয়।

প্রার্থী বাড়লো ১৫২ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুর নিগম আইন (১৯৮০) অনুযায়ী সপ্তম পুর বোর্ড নির্বাচনে গত ২৪ মার্চ জমা পড়া মনোনয়ন পত্রগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ২০১৫–র পুর নির্বাচনে মোট প্রার্থীর সংখ্যা গত ২০১০–এর পুরনির্বাচনের তুলনায় এবার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১৯৬ জনে। অন্যদিকে, মোট নির্দল প্রার্থীর সংখ্যা গতবারের তুলনায় এবার কমে দাঁড়িয়েছে ৪৯৬ জনে। গত ২০১০–এর পুরনির্বাচনে মোট প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ১০৪৪। এবং মোট নির্দল প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ৫৩৩। আর গত ২০০৫–এর পুর নির্বাচনে মোট প্রার্থী ছিল ১১৩১ জন। এবং মোট নির্দল প্রার্থীর সংখ্যা আরও বেড়ে ছিল ৬৮০ জন। এবারের পুরনির্বাচনে শাসক তৃণমূল কংগ্রেস, প্রধান বিরোধী বামফ্রন্ট, জাতীয় কংগ্রেস ও বিজেপি চার রাজনৈতিক দলই ১৪৪ জন করে মোট ৫৭৬ জন প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছে। এবারের পুর নির্বাচনে কলকাতার চার প্রধান রাজনৈতিক দল ও নির্দল প্রার্থী মিলিয়ে মোট প্রার্থী ১০৭২ জন। বাকি ১২৪ জন হলেন রাজ্যের অন্যান্য ছোটো রাজনৈতিক দলের প্রার্থী। সেই নির্দলদের সংখ্যাও এবার বেড়েছে।

শ্মশান বন্ধ

''রক্ষণাবেক্ষণের কারণে প্রতিমাসে নির্দিষ্ট দিনগুলিতে সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত উল্লিখিত শ্মশানঘাটগুলি দূষণমুক্ত কাঠের চুল্লিতে শবদাহাদি কার্য বন্ধ থাকবে:— শাহানগর শ্মশান ঘাট (কেওড়াতলা মহাশ্মশান)প্রতিমাসের ২২ তারিখে, নিমতলা শ্মশানঘাট প্রতিমাসের ২৩ তারিখে এবং কাশীপুর মহাশ্মশান প্রতিমাসের ২৪ তারিখ। পুরসভার তরফে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই খবর জানানো হয়েছে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৪৯ বর্ষ, ২৩ সংখ্যা, ২৮ মার্চ – ৩ এপ্রিল, ২০১৫

চিত্ত যেথা ভয় শূন্য...

ফেসবুক আজ আর কেসবুক নয়, সৌজন্যে সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক রায়। সংবিধান থেকে তথ্য প্রযুক্তি আইনের ৬৬এ ধারাটি অবলুপ্তি ঘটল। দেশের মাত্র ২১ শতাংশ মানুষ ফেসবুক তথা ইন্টারনেটের ব্যবহারকারী। অথচ এই ফেসবুকের দৌলতেই আমাদের মতো দেশে নানা চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে গিয়েছে। শিবসেনা থেকে আমাদের রাজ্যের শাসক দলও ফেসবুক কেলেঙ্কারির নানা ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে। সোস্যাল নেটওয়ার্কের এই শক্তিশালী মাধ্যমটি ক্রমশ তরুণ প্রজন্মের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে নানা কারণে। ভালো মন্দ দুটো দিকই ফুটে উঠেছে। মত প্রকাশের স্বাধীনতা আমাদের সংবিধানে ১৯(১এ)–তে স্বীকৃত। যদিও আমাদের সংবিধান সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা সম্পর্কে খুব একটা উদারতার ছাপ রাখেনি। কিছু উন্নত রাষ্ট্র বিশেষ করে আমেরিকার গণমাধ্যম আমাদের থেকে অনেকটাই এগিয়ে আছে মত প্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে। সামাজিক দায়বদ্ধতার সঙ্গে মত প্রকাশের স্বাধীনতার যোগাযোগ খুব ঘনিষ্ট। ৬৬এ ধারায় মত প্রকাশের ক্ষেত্রে উদারতার ক্ষেত্র অনেকটাই সীমিত ছিল। ফেসবুকের মাধ্যমে ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব করার মতো নিকৃষ্ট ঘটনারও অনেক ঘটনা ঘটেছে।

এক ছাত্রীর প্রতি কুরুচিকর বার্তা ফেসবুকে ছড়িয়ে দেওয়ার কারণে আত্মহননেরও ঘটনা ঘটেছে। জেল থেকে শুরু করে নানা দমনমূলক ঘটনার সাক্ষী ছিল ৬৬এ ধারাটি। ২৪ বছরের তরুণী শ্রেয়া সিংহলের ব্যক্তিগত উদ্যম ও প্রচেষ্টায় আজ ওই ধারাটি অতীত। যে কোনও মননশীল এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী মানুষ অভিনন্দন জানাবে ওই তরুণীর প্রচেষ্টাকে। আজ যখন আমরা গ্লোবাল ভিলেজ বা বিশ্ব গ্রামের বাসিন্দা তখন দায়িত্বশীলতাও অনেক বেড়ে যায়। ফেসবুকের অপপ্রয়োগ যাতে না ঘটে সেদিকে সতর্ক থাকা জরুরি। সামাজিক নানা সংযোগের ক্ষেত্রে এই ফেসবুক বার্তা ইতিমধ্যে জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছেছে। নানা গণআন্দোলনের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে সোশ্যাল মিডিয়া। ভারতের সংবিধান কলঙ্কজনক ৬৬এ ধারাটি এতদিন বজায় রেখেছিল শাসক ও বিরোধীদের যৌথ সম্মতির ভিত্তিতে। স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচার এক নয়।

ফেসবুকে কিংবা কোনও সোশ্যাল মিডিয়ায় স্বেচ্ছাচারের ঘটনা ঘটলে তার রক্ষা কবচ আমাদের আইন সংহিতায় সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। শুধুমাত্র কোনও বক্তব্য স্রেফ রাজনীতির প্রেক্ষিতে বিচার করে শাস্তিপ্রদান স্বৈরতন্ত্রের নামান্তর। দিল্লিতে পরিবর্তনের সরকার এসেছে। যদিও গণমাধ্যমের মধ্যে সেই পরিবর্তনের ভাব বা ভাবনা কোনওটাই আজ পর্যন্ত প্রতিফলিত হয়নি। সরকারি গণমাধ্যমে সরকারের প্রতি ঢক্কানিনাদের ঐতিহ্যের পরম্পরা আজও অমলিন। ৬৬এ ধারাটি বিদায় নিয়েছে কোনও সরকারি আনুকুল্যে নয়, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে। আশা করব আগামী দিনে এমন কিছু 'কালা কানুন' যা সংবাদ মাধ্যমের এবং মত প্রকাশের প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে তা দূর হবে।

অমৃত কথা

৫০৮ মেয়ে মানুষ ভক্তিতে যদি কেঁদে গড়াগড়ি দেয়, তবুও কোনও মতে তাকে বিশ্বাস করবে না।

৫০৯ কামিনী–কাঞ্চনই মায়া–সাধুর মেয়ে মানুষ থেকে অনেক দূরে থাকতে হয়। ওখানে সকলে ডুবে যায়। ওখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু পড়ে খাচ্ছে খাবি।

৫১০ মেয়ে মানুষের কাছে খুব সাবধান হতে হয়। 'গোপাল ভাব' –এসব কথা শুনো না। অনেক মেয়ে মানুষ আছে, ইয়াং ছোকরা দেখতে ভালো দেখে নতুন মায়া ফাঁদে। তাই গোপাল ভাব।

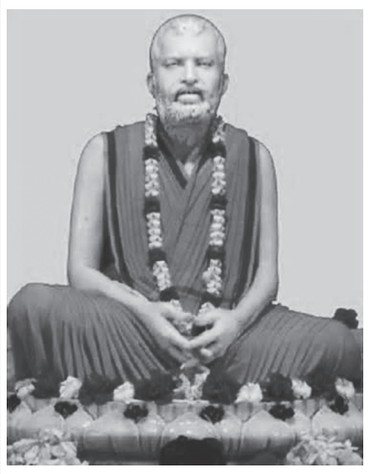

৫১১ যাদের কৌমার বৈরাগ্য, তারা ছেলেবেলা থেকে ভগবানের জন্য ব্যাকুল হয়ে বেড়ায়। সংসারে ঢোকে না। তারা নৈষ্কর্ম্য কুলীন। ঠিক ঠিক বৈরাগ্য হলে তারা মেয়ে মানুষ থেকে পঞ্চাশ হাত তফাতে থাকে, পাছে তাদের ভাব ভঙ্গ হয়ে যায়। তারা যদি মেয়ে মানুষের পাল্লায় পড়ে, তা হলে আর নৈকর্ম্য কুলীন থাকে না, ভঙ্গ হয়ে যায়। তাদের ঘর নীচু হয়ে যায়। যাদের ঠিক কৌমার বৈরাগ্য, তারা উঁচু ঘর অতি শুদ্ধ ভাব; গায়ে দাগ পর্যন্ত লাগে না।

৫১২ যে মেয়ে মানুষের কাছে এতো সাবধানে থাকবে, ভগবান দর্শনের পর, সেই মেয়ে মানুষ সাক্ষাৎ ভগবতী বলে বোধ হয়। তখন আর ভয় নেই, তাঁকে মাতৃজ্ঞানে পুজো করা হয়।

৫১৩ যেমন কলকাতায় যাবার অনেক পথ আছে। একজন অচেনা লোক কলকাতায় যাবার পথ আর একজনকে জিজ্ঞেস করায় সে বললে, এই পথে যাও। খানিকটা গিয়ে আর একজনকে জিজ্ঞেস করায়, সে আর একটা পথ বলে দিল। এই রকম অনেকে অনেক পথ বলে ও সে খানিক গিয়ে অন্য পথে যায়। তার কলকাতায় পৌঁছানো হল না, সে খালি ঘুরে মরলো। যদি কলকাতায় যেতে চাও, যে জানে এমন একজনের কথায় চলো। সেই রকম ঈশ্বরের কাছে যেতে চাও তো একজনের কথা মতো চলো, না হলে ঘুরে মরবে।

ফেসবুক বার্তা

খুন ধর্ষণ নির্যাতন—এরাই এখন 'হরিজন' পর্ব ১৭

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

ভিন ধর্ম ভিন জাত শব্দটা কবে থেকে শুনে আসছি তার দিনক্ষণটা মনে নেই। এই শব্দ বোমা পারিবারিক জীবনে ফাটে নি তা জোর গলায় বলা যাবে না। রবীন্দ্রনাথের 'লোকহিত'–য় স্বদেশী আন্দোলনের সময় মুসলমানদের ভাই বলে সপ্তম সুরে ডাকার গরজ আর খাবার সময় দাওয়া থেকে নিচে বসার অভিজ্ঞতা আমাদের অনেকেরই আছে। বিবেকানন্দ যতই বরাভয় বাণী দিক 'মুচি মেথর মুদ্দররাস আমার ভাই। এই অন্তজ অথবা হরিজনদের নিয়ে নতুন 'ভারত গড়ার স্বপ্ন' আমাদের কিছুতেই যায় আসে না। আমরা তো উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ভূমিহার। স্বাধীনতার পর থেকে ওই দলিত ছোটজাতরা আমাদের কথা শুনবে ভোট দেবে। আমরা মন্ত্রী আমলা বিচারপতি হয়ে দেশ শাসন করবো। ওদের জন্যই তো সংরক্ষণ করা হয়েছে। ২০% ছোট জাতের ছেলে মেয়েরা তার ফায়দা তুলছে। রাষ্ট্রপতি বা উপপ্রধানমন্ত্রীর মেয়ে জাতপাতের সংরক্ষণে ডাক্তার অথবা স্পিকার হয়েছেন আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রে ওদের তো রাখা হয়েছে। সংরক্ষণে ওরাই বংশ পরম্পরায় সুযোগ পাবে। আর তুই গ্রামের দলিত বেঁচে থাক ক্ষুধার জ্বালায় অথবা গুজরাটে বা রাজস্থানে পাঁচ কিলোমিটার হেঁটে গিয়ে জলপান করে! ন্যাশন্যাল ক্রাই রেকর্ড ব্যুরোর রিপোর্টে ২০১৩ হিসাব দেওয়া হয়েছে, আমাদের দেশে প্রতিদিন গড়ে ২ জন দলিত খুন হয় উচ্চবর্ণের হাতে, জাত পাতের সংঘর্ষে। ৫ জন করে দলিত মহিলা ধর্ষিত হয়। ২,০১৩ জন দলিত মহিলা ধর্ষিত হয়েছে ভারতের প্রতি ১৮ মিনিটে দলিত পুরুষ অথবা মহিলাদের ওপর অত্যাচার অপরাধমূলক কাজ করা হয়। প্রতিদিন গড়ে ২টি দলিত পরিবারের ঘর আগুনে পুড়ে ছাই হয়। ২০১৪ সালের দুটি ঘটনা।

১) বিহারের রাজধানী পাটনা থেকে ১২৫ কিলোমিটার দূরে ছোট মোহনপুর গ্রাম। ১৫ বছরের কিশোর সাইরাম। ছোট জাতের ছেলে, স্কুলে পড়া হয় নি। সরকার দলিত কল্যাণে অবৈতনিক শিক্ষা মিড–ডে মিল ঘোষনা করেছে। শিক্ষায় যাতে দলছুট না হয়। কিন্তু কোথায় এই সুযোগ সুবিধা করেছে। শিক্ষায় যাতে দলছুট না হয়। কিন্তু কোথায় এই সুযোগ সুবিধা গ্রামের পঞ্চায়েতের মুখিয়া, নেতারাই টাকা লুঠ করে। সে গল্প যাক। সাই রাম ছাগল চড়াতে বেড়িয়েছে। তাঁর ছাগল উচ্চবর্ণের জমিতে ঢুকে পড়ে। অতএব মার মার, ছাগলকে নয়, সাইরামকে। এমন মার মারতে হবে, ওই উচ্চবর্ণের যুবকরা। পুলিশ কনস্টেবলের চাকরি চলে গেলেও তারা জেলের বাইরে ভালোই আছে।

স্বাধীনতার পর ভারতে যত না ধর্মীয় দাঙ্গা ঘটেছে তার চেয়ে বেশি জাতপাতের দাঙ্গায় দলিতরা মারা গিয়েছে। জাতের বিচারে যারা পঞ্চম বর্ণ আস্পৃশ্য অথবা হরিজন, ২০১১ সালে জনগণনা অনুযায়ী ২৪.৪% বসবাস। সংবিধানে ১৫ ও ১৭ ধারায় সাম্য অধিকার অনুযায়ী এবং ১৯৫৫ সালে অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধকরণ আইন বলবৎ করা হয়েছে। কিন্তু দলিত নিধন, ছোট জাতের বঞ্চনাকে বন্ধ করা যায় নি। গুজরাট, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ুর অনেক গ্রামে উচ্চবর্ণের জাত যাবার ভয়ে মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ুর অনেক গ্রামে উচ্চবর্ণের জাত যাবার ভয়ে মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ুর অনেক গ্রামে উচ্চবর্ণের জাত যাবার ভয়ে গরমে প্রবল তৃষ্ণায় মরে গেলেও জল দেওয়া হয় না। এই প্রজন্মের ভীমরাও রমাবাই নারায়ণ

করে মেরে গাছে ঝুলিয়ে দেয়। এই ঘটনার তিন মাস বাদে বিহারের ভোজপুরে অনুরূপ ঘটনায় ৫ জন দলিত মহিলাকে ধর্ষণ করে

স্বাধীন ভারতে প্রথম জাতপাতের দাঙ্গা শুরু হয় ১৯৫৭ সালে তামিলনাড়ু রামনাদ জেলায়। ১৯৫৭ সালে লোকসভা ও মাদ্রাজ রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য খেবর এবং দেববনদর জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই দাঙ্গায় দুই দলিত সম্প্রদায়ের ৪২জন নিহত হয়।

দক্ষিণ ভারতের মন্দিরে শুভ্র তন্বী নারী তুমি ভগবান পুরোহিতের ভোগ লালসার দেবদাসী হও। মন্দিরে তোমার প্রবেশ নিষিদ্ধ। দলিতদের এই সামাজিক নিষ্পেষণ যন্ত্রণা লাঘবের নিধন রাষ্ট্র সরকারের খাতায় কলমে, আন্তরিকতা সদেচ্ছায় নয়। তা যদি হত তাহলে উচ্চবর্ণের অত্যাচারে কয়েক লক্ষ দলিত খুন হতো না, ৬৭ বছরের স্বাধীনতায় কাটরার দুই কিশোরী ধর্ষণের পর নিহত কিশোরীর মা আর্তনাদ করে বলেছিল, 'আমাদের কুকুরের চোখে দেখা হয়' ন্যায় বিচার প্রহসন। বিহারে ১৭ হাজার দলিত অত্যাচারের মামলা রুজু হয়েছে। শাস্তি হয়েছে মাত্র ১০ জনের। জাতিপুঞ্জের মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, ভারতে জাতপাতের ভিত্তিতে বৈষম্য অত্যাচার নির্যাতন দলিত মানুষের মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে। পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের ওপর এই অত্যাচার পাশবিক ও বর্বরোচিত। ধর্ষণ, নগ্ন করে মার, নেড়া করা, যৌন দাসত্বের অত্যাচার করা হয়। ২০১৫র মার্চে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি সভার অধিবেশনে ১৫৮ নং প্রস্তাবে বলা হয় ভারতে দলিতরা হল গরিবতম। জন্ম থেকে বৈষম্য অস্পৃশ্যতার শিকার দলিত ১.২৫ ডলারের থেকে কম আয় করে। মানবাধিকার চরম লাঞ্ছিত। জমি জল এবং বেঁচে থাকার জন্য ন্যুনতম অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়। গত ৪০ বছরে ৯০০% যৌন লাঞ্ছনার ঘটনা ঘটেছে। গত ১ বছরে দলিতদের ওপর অত্যাচার ২৪৫% বৃদ্ধি পেয়েছে।

সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি দলিতদের ওপর অত্যাচারের ঘটনা ঘটে উত্তরপ্রদেশে ৭,৭০২ দলিতদের ওপর অপরাধের ঘটনা ঘটেছে। রাজস্তানে ৫,১৮২, অন্ধ্রপ্রদেশে ৪,০১৬ টি ঘটনা, বিহারে ৩,৬২৩ এবং হরিয়ানা ৩,১৯৪ অপরাধ পুলিশের কাছে নথিভুক্ত হয়েছে। তামিলনাড়ুতে ২,৪৮টি, মধ্যপ্রদেশে ৩২৪৫, মহারাষ্ট্রে ২১৭৫, পশ্চিমবঙ্গে ৬৫টি দলিতদের ওপর অত্যাচারের রেকর্ড কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরোর রেকর্ডে পাওয়া যায়। উত্তর পূর্বাঞ্চলের চারটি রাজ্য মণিপুর মিজোরাম মেঘালয় নাগাল্যান্ডে তফশিলি জাতি উপজাতিদের ওপর অত্যাচারের রেকর্ড কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে নেই। দলিতদের অত্যাচারের ঘটনা শহরের থেকে গ্রামে বেশি হয়েছে।

স্বাধীনতার পর থেকে দলিত অত্যাচার গণহত্যার ঘটনার সাথে বস্তুগত ক্ষেত্রটি যুক্ত রয়েছে। ছোট জাতের জমি দখল কিংবা জোড় করে বিনা পারিশ্রমিকে উঁচু জাতের কাজ করতে বাধ্য করা। প্রতিটি ক্ষেত্রেই দলিতরা অত্যাচার সহ্য করে যায়। বিহার উত্তরপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ ছত্রিশগড় দলিতদের ওপর আক্রমণের প্রতি আক্রমণের ঘটনা গত কয়েক দশক ধরে মাত্রাতিরিক্ত ভাবে বেড়েছে। স্বাধীন ভারতে প্রথম জাতপাতের দাঙ্গা শুরু হয় ১৯৫৭ সালে তামিলনাড়ু রামনাদ জেলায়। ১৯৫৭ সালে লোকসভা ও মাদ্রাজ রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য খেবর এবং দেববনদর জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই দাঙ্গায় দুই দলিত সম্প্রদায়ের ৪২জন নিহত হয়। এই দাঙ্গার ঘটনায় কংগ্রেস রিফর্মস পার্টি এবং অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রত্যক্ষ ইন্ধন ছিল। প্রসঙ্গ, ইমানুয়েল শেখরন গান্ধিজীর ডাকে সারা দিয়ে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। দক্ষিণ ভারতে দলিতদের ওপর সামাজিক অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন।

১৯৬৮–১৯৭৭ এপ্রিল দীর্ঘ ১০ বছর ধরে ইন্দিরা গান্ধির প্রধানমন্ত্রীত্ব কালে ৪০ হাজার দলিত অত্যাচারের ঘটনা সরকারের গোয়েন্দা রিপোর্টে নথিভুক্ত রয়েছে। ১৯৬৮ সালে তামিলনাড়ুর কিজাভেনসানি গ্রামে জমির মালিকদের অত্যাচারে ৪৪ জন নিম্নবর্ণের ক্ষেত মজুর মারা যায়। এই গণহত্যার প্রাথমিক কারণ ছিল সবুজ বিপ্লবের ফলে কৃষি জাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে ভূমিহীন দলিত ক্ষেত মজুররা কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনের দ্বারা নিজেদের মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন করে। এই আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য পুলিশের লরিতে এসে দুর্বৃত্তরা বেপরোয়া গুলি চালায়। এই দলিত গণহত্যার নারকীয়তা এক কথায় রাজনৈতিক বিভ্রমের দ্বারা আবৃত সামন্ততন্ত্রের নগ্ন নির্লজ্জ পাশবিক শোষণের চরমতম দৃষ্টান্ত।

১৯৭৭ সালের জাতীয় নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপর্যয় এবং জনতা দলের নেতৃত্বে জোট শাসনে দলিত পিছনের বর্গ জনগণ আশা করেছিল তাদের আর্থ সামাজিক জীবনে পরিবর্তন ঘটবে। জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে ইন্দিরা গান্ধির জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে যে গণআন্দোলনের জোয়ার এসেছিল, আন্দোলনে দেশের উত্তর ভারতের পিছনের বর্গের লোকেরা যোগ দিয়েছিল নারায়ণের 'সামগ্রিক বিপ্লবের' স্বপ্নকে দিনের কর্মজীবনে পরিণত করতে। কিন্তু 'সামগ্রিক বিপ্লব' আর ক্ষমতার রাজনীতি সম্পূর্ণ আলাদা। প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই থেকে চরণ সিং , অটলবিহারী বাজপেয়ী সহ ক্যাবিনেটের প্রথম সারির মন্ত্রীরা ছিল উচ্চবর্ণের। বিহার উত্তর প্রদেশ থেকে যারা নির্বাচিত হয়েছিল তারা জাত–পাতের তাস খেলেই মন্ত্রী ও সংসদ হয়েছে। লোকদলের নেতা চরণ সিংহ নিজেকে জাট কৃষক নেতা হিসাবেই নিজের পরিচয় দিতেন। জনতা সরকারের ২ বছরের শাসনে ১৭,৭৭৫ দলিত বা হরিজনদের ওপর আক্রমনের ঘটনা ঘটল। সবচেয়ে বেশি দলিতকে হত্যা করা হয় উত্তরের রাজ্যগুলিতে। দুই–তৃতীয়াংশ দলিত নিষ্পেষণের রিপোর্ট সরকারের কাছে জমা পড়ে।

বঙ্গ বিজেপি গাছে না উঠেও কাঁদি লাভ করতে চায়

নির্মল গোস্বামী

সময়টা ১৯৭৬–৭৭ সাল। আমাদের এলাকায় কলকাতার এক এসইউ সি–র নেতা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতেন সংগঠন করবার জন্য। আমাদের দু তিনজন বন্ধুদের নিয়ে রাজনীতির আলোচনা হয়। দরিদ্র, বেকারী, অশিক্ষা প্রকৃতি সমস্যার সব কিছুর সমাধান নিহিত আছে একথা তখনকার মতো আমরা বুঝলাম কিন্তু আমাদের মধ্যে এক মেডিক্যাল ছাত্র হঠাৎ প্রশ্ন করল আচ্ছা আপনাদের দল ক্ষমতায় এলে প্রধানমন্ত্রী হবে কে? ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার মতো যোগ্য কোনও নেতা আছে? প্রশ্ন শুনে সেই কমরেড কোনও উত্তর না দিয়ে শুধু মুচকি হেসেছিলেন।

বর্তমানে বিজেপির মিশন ২০১৬–র বঙ্গ বিজয় প্রসঙ্গে আমার বন্ধুর ওই প্রশ্নটি একান্ত প্রযোজ্য। এখানে জনগণের মনে প্রশ্ন বিজেপির কর্মী বাহিনীর সর্বজনগ্রাহ্য নেতা কে? অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন? বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও এই প্রশ্নে বিড়ম্বিত। একটা পার্টিকে ক্ষমতায় আসতে গেলে সর্বপ্রথম যে শর্তটা পূরণ করতে হয় তা হল একজন মাস লিডার বা জন নেতা চাই। পার্টির তাত্ত্বিক নেতা সাংগঠনিক নেতা অনেকে থাকেন। কর্মীদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ সেভাবে গড়ে ওঠে না।

কিন্তু তাত্ত্বিক নেতা হলেই জননেতা হয় না। জননেতা তাকেই বলে যাঁর গ্রহণযোগ্যতা জনগণের মধ্যে থাকে। যাঁর নাম শুনে পার্টির কর্মী ছাড়াও সাধারণ মানুষ আসে তাঁর বক্তৃতা শুনতে। যেমন সিপিএম পার্টিতে অনেক তাত্ত্বিক নেতা ছিলেন কিন্তু জননেতা জ্যোতিবাবু। এসইউসি পার্টিতে তাত্ত্বিক নেতা ছিলেন শিবদাস ঘোষ। কিন্তু জননেতা ছিলেন সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়। দীর্ঘ বামফ্রন্ট শাসনে এই রাজ্যে কংগ্রেসের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের জন্য সর্বজনগ্রাহ্য কোনও জননেতা তৈরি হয়নি। প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির মধ্যে জননেতা হওয়ার সব গুণ থাকলেও কংগ্রেস পার্টি হিসাবে তাঁকে সেভাবে কোনও দিন প্রজেক্ট করে নি। তাই কংগ্রেস দল হিসাবে ক্ষমতার ধারে কাছে ঘেঁষতে পারেনি।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। কিন্তু তিনি জননেত্রী হিসাবে নিজেকে তুলে ধরতে পেরেছেন বলেই তিনি আলাদা দল গড়ে সফল হয়েছেন। তিনি জননেত্রী বলেই জনগণ তাঁর

পিছনে ছিল বা আছে। আর জনগণ সঙ্গে আছে বলেই ভোটে জেতেন তাই নেতারাও ক্ষমতার লোভে মমতার দলে ভিড় করেছেন। এই হচ্ছে জননেতার ক্যারিসমা। এখানে আদর্শ নীতিনৈতিকতা সব পিছনে পড়ে থাকে। অবশ্য জননেতা হতে গেলে প্রাথমিক পর্যায়ে একটা নির্দিষ্ট নীতি আদর্শের লক্ষ্যে পথ চলা শুরু করতে হয়।

এই নিরিখে অতীতে বিজেপির একমাত্র নেতা হিসাবে কিছুটা নিজেকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন প্রয়াত তপন শিকদার। এ রাজ্যে কংগ্রেস এবং বামফ্রন্ট থেকে বীতশ্রদ্ধ মানুষ একটা সময় বিজেপির দিকে ঝুঁকে ছিলেন। ১৯৯৭ এর আগে অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেস দল গঠন হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির শক্তি বৃদ্ধির পিছনে ততটা আদর্শের ভূমিকা ছিল না। ছিল রাজনীতিতে স্বাদ বদলের চাহিদা। সর্বভারতীয় স্তরে বিজেপির সদর্থক সেকুলার ও হিন্দু আদর্শের আদলে রাষ্ট্রবাদ কিছু কিছু শিক্ষিত মানুষকে আকৃষ্ট করতে থাকে। যাই হোক পশ্চিমবঙ্গে তপন শিকদারের নেতৃত্বে বিজেপি যখন পায়ের তলায় মাটি পেতে শুরু করেছে তখনই তৃণমূল কংগ্রেসের আর্বিভাব এবং বিজেপির সঙ্গে জোটে ক্ষমতা দখল। এই জোটের বিরোধিতা করেছিলেন তপন শিকদার। যাই হোক বাম ও কংগ্রেস বিরোধী জনগণ আর একটা নতুন প্ল্যাটফর্ম এবং স্বাধীন জননেত্রী হিসাবে মমতাকে পেল। ফলে পশ্চিমবঙ্গে যুব সম্প্রদায় যারা বিজেপির দিকে যাচ্ছিল তারা দ্রুত তৃণমূলে ভিড় করল। বিজেপির অগ্রগতি রুদ্ধ হল। বিজেপি তৃণমূল জোট ভাঙল। এলাকার নেতা কর্মীরা দেখল বামকে হঠাতে মমতার হাত শক্ত করতে হবে। এবং রাজনীতির ক্ষমতা ভোগ করতে হলে বিজেপি অপেক্ষা তৃণমূলে যাওয়াই ভালো। ফলে ২০১১ এর নির্বাচনে দলে দলে তৃণমূলের ছাতার তলায় ভিড়ল বাম বিরোধী মানুষ। এরপর বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হল।

ফের বিজেপি জাগল ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে। হঠাৎ করে একটা জন সমর্থনের আবহাওয়া তৈরি হল। তৃণমূলের প্রতি মানুষের ন্যূনতম যা প্রত্যাশা

ছিল সেটুকুও পূরণ করতে ব্যর্থ তারা। রাজ্যে একটা গণতান্ত্রিক বাতাবরণ দিতে চায় না তৃণমূল তাই মানুষ আবার বিকল্পের সন্ধান করছে। জনসমর্থন আছে কিন্তু নেতা নেই। সংগঠনও তেমন ভাবে দানা বাঁধেনি। কিছু লোক আসছে ক্ষমতার মোহে। বোধ হয় মোদি এ রাজ্যে বিজেপিকে ক্ষমতায় এনে দেবে এই ভাবনা সকলের। এ রাজ্যে আরএসএস এর সাংগঠনিক শক্তির উপর ভর করে মূলত সংগঠন চলে বিজেপি'র।

কিন্তু সংঘের নেতারা ভোটের রাজনীতিতে তেমনভাবে পারদর্শী নয় এ রাজ্যে। লোকসভা ভোটের পর থেকে এ রাজ্যে বিজেপি প্রাসঙ্গিকতা ফিরে পেয়েছে অনেকটা মিডিয়ার দৌলতে। আর নেতারা সেই মিডিয়া নির্ভর প্রচারক হয়ে গিয়েছেন যেন টিভির আলোচনা শুনেই সব লোক বিজেপিকে ভোট দিয়ে দেবে!

হাতের কাছে টাটকা রাজনৈতিক ইসু পেয়েও তারা ব্যর্থ। শুধু মাত্র সাত্তোরের মুসলিম মহিলাদের যে ভাবে নির্যাতন করা হয়েছে তাই নিয়ে একটা বনধ্ ডেকে দেওয়া যেত। গ্রামগঞ্জে মিটিং মিছিল করে অত্যাচারের কথা মানুষকে বোঝাতে পারত। সারা পশ্চিমবঙ্গ ওয়ালিং পোস্টারিং করে ভরিয়ে দিতে পারত। যারা নাগরিকদের নিরাপত্তা দেবে তারা কি ভয়ঙ্কর ভাবে এক সংখ্যালঘু মহিলাকে অত্যাচার করেছে তা নিয়ে লিফলেট বিলি করে এবং তাপসী মালিকের বাবার মতো গ্রামেগঞ্জে এক মহিলাকে দিয়ে তার উপর অত্যাচারের কাহিনী মানুষকে শোনাতে পারত। কিন্তু তারা টিভিতে প্রতিবাদ ছাড়া আর কিছুই করেনি। অমিত শাহের মিটিং এর জন্য যত সময় এবং শক্তি ব্যয় করেছে তার দশভাগের এক ভাগ সময়ও ব্যয় করেনি গ্রামে গ্রামে স্ট্রিট কর্ণার করার জন্য।

এ রাজ্যে মমতা নিজের ক্যারিশমায় সিনেমা আর্টিস্টদের জিতিয়ে এনেছেন। আর বিজেপি ভাবছে সিনেমা আর্টিস্টরা তাদের দলকে জিতিয়ে দেবে। ফারাকটা এইখানেই। গ্রামে গ্রামে কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তাকে তারই গ্রামের রাজনীতিটা করেন। গ্রামের মানুষের বিপদে আপদে তাদের উপর ভরসা করে সেই ধরনের মানুষেরা সকলে রাজনীতিগত ভাবে আগে থেকে পোলারাইজড হয়ে আছে। বেশির ভাগটাই এখন করে খাবার তাগিদে তৃণমূলের দিকে। বাকি সিপিএম কংগ্রেস। ফলে এলাকায় নেতৃত্ব দেবার মতো লোক নেই বিজেপির দলে। যারা আছে তারা নিতান্তই সাধারণ কর্মী তাদের রাজনৈতিক মেধাও নেই। সাংগঠনিক কর্ম কুশল তাও নেই। ফলে তাদের উপর ভরসা করে জনগণের তৃণমূলের বিরাগ ভাজন হবার কি দায় পড়েছে?

পশ্চিমবঙ্গের জনগণ পাঁচ বছর ছাড়া সরকার পালটাতে অভ্যস্ত নয়। ৩৫ বছর পর একটা সরকার পাল্টেছে। আবার এত তাড়াতাড়ি কিসের দায়? বিরোধী তৃণমূল নেত্রী সিঙ্গুরে এবং নন্দীগ্রামে সরকারি সিদ্ধান্তকে পরাস্ত করে ছিলেন। তাই জনগণ ভেবেছে মমতা পারবে। জনগণের এই আস্থা অর্জন করতে গেলে বিজেপিকে তেমনি ভাবে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জনগণের আস্থা অর্জন করতে হবে। না হলে শত সারদা, রোজ ভ্যালি দেখিয়ে জনগণের আস্থা অর্জন করা যাবে না। তৃণমূল নেতারা সারদা চোরের উপর বাটপারি করছে সকলেই জানছে কিন্তু ভোট পাবে তারাই। ২০% সংখ্যালঘু ভোট যত দিন মমতার ঝুলিতে থাকবে তত দিন শত সারদা দেখিয়ে বঙ্গ জয় করা বিজেপি–র পক্ষে সম্ভব হবে না।

কলকাতাবাসীর বড় সমস্যা গোলমেলে কর কাঠামো

তিনের পাতার পর

সম্প্রতি গৃহস্থ ভাড়া কেন্দ্রিক বাড়ির কর সংক্রান্ত একটি ধারা সংশোধিত হয়েছে। নয়া আইন জারি করে বলা হচ্ছে যে সংশ্লিষ্ট বাড়িওয়ালাদের করের বোঝা কমবে। বাস্তবে আইনটি অত সরল নয়।

নয়া আইনে ভাড়াটের অংশের কর স্থির করার ক্ষেত্রে বাড়ির মালিকদের কাছে দু'টি প্রস্তাব রাখা হয়েছে। একটি চলতি আইন অনুযায়ী থোক মাসিক ভাড়াকে ভিত্তি করে, আর দ্বিতীয়টি প্রতি বর্গফুটের ভাড়া ধরে। বর্গফুটের কলমে থাকলে AV ওপর ৫০ শতাংশ সারচার্জ যোগ হবে।

নয়া আইনে সব শ্রেণির বাড়িওয়ালারা কর আশ্রয়ের সুবিধা নিতে পারবে না। যে বাড়ির মালিকেরা অনেক টাকা ভাড়া পায় তারাই লাভবান হবে। এরা বর্গফুট কলমে নথিভুক্ত হবে।

এক সময় পুর করের সর্বোচ্চ হার ছিল ২২.৫ শতাংশ। তা বাড়িয়ে ৪০ শতাংশ করা হল। প্রায় দ্বিগুণ। কর বৃদ্ধি করেই পুর কর্তৃপক্ষ থেমে থাকলেন না। কর স্থির করার পদ্ধতিটি সরলী করণের পরিবর্তে, কর কাঠামোর সঙ্গে সুপার বিল্ডআপ, বা বিল্ড আপ সহ নানা কাল্পনিক (সারণী দেখুন) সংখ্যা দিয়ে জুড়ে কর স্থির করার পদ্ধতিটি আরও জটিল করা হল। অস্বচ্ছতার কারণেই করদাতারা প্রতি নিয়ত হেনস্থা এবং আর্থিক ও মানসিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

৩টি সারণীর মাধ্যমে কর স্থির করার জটিল পদ্ধতি দেওয়া হল। প্রথমটি মূল কর স্থির করার পদ্ধতি। দ্বিতীয় এবং তৃতীয়টি নয়া আইন অনুযায়ী।

কর কাঠামোটি লক্ষ্য করলেই পরিস্কার হবে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগের প্যাঁচে কর দাতাদের অসহায় অবস্থা। বাড়ির কার্পেট মাপ বাদ, ভিতের মাপের ওপর হিসাব করলেও অর্থের সাশ্রয় হত। এরপর ৪র্থ, ৫ম এবং ৬ কলম। বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ যাতে ১০ শতাংশ ছাড় দিয়ে যে আর্থিক সুবিধা দেওয়া হয়েছিল, হঠাৎ ১০ সংখ্যা যোগ করে ওই সুবিধার থেকে বেশি টাকা আদায় করা হচ্ছে। ১০ সংখ্যা কেন? করের হার স্থির করতে দুটি পন্থা নেওয়া হয়েছে, তা করতে একটি ৬০০ সংখ্যা আমদানি করা হল। এই ৬০০ সংখ্যাটির ভিত্তি কী!

২ এবং ৩ সারনী বিচার করলেই নয়া আইনের তফাত পরিষ্কার হবে। হোক মাসিক ভাড়া থেকে বর্গফুটের কলমে করের পরিক্ষণ বেশি হবে। অনেক টাকা আদায়কারী বাড়ির মালিক বর্গ ফুটের কলমে থাকবে, এরাই লাভবান হবে। অস্বচ্ছ কর কাঠামোটি সরলীকরণের পাশাপাশি ট্যাক্স বিলটি সংশোধন করা প্রয়োজন।

সারণী ঃ ১, 416 বর্গফুট ভীতের মাপ যুক্ত গৃহস্থ বাড়ির কর স্থির করার নিয়ম

বাড়ির মাপ স্থির	এক মাসের ভাড়া স্থির	এক বছরের ভাড়া স্থির	ANNUAL VAL-UE বা বাৎসরিক মূল্য স্থির	প্রথম কর স্থির	মোট করের হার স্থির	বাৎসরিক কর স্থির প্রথম স্তর	হাওড়া ব্রিজ কর স্থির	আয় চার্জ রেট	চূড়ান্ত বাৎসরিক কর স্থির
সুপার বিল্ড আপ 20% বিল্ড আপ ২৫% রেট	প্রতি বর্গ ফুটের রেট 60p-8 টাকা		বাড়ি সারাই খাতে 10% ছাড় পাওয়া যায়	এখন করের রেট 11%-40%			করের হার 5%	50% বাণিজ্যিক ভাড়া কেন্দ্রীক বাড়ির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য	

কর স্থির করার পদ্ধতি

20% সুপার বিল্ড আপ ধরা হল	এক টাকা ধরা হল এক কলমের বাড়ির বর্গ ফুটকে এক দিয়ে গুণ	2 কলমের গুণ ফলকে 12 মাস দিয়ে গুণ	3 কলমের গুণফল থেকে 10% বিয়োগ চূড়ান্ত A.V.	4 কলমের বিয়োগ ফল A.V. কে 600 সংখ্যা দিয়ে ভাগ	5 কলমের ভাগফলের সঙ্গে 10 সংখ্যা যোগ	4 কলমের A.V. কে 6 কলমের যোগফল দিয়ে গুণ	7 কলমের গুণফলকে .5% দিয়ে গুণ	নয়া আইনে বর্গফুট কলমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য	
416×120 ÷ 100 = 500 বঃফুঃ	500 × 1 = 500 টাকা	500 × 12 = 6000 টাকা	6000 – 10% + 5400 টাকা A.V.	5400 ÷ 600 = 9	9 + 10 = 10%	5400 × 19%	1026 × .5% = 5 টাকা		1026 + 5 = 1031 টাকা মোট

সারণীঃ 2, থোক মাসিক ভাড়া ধরে। প্রতি মাসে 100 টাকা ভাড়া ধরা হল

167 × 120 ÷ 100 = 200 বঃ ফুঃ ভাড়াটের অংশ	200 × 100 = 100 টাকা	100 × 12 = 1200	120 – 10% = 1080 টাকা	1080 ÷ 600 = 2	2 + 10 = 12%	1080 × 12% = 130 টাকা	130 × .5% = 1 টাকা		130 + 1 = 131 টাকা মোট কর মাসিক ভাড়া ধরে

সারণীঃ 3, প্রতি বর্গফুট ধরে প্রতি বর্গফুটের ভাড়া এক টাকা ধরা হল

167 × 120 ÷ 100 = 200 বঃ ফুঃ ভাড়াটের অংশ	200 × 1 = 200 টাকা	200 × 12 = 2400	2400 – 10% = 2160	2160 + 1080 = 3240 ÷ 600 = 6	6 + 10 = 16%	2160 × 16% = 346 টাকা	346 × .5% = 2 টাকা	2160 × 50% = 1080 টাকা	346 + 2 = 348 টাকা মোট কর প্রতি বর্গ ফুট ধরে

ক্যানিং-য়ে আগুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : গত ২০ মার্চ ক্যানিং-এর নতুন ফেরিঘাট অঞ্চলের ৩৫টি দোকান। গভীর রাতে আগুন দেখতে পেলে বেশ কয়েকজন দোকানদার চিৎকার করে। ছুটে আসে পুলিশ বাহিনী। আসেন ক্যানিং-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তৃণমূলের পরেশরাম দাস, মাতলা-১ প্রধান তপন সাহা। দমকলের ১টি ইঞ্জিন ৩ নম্বর ধরে লড়াই করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ততক্ষণে অবশ্য পুড়ে ছাই হয়ে যায় ৩৫টি দোকান। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ এই মহকুমায় ফায়ার ব্রিগেড নেই। ফলে প্রায় ৩০ কিমি দূর বারুইপুর থেকে দমকল আসে। দেরিতে আসার জন্য ক্ষতি হয়ে যায়। এর আগেও এমন ঘটেছে। কি ভাবে আগুন লাগল তা এখনও জানা যায়নি। তদন্ত শুরু হয়েছে।

তৈরি হয়েও বন্ধ ১৮টি হাসপাতাল

একের পাতার পর

বিশেষ করে ডেলিভারি কেসের ক্ষেত্রে মহিলাদের ভর্তি। কিন্তু ২০১০ সাল থেকে হাসপাতাল গুলি প্রায় অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় বলেন, জেলা পরিষদ থেকে আমরাই উদ্যোগ নিয়ে হাসপাতাল গুলি তৈরি করেছি। রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরকে বারবার চিঠিও দেওয়া হয়েছে এগুলি পূর্ণাঙ্গরূপে চালু করার জন্য। কিন্তু ডাক্তার নার্স ও পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর অভাবে হাসপাতাল গুলো চালু করা যাচ্ছে না। তাই এখন আমরা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, জেলা সদর ও মহকুমা হাসপাতালগুলোর ওপর জোর দিচ্ছি। আগামী দিনে নিশ্চয়ই ওই হাসপাতাল গুলো চালু করা হবে। জেলার সভাধিপতি সামিমা শেখ বলেন, আমি বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলব।

জাল দলিলে বিক্রি হয়ে গেল

একের পাতার পর

তবে এই চক্রের মূল মাথারা এখনও অধরা। এমনকি এদের অনেকের বাড়িতে পুলিশের যাতায়াত ছিল বলেও পিন্টু বাবুর অভিযোগ। তিনি বলেন, 'আমরা খুব সমস্যায় পড়েছি। জমি বিক্রিও করতে পারছি না। আবার নিজেদের জমির মালিকানাও আইনগতভাবে পাচ্ছি না। উল্টে বিভিন্ন জায়গায় অভিযোগ জানাচ্ছি বলে হুমকির মুখে পড়েছি।' এদিকে বারাকপুর কমিশনারেটের তরফে এই জালিয়াতি চক্রের বিরুদ্ধে জোরকদমে তদন্ত চলছে বলে দাবি করা হয়েছে। অন্যদিকে পুলিশি উদ্যোগে যথেষ্ট গাফিলতি আছে বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ। কিছুদিন আগে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীরা ঘোলা থানা ঘেরাও করেছিল। থানার পক্ষ থেকে তাদেরকে অপরাধীদের গ্রেপ্তারের আশ্বাস দেওয়া হয়। তবে রেজিস্ট্রি অফিসের পক্ষ থেকে এই জমিগুলির মিউটেশন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। এইভাবে বিক্রি হয়ে যাওয়া বিলকান্দা ১ পঞ্চায়েতের তৃণমূলী প্রধান শেখ দিল মহম্মদের বক্তব্য 'আমিও শুনেছি যে এই পঞ্চায়েত অফিস বিক্তির করে দেওয়া হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে কোনও কাগজ আমার হাতে আসেনি।' তবে তাঁর পঞ্চায়েত এলাকায় বহু জমি যে জালিয়াতি করে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে তা সত্যি বলে তিনি মনে করেন। প্রধান বলেন, 'যাতে ওইসব জমির মিউটেশন না হয় তা দেখছি। আর এই কাজের সঙ্গে যুক্ত অপরাধীরা যাতে গ্রেপ্তার হয়, তাও দেখছি।' এ ব্যাপারে উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি কৃষ্ণগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিক্রিয়া, এটা রীতিমত ঘৃণ্য কাজ। যারা এর সঙ্গে যুক্ত, তাদের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে দাবি করেছেন তিনি।

গোস্বামী মতে সাগরে দোল উৎসব পালিত হল ২৩ থেকে ২৭ মার্চ কৃষ্ণনগর মধ্যম পল্লীতে। উদ্যোক্তা গোর নিতাই গোপাল সেবাসদন। উদ্বোধন করলেন বিধায়ক বঙ্কিম হাজরা। -নিজস্ব চিত্র

সোয়াইন ফ্লুতে মৃত সেই মহিলা

একেপর পাতার পর

যেহেতু শূকর থেকে এই রোগ ছড়ায় না, তাই শূকর ফার্মের ব্যাপারে আমাদের কিছু করার নির্দেশ নেই। রোগটা সাধারণত আক্রান্ত মানুষ থেকে মানুষে ছড়ায়। শীঘ্রই এলাকায় প্রচারের ব্যাপারে জোর দেওয়া হবে। আমি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলেছি।

ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডঃ ইন্দ্রাণী ঘোষ বলেন, আমি ওই মহিলা আক্রান্ত হবার পর, ওই গ্রামে মেডিকেল টিম পাঠিয়েছিলাম। আবারও শুক্রবার মেডিকেল টিম যাবে। শনিবার আমি নিজে যাব। বেশি প্রচারের ব্যবস্থা করলে মানুষ অহেতুক আতঙ্কিত হবে। ডঃ ঘোষ বলেন, হাঁচি কাশি জ্বর হলে মুচিশা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আসুন। সন্দেহ হলে আমরা বাঙ্গুর হাসপাতালে পরীক্ষার জন্য পাঠাব। জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় বলেন, হ্যাঁ মৃত্যুর সংবাদ পেয়েছি। আমরা সচেতনতার ওপর আরও জোর দিচ্ছি। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায় বলেন, সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে সচেতনতার ওপর জোর দেব। প্রসঙ্গত শুক্রবারই সকাল থেকে মৃত মহিলার কালীনগর গ্রামে দফায় দফায় ব্লক ও জেলাস্তরের মেডিকেল টিম পরিদর্শন করেন। সাবমেরিন ক্লাবে একটি মেডিকেল ক্যাম্পও করা হয়। মেডিকেল টিমের সঙ্গে ছিলেন জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, সাউথ বাওয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য কানাই সাঁতরা প্রমুখ জেলার মেডিকেল টিমের নেতৃত্বে ছিলেন ডেপুটি সিএমওএইচ ডাঃ গৌরব রায়, সঙ্গে ছিলেন ডাঃ সুদেষ্ণা নায়েক, ডাঃ মৌমিতা চক্রবর্তী এবং ডাঃ অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

দেশসেবকরা রেগে আগুন

একের পাতার পর

প্রতিটি হবু প্রার্থীর মনের কথা হল, আমিই সেরা। অথচ আমার নাকের ডগা দিয়ে অন্যকে ভোটে দাঁড়ানোর ছাড়পত্র বরাদ্দ করার এই দুষ্টু কারসাজী কেন? কেউ গজগজ, কেউ স্লোগান, কেউ ধর্ণা, কেউ ভাঙচুর করে নিজ নিজ স্টাইলে ক্ষোভ দেখাচ্ছেন। দলের তরফ থেকে টিকিট বরাদ্দ না হলে দেশ-সেবার স্বপ্ন যে অধরা থেকে যাবে। সেটা কি করে হতে দেওয়া যায়, বলুন! আমাদের মধ্যে হরিদা পেশায় সাংবাদিক, সদ্য একটি জেলা শহর থেকে ফিরেছেন। নির্বাচনী হাওয়ায় আঁচ নেওয়ার আশায় একটি পার্টি অফিসের কাছাকাছি সবে পৌঁছেছেন। সদ্য-রঙের পোঁচ লাগানো অফিস থেকে বেশ কোলাহল চেঁচামেচি ভেসে এলো। কাছাকাছি আসতে বোঝা গেল ওগুলো কোলাহল নয়, স্লোগান। এবং সেই সব চাঁছাছোলা বাক্য-বাণ কিন্তু বিপক্ষ দলের উদ্দেশ্যে নয়, নিজেদের রাজ্য-নেতৃত্বের মুণ্ডু-পাত চলছে। বাপরে বাপ্ ক্ষোভের কি তাপ!

ভোটের টিকিট হয়তো আপনি পাননি, কিন্তু আপনার দলেরই তো কেউ দাঁড়াচ্ছে, হাজার হোক আপনি তো দলের জন্যই ভোটে দাঁড়াতে চাইছিলেন, সে সুযোগটা আপনার কোনও সহযোদ্ধার কপালে যদি জোটে তাতে এত ক্ষোভের কি আছে! আপনি তো দলের সেবায় নিবেদিত প্রাণ, তাই না...! হরি-দার এমন দার্শনিক মন্তব্য শুনে জনৈক টিকিট ফস্কানো হতাশ বিজেপি কর্মী বেজায় চটে গিয়ে বললেন, বারে! এই ইলেকশনে আমাকে টিকিট দেওয়ার নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি না পেলে আমি কি তৃণমূল ছেড়ে আসতাম! এখন আমার দুধও গেল ছালাও গেল। বোজা গেল ইনি সবুজ থেকে গেরুয়া-র গেরোতে ল্যাজে গোবরে হয়ে হাত কামড়াচ্ছেন। আরও একজন বছর চল্লিশেকের তরুণ রাজনৈতিক কর্মীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। গত পাঁচ বছর ইনি মন দিয়ে তৃণমূলের জন্য প্রাণপাত করেছেন। এলাকার সিনিয়র নেতাদের পছন্দের বৃত্ত ঢুকেও পড়েছিলেন। দাদারা টিকিটের আশ্বাস দিয়েছিলেন। সেই মত এবছর পুর প্রতিনিধিত্বে অভিষেক পাওয়ার আশায় বুক বেঁধেছিলেন। কিন্তু প্রার্থী তালিকা দেখে স্বপ্নের রাজপ্রাসাদ থেকে ধপাস্। হরিদা সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, এত হতাশ হচ্ছেন কেন, এবারে নাই বা হল, সামনের বারে নিশ্চয়ই ... মাত্র পাঁচ বছরের তো ব্যাপার। হরিদার মলমকে পাত্তা না দিয়ে উনি চায়ের টেবিলে বেশ জোরালো এক ঘুষি কষিয়ে স্বগতোক্তি করলেন, উঁহু আমি এত সহজে হাল ছাড়ছি না, আমি ডিসিশান নিয়ে নিয়েছি, নির্দল ক্যান্ডিডেট হয়ে দাঁড়াব, দেখি কে আটকায়। পরের পাঁচ বছরে কে কোথায় থাকব তার ঠিক আছে!

ভোটের টিকিটে কি এমন যাদু আছে, যা না পেলে জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে! দূর মশাই যাদু কিসের, বলুন মধু আছে। বলতে বলতে চোখ টিপে মুচকি হাসলেন এক প্রবীন নাগরিক। নেহাত ক্যাবলা টাইপ না হলে একটু করিতকর্মা লোকেরা ওই পাঁচ বছরেই নিজের আর্থিক অবস্থা-টবস্থা চমতকার গুছিয়ে নেয়। ওয়ার্ডে যত উন্নয়ন প্রকল্প শুরু করবেন ততই মঙ্গল। যত বেশি কাজ তত বেশি বরাদ্দ, যত বেশি বরাদ্দ তত বেশি ওয়ার্ক অর্ডার, যত বেশি ওয়ার্ক অর্ডার তত বেশি কন্ট্রাক্টর, যত বেশি কন্ট্রাক্টর তত বেশি। আপনি যদি ভেবে বসেন, দেশের সেবা করার জন্য সবাই পুরসভার কাউন্সিলার হতে মরিয়া হয়ে উঠেছে, তাহলে বুঝতে হবে আপনার মনটি ভারি সরল, প্যাঁচ-পয়জারের গন্ধ শুঁকেও দেখতে পছন্দ করেন না! আসল কারণ কিন্তু আদৌ তা নয়। রাজ্যে হু হু করে বাড়ছে বেকারি, পোশার সুযোগ নেই, চাকরির সম্ভাবনা তো দূর অস্ত। বেকার তরুণদের সামনে পুরসভা কিংবা পঞ্চায়েত এই দুটো পথই তো খোলা রয়েছে। সেখানেও দেখুন কি অবিচার! আপিসে রিটায়ারমেন্ট আছে কিন্তু রাজনীতির বেলায় সেসবের বালাই নেই। বুড়োরা বছরের পর বছর জায়গা জুড়ে গ্যাঁট হয়ে বসে রয়েছে। কেউ স্বেচ্ছায় তরুণদের জন্য জায়গা খালি করে দেয় না। তাই প্রতিবাদ, বিক্ষোভ।

এখন যে রঙ বুঝে পা ফেলার যুগ সেটা ভালো বুঝেছে আমাদের পাড়ার রিক্সাচালকরা। সেদিন হঠাৎ দেখলাম ওদের চেহারায় বেশ ঔজ্জ্বল্য এসেছে। ভোটের আগে আগে বরাবর ওরা লাল গেঞ্জি পেত। কয়েকবছর হল সেই চিত্রটা সামান্য পাল্টে গিয়েছে। লাল-এর বদলে গত কয়েক বছর ওরা সবুজ-সাদা গেঞ্জি পরেছে। এবারে দেখলাম ওদের বেশ হৃষ্টপুষ্ট লাগছে। রহস্যটা? একজনকে একান্তে জানতে চেয়েছিলাম, ব্যাপার কি বাপু? বেশ লাজুক লাজুক মুখে সে জানালো মোটা হই নি বাবু... আসলে ওপর ওপর তিন-তিনটে গেঞ্জি পরে আছি তো, তাই অমন মোটাসোটা লাগছে। তিনটে গেঞ্জি পরে আছিস... এই গরমে... আমি চোখ কপালে তুলতে যাচ্ছিলাম। আমাকে থামিয়ে দিয়ে রিক্সাওয়ালা বলল, এই দেখুন বাবু, সবুজ গেঞ্জির নিচে গেরুয়া গেঞ্জি, তার নিচে ওই লাল গেঞ্জি। ভোট বাবুরা দিয়েছেন, তাদের কারোর মনে কষ্ট দিই কি করে। সাহা পাড়ার দিকে যখন যাই লাল গেঞ্জিটা ওপরে পরে নিই, অবণী মিত্তির লেনে-এর দিকে গেলে গেরুয়াটা পরি, ওখানে নতুন অফিস খুলেছেন ওরা। আর বাকি এলাকায় সবুজ গেঞ্জিটা...। ব্যস আর কোনও সমস্যা নেই।

রেল লাইন

প্রতিবন্ধী সরকারি কর্মচারীর সহযাত্রীরও ট্রাভেল অ্যালাউন্স

পি আই বি : প্রতিবন্ধী সরকারি কর্মচারীরা যখন ট্যুর বা প্রশিক্ষণের জন্য সফর করবেন তখন তাঁরা সঙ্গী বা সহযাত্রী হিসেবে একজনকে সঙ্গে নিতে পারবেন এবং ওই সহযাত্রীর ভ্রমণ খরচ (ট্রাভেলিং অ্যালাউন্স) সরকারের কাছে দাবি করতে পারবেন বলে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অবশ্য, ওই সঙ্গী বা সহযাত্রীর ভ্রমণ খরচ দেওয়ার বিষয়টি ফেব্রুয়ারি মাসের ১৭ তারিখে কেন্দ্রীয় ব্যয় সংক্রান্ত দফতরের পক্ষ থেকে জারি করা অফিস মেমোরেন্ডামে উল্লিখিত হয়েছে। প্রতিবন্ধী সকারি কর্মচারীদের সঙ্গে সফররত সঙ্গী বা সহযাত্রী কোনও রকম ডেইলি অ্যালাউন্স পাবেন না তবে, একজন সরকারি কর্মচারীর যে শ্রেণীতে সফরের অনুমতি রয়েছে, সেই শ্রেণীতে সফরের জন্য তিনি যে হারে খরচ সরকারের কাছ থেকে পেয়ে থাকেন, সেই হারে সঙ্গী বা সহযাত্রীও মাইলেজ অ্যালাউন্স পাবেন।

পাঁচ মিনিটে রেলের টিকিট

বিশেষ সংবাদদাতা: প্ররেলমন্ত্রী সুরেশ প্রভু জানিয়েছেন, ২০১৫-১৬ রেল বাজেটে তিনি যাত্রী ভাড়া বাড়াননি। বরং রেলের সফল আনন্দদায়ক করার প্রয়াসে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে ভারতীয় রেল। তিনি আরও বলেন, অসংরক্ষিত কামরায় সফর করার জন্য জনসাধারণকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় টিকিট কাটতে। এই দুর্ভোগ কাটানোর জন্য রেল অপারেশনস ফাইভ মিনিট্স' ব্যবস্থা চালু করছে। এই ব্যবস্থায় অসংরক্ষিত কামরায় সফর করার জন্য যাত্রী সাধারণ পাঁচ মিনিটেই টিকিট পাটতে পারবেন। 'হট বাটন', 'কয়েন ভেন্ডিং মেশিন' এবং 'সিঙ্গল ডেস্টিনেশন টেলর' উইন্ডো টিকিট কাটার সময় কমিয়ে দেবে উল্লেখযোগ্যভাবে।

বিশেষভাবে সক্ষম বা 'ডিফারেন্টলি এবেলড' যাত্রীদের সুবিধার্থে একটি বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এককালীন নথিভুক্ত হওয়ার সাপেক্ষে এসব মানুষ ছাড়যুক্ত ই-টিকিট ক্রয় করতে পারবেন বলে রেলমন্ত্রী জানিয়েছেন। তিনি বলেন, বহু ভাষায় ই-টিকিট পোর্টাল গঠনের প্রস্তাবও রাখা হয়েছে এই রেল বাজেটে।

তথ্য যাচাইয়ের বিশেষ সরঞ্জাম প্রদান

বিশেষ সংবাদদাতা: টিকিট চেকারদের এখন থেকে যাত্রীদের পরিচয় ও অন্যান্য তথ্য যাচাই এবং চার্ট ডাউনলোড করার জন্য হাতে রাখার উপযোগী টার্মিনাল দেওয়া হবে। এতে করে একদিকে যেমন কাগজবিহীন টিকিট ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হওয়া যাবে, অন্যদিকে টাকা ফেরত সংক্রান্ত দাবিদাওয়ার দ্রুত নিষ্পত্তি সম্ভব হবে। সংসদে আজ রেল বাজেট পেশ করে রেলমন্ত্রী সুরেশ প্রভু একথা জানান। তিনি আরও বলেন, কম্পিউটার চালিত আসন সংরক্ষণ কেন্দ্র থেকে কাটা টিকিটের ক্ষেত্রেও যাতে মোবাইলের এসএমএস যাত্রার বৈধ প্রমাণ হিসেবে গ্রাহ্য হয়, সে ব্যাপারেও চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। তিনি আরও জানান, যাত্রীদের বিভিন্ন পরিষেবা একই জায়গা থেকে পাওয়ার সুবিধা করে দিতে একটি যাত্রী পোর্টালও খোলা হবে।

ট্রেনের আগমন ও প্রস্থান জানাতে এসএমএস

পিআইবি : রেলমন্ত্রী সুরেশ প্রভাকর প্রভু বলেছেন যে এবার থেকে যাত্রীদের ট্রেন আসা ও যাওয়া সংক্রান্ত পরিবর্তিত সময়সূচি সম্পর্কে এস এম এস পরিষেবার মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে। ট্রেন ছাড়া বা পৌঁছনোর আগেই সূচনাকারী ও প্রান্তিক স্টেশনগুলিতে আগমন ও নির্গমনের সময়সূচি জানানো হবে। একইভাবে, ট্রেন গন্তব্যে পৌঁছনোর ১৫-৩০ মিনিট আগে পৌঁছনো সম্পর্কেও এস এম এস বার্তা পাঠানো হবে। শ্রী প্রভু আরও বলেছেন যে, আগামীদিনে দুই হাজারেরও বেশি স্টেশনে কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত রেল ডিসপ্লে ব্যবস্থা চালু করে দেওয়া যাবে। এই ব্যবস্থায় ট্রেনে আসা-যাওয়া, আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থা, সাধারণ ও আপৎকালীন বার্তা এবং জনসাধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্য দেওয়া হবে। এই ব্যবস্থায় একদিকে যেমন ডিজিটাল ইন্ডিয়া প্রচারাভিযান জোরদার হবে, অন্যদিকে বিজ্ঞাপন থেকেও আয় জোরদার হবে।

মোবাইল ফোন চার্জের সুবিধা সাধারণ শ্রেণীতেও

বিশেষ সংবাদদাতা: এবার থেকে ট্রেনের সাধারণ শ্রেণীর কামরাগুলিতেও মোবাইল ফোন চার্জের সুবিধা পাওয়া যাবে। সংসদে আজ রেল বাজেট পেশ করে রেলমন্ত্রী সুরেশ প্রভাকর প্রভু আরও জানান, এছাড়াও শয়নযান শ্রেণীতে মোবাইল চার্জের সুবিধা বাড়ানো হবে।

শ্রী প্রভু জানান যে, লাইসেন্স ফি-র বিনিময়ে কিছু বিশেষ শতাব্দী এক্সপ্রেস ট্রেনে বিনোদনের ব্যবস্থা করার জন্য রেলের দিল্লি বিভাগ একটি কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এই কর্মসূচির সাফল্যের ভিত্তিতে পরবর্তীকালে তা সমস্ত শতাব্দী ট্রেনেই সম্প্রসারিত হবে।

টিকিট ১২০ দিন আগেই

বিশেষ সংবাদদাতা: রেল মন্ত্রক সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আগামী ১ এপ্রিল, ২০১৫ থেকে রেলের টিকিট যাত্রার ১২০ দিন আগে কাটতে হবে। বর্তমানে ট্রেনের টিকিট যাত্রার ৬০ দিন আগে নিলেই হয়। তবে কয়েকটি দিবা এক্সপ্রেস ট্রেন যেমন তাজ এক্সপ্রেস, গোমতী এক্সপ্রেস, বিশেষ ট্রেনগুলি ইত্যাদির ক্ষেত্রে যে কম সময়ের মধ্যে টিকিট কাটার নিয়ম রয়েছে তাতে কোন পরিবর্তন হবে না। এছাড়া, বিদেশি পর্যটকদের ক্ষেত্রে ৩৬০ দিন সময়কালেও কোন পরিবর্তন হবে না।

ঢোলাহাট বাজারে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢোলাহাট: গত মঙ্গলবার সকালে ঢোলাহাট বাজারের বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ী তাদের দোকানে এসে দেখে কয়েক লক্ষ টাকার জিনিসপত্র চুরি হয়ে গিয়েছে। পিছনের দরজা কেটে দুটি দোকানের নগদ ২ লক্ষ টাকা এবং প্রায় ২ লক্ষ টাকার জিনিসপত্র খোয়া গিয়েছে। নিরাপত্তার দাবিতে ক্ষোভে ফেটে পড়েন কয়েকশো ব্যবসায়ী, শুরু হয় বিক্ষোভ। পুলিশ প্রতিশ্রুতি দিলে বিক্ষোভ ওঠে। চোর ধরতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

এইচ১এন১: সংক্রমণ, লক্ষণ, চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

ডাঃ এইচ আর কেশবমূর্তি

এইচ১এন১ (সোয়াইন ফ্লু) হল এক নতুন ধরণের ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস যাতে আক্রান্ত হলে মানুষ ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এই ভাইরাসের প্রথম সন্ধান পাওয়া যায় মেক্সিকোয় ২০০৯-এর এপ্রিলে। পরে, বিশ্বের অন্যান্য দেশে তা ছড়িয়ে পড়ে। এই ধরনের ইনফ্লুয়েঞ্জাকে আগে বলা হত সোয়াইন ফ্লু কারণ, গবেষণাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে এই নতুন ভাইরাসটির মধ্যে এমন কিছু জিনের সন্ধান পাওয়া যায় যা উত্তর আমেরিকার শুয়োরের শরীরের জিনের সঙ্গে মিলে যায়। পরে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণিত হয় যে এই নতুন ভাইরাসটির কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য শুয়োর, পাখি এবং মানবদেহের জিনের সঙ্গে মিলে যায়। বর্তমানে এই বিশেষ ভাইরাসটিকে ইনফ্লুয়েঞ্জা-এ (এইচ১এন১) ভাইরাস বলে চিহ্নিত করা হয়।

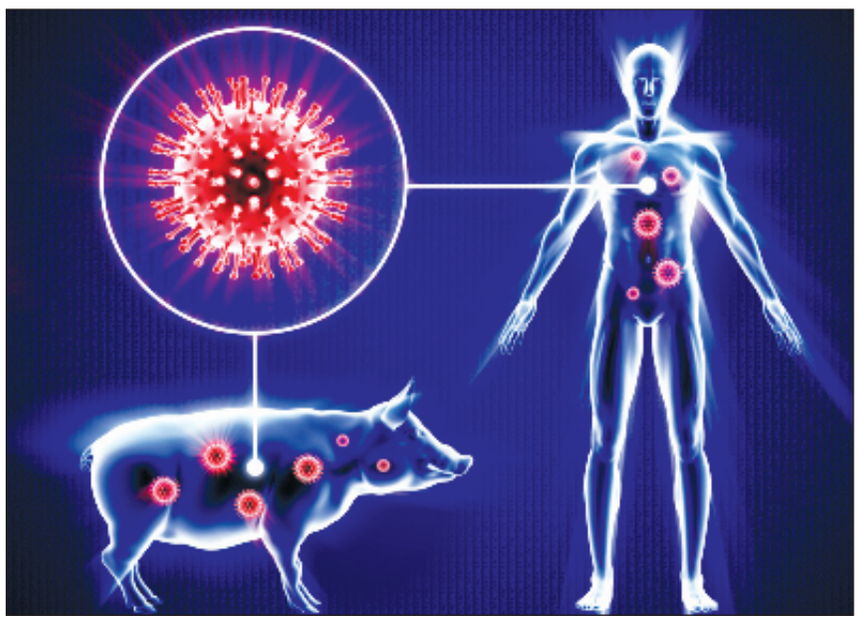

সোয়াইন ফ্লু হল এমন এক ধরনের ভাইরাস যা শুয়োরের শরীরে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটায়। ২০০৯ সালে একে বলা হত ইনফ্লুয়েঞ্জা-সি। পরে, ইনফ্লুয়েঞ্জা-এ কে এইচ১এন১, এইচ১এন২,এইচ২এন১, এইচ৩এন১, এইচ৩এন২ এবং এইচ২এন৩-এই বিভিন্নভাবে ভাগ করা হয়েছে। মোটামুটিভাবে পৃথিবীর সর্বত্রই শুয়োরের মধ্যে সোয়াইন ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। শুয়োরের দেহ থেকে মানব শরীরে এই ভাইরাসের সংক্রমণ যে খুব সচরাচর ঘটে তা নয় বরং, যদি কখনও মানুষ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয় তখন এই ভাইরাসটিকে জুনোটিক সোয়াইন ফ্লু বলে চিহ্নিত করা হয়। যে সমস্ত মানুষকে অহরহ শুয়োরের সংস্পর্শে থাকতে হয় তাদের ক্ষেত্রে সোয়াইন ফ্লুতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অনেক বেশি পরিমাণে বেড়ে যায়।

যেহেতু শুয়োরের দেহে এই ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে সেই কারণে যে সমস্ত প্রাণী শুয়োরের সংস্পর্শে কোনও না কোনওভাবে আসে তাদের শরীরে এর সংক্রমণ ঘটতে পারে। অনেক জীবজন্তুকে যখন একসঙ্গে কোথাও নিয়ে যাওয়া হয় বা কৃষি কাজে ব্যবহার করা হয় তখন ওই সমস্ত প্রাণীর দেহে এই সংক্রমণ ঘটতে পারে। এছাড়াও, বুনো শুয়োর সহ অন্যান্য বন্যপ্রাণীর থেকেও এই ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা খুব একটা বিরল নয়।

যে সমস্ত মানুষ পোলট্রি বা শুয়োর পালনের সঙ্গে যুক্ত এবং নিয়মিতভাবে এই সমস্ত প্রাণীর সংস্পর্শে আসে তারা কিন্তু এই ভাইরাসে আক্রান্তই শুধু হয় না, একই সঙ্গে এই ভাইরাসের বাহকও হয়ে পড়ে। এছাড়াও, পশু চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত কর্মী এবং মাংস প্রক্রিয়াকরণের সঙ্গে যুক্ত মানুষও এই ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে।

সোয়াইন ফ্লুতে আক্রান্ত মানুষের দেহে প্রথমে সাধারণ ইনফ্লুয়েঞ্জার মতোই কিছু কিছু লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করে যেমন জ্বর, কাশি, গলা ব্যথা, শরীরে যন্ত্রণা, মাথা ধরা, শীত-শীত ভাব এবং ক্লান্তি। তাই, এই সমস্ত লক্ষণ ছাড়াও অন্যান্যভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কোনও মানুষ সোয়াইন ফ্লুতে আক্রান্ত হয়েছে কিনা সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের কিছু নমুনা যেমন, তার নাক ও গলা থেকে নির্গত জল ও কফের নমুনা গবেষণাগারে পরীক্ষা করে এ ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে বলা যায় ওই ব্যক্তি সোয়াইন ফ্লুতে আক্রান্ত হয়েছেন কিনা।

এই ভাইরাসে আক্রান্ত মানুষের মৃত্যুর একটি সাধারণ কারণ হল শ্বাসজনিত সমস্যা। এছাড়াও নিউমোনিয়া, খুব বেশি রকমের জ্বর, অত্যাধিক বমি ও পেটের অসুখ সহ শরীরের জল শূন্যতা, কিডনি অকেজো হয়ে যাওয়া ইত্যাদিও মৃত্যুর কারণ হতে পারে। খুব অল্পবয়সী ছেলে মেয়ে এবং বেশি বয়সের মানুষের মধ্যে মৃত্যুর হার বেশি। আক্রান্ত ব্যক্তির মুখ এবং নাক থেকে রস সংগ্রহ করে পিসিআর-এর মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করা হয়। আর, এইভাবেই নিশ্চিত করে বলা যায় যে সেটি সাধারণ ইনফ্লুয়েঞ্জা নাকি সোয়াইন ফ্লু তথা এইচ১এন১ ইনফ্লুয়েঞ্জা।

সোয়াইন ফ্লু প্রতিরোধের তিনটি উপায় রয়েছে : শুয়োরের সংক্রমণ প্রতিরোধ, প্রাণী দেহ থেকে মানব শরীরে এই ভাইরাসের সংক্রমণ রোধ এবং এক মানব দেহ থেকে অন্য মানব শরীরে এর সংক্রমণ প্রতিরোধ। শুয়োরের মধ্যে সংক্রমণ প্রতিরোধের উপায় হল ঠিক মতো পশুপালন এবং প্রতিষেধক টীকা দান। এছাড়াও, প্রাণীদের এমন পরিবেশ ও তাপমাত্রার মধ্যে রাখতে হবে যাতে ভাইরাসের সংক্রমণ রোধ করা যায় কারণ, প্রাণী দেহের বাইরে এই সমস্ত ভাইরাস দু'সপ্তাহের বেশি সক্রিয় থাকতে পারে না। তবে, অত্যাধিক ঠান্ডায় কিন্তু এই ভাইরাস তার সংক্রমণ ক্ষমতা অটুট রাখতে পারে। শুয়োর থেকে মানব দেহে সোয়াইন ফ্লু-র সংক্রমণ সচরাচর ঘটে থাকে শুকর পালন ক্ষেত্রগুলিতে যেখানে অহরহই শুয়োরের সংস্পর্শে আসতে হয়। সাধারণত কোনও মানুষ হঠাৎ করে সোয়াইন ইনফ্লুয়েঞ্জাতে আক্রান্ত হয় না। কিন্তু পরিস্থিতি বিশেষে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনার নজিরও রয়েছে প্রচুর। তাই, এই ভাইরাসের সংক্রমণে আক্রান্ত প্রাণীদের নিয়ে নাড়াচাড়া করার সময় পশুপালক ও পশু চিকিৎসকদের 'ফেস মাস্ক' ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়। এছাড়া, শুয়োরের দেহে নির্দিষ্ট প্রতিষেধক দেওয়া গেলে তাতেও সংক্রমণের ঘটনা কমানো যায়।

সোয়াইন ফ্লুতে আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে আর একজন এই ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে হাঁচি, কাশির মাধ্যমে। এছাড়াও, এই ভাইরাসের সংস্পর্শে এলেও কোনও ব্যক্তি সোয়াইন ফ্লুতে আক্রান্ত হতে পারে। মনে রাখতে হবে, শুয়োরের মাংস বা মাংসজাত পদার্থ থেকে মানুষের শরীরে সোয়াইন ফ্লুর সংক্রমণ ঘটতে পারে না। কারণ, কোনও খাদ্যের মাধ্যমে এই ভাইরাস মানব শরীরে প্রবেশ করে না। সোয়াইন ফ্লুতে আক্রান্ত ব্যক্তিকে প্রথম পাঁচ দিন খুব সাবধানে রাখতে হয়। কারণ, ওই প্রথম পাঁচদিন আক্রান্ত ব্যক্তির দেহ থেকে অন্যের দেহে ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি খুব বেশি রকমের থাকে। শিশুদের ক্ষেত্রে কখনও কখনও ১০ দিন পর্যন্ত এই সংক্রমণের ঝুঁকি থেকে যায়।

এখন প্রশ্ন হল, এইচ১এন১ থেকে দূরে থাকার উপায় কি? সর্বপ্রথম কয়েকটি জিনিস আমাদের মেনে চলতে হবে। যেমন, কাশির সময় রুমাল বা টিস্যু পেপার দিয়ে নাক ও মুখ ঢেকে রাখতে হবে। আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি বা কাশির সময় তার থেকে অনেক দূরে থাকতে হবে। সেই সঙ্গে, হাত খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করে ধুয়ে ফেলতে হবে। কয়েকটি স্বাস্থ্যবিধি অবশ্যই মেনে চলা প্রয়োজন। শরীর যাতে সুস্থ ও সবল থাকে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। শারীরিকভাবে সক্রিয় ও মানসিকভাবে চাপমুক্ত থাকতে হবে। প্রচুর পরিমাণে জল ও তরল পদার্থ এবং পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। রাতের ঘুমও ভালোরকম হওয়া দরকার। হাঁচি ও কাশির পর টিস্যু পেপার নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলতে হবে। প্রত্যেকবার হাঁচি বা কাশির পর সাবান জল দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলতে হবে। চোখ, নাক অথবা মুখে হাত দেওয়ার অভ্যাস বন্ধ করা দরকার এবং শ্বাসজনিত সমস্যা রয়েছে এ ধরনের মানুষদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে না আসাই ভালো। সোয়াইন ফ্লুতে আক্রান্ত ব্যক্তির বাড়িতে বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন এবং অন্যান্যদের সঙ্গে যোগাযোগ যতটা সম্ভব কম রাখতে হবে।

শ্বাসজনিত কষ্ট দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে দেখানো প্রয়োজন। সোয়াই ফ্লুতে আক্রান্ত ব্যক্তিকে ভাইরাস প্রতিষেধক ওষুধ দিলে অসুস্থতা বাড়াবাড়ি পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায় না এবং রোগী অপেক্ষাকৃত ভালো থাকে। এছাড়াও, মারাত্মক ধরনের জটিলতা থেকেও রেহাই পাওয়া যায়। সোয়াইন ফ্লুর লক্ষণ শরীরে দেখা দেওয়ার দু-দিনের মধ্যে ভাইরাস প্রতিষেধক রোগীকে দেওয়া হলে সবচেয়ে ভালো ফল পাওয়া যায়। এছাড়াও, বাড়ি বা হাসপাতালে নিয়মিত যত্ন ও পরিচর্যা রোগীর জ্বরকে নিয়ন্ত্রণে রাখে, তার শরীরে জলসহ তরল পদার্থের মাত্রা ঠিক থাকে, শরীরের ব্যথা বেদনা কমায় এবং সেইসঙ্গে অন্যকোনও রকম সমস্যা দেখা দিলেও তার মোকাবিলা করা সহজ হয়ে পড়ে। **টামিফ্লু বা রেলেঞ্জা জাতীয় ওষুধ সোয়াইন ফ্লুতে আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করা হয়।** তবে, এই ভাইরাসে আক্রান্ত অধিকাংশ ব্যক্তিই কোনওরকম ভাইরাস প্রতিষেধক ওষুধ ছাড়াই একটু বেশি সময় লাগলেও সুস্থ হয়ে উঠতে পারে যদি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় ও কয়েকটি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা হয়।

ভারতে ১ জানুয়ারি, ২০১৫ থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত সোয়াইন ফ্লুতে আক্রান্ত ৫,১৫৭টি ঘটনার খবর পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ৪০৭ জনের। সংক্রমণের সবচেয়ে বেশি ঘটনা ঘটেছে দিল্লি, গুজরাট, রাজস্থান, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু এবং তেলেঙ্গানায়। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, রাজস্থান এবং তেলেঙ্গানায়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ থেকেও এইচ১এন১ ভাইরাস সংক্রমণের ঘটনার তথ্য পাওয়া গিয়েছে। দেশে সোয়াইন ফ্লুর সংক্রমণের ঘটনার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রক।

এইচ১এন১ ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তাদের কর্মীদের প্রতিষেধক টীকা দেওয়ার জন্য। এছাড়াও, হাসপাতাল সহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তিগতভাবে অন্যান্য সুরক্ষার ব্যবস্থাও যাতে বলবৎ থাকে সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে বলা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই এইচ১এন১ ভাইরাস পরীক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম (কিট) আরও বেশি সংখ্যা ও পরিমাণে সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই সমস্ত কিট সরবরাহ করা হবে দেশের রোগ নির্ণায়ক পরীক্ষাগারগুলিতে। এছাড়াও, এইচ১এন১ প্রতিরোধে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত থাকার ব্যবস্থা হিসেবে অতিরিক্ত ৬০,০০০ অসেল্টামাইভির ওষুধ এবং ১০,০০০ এন-৯৫ মাস্কও সংগ্রহ করা হচ্ছে। এনসিডিসি-র পক্ষ থেকে রোগ নির্ণয় ও পরীক্ষার জন্য অতিরিক্ত ১০,০০০ কিটের বরাত দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে আইসিএমআর-এর পরীক্ষা ও গবেষণাগারগুলি যাতে প্রয়োজনীয় সাহায্যের যোগান দিতে পারে সে ব্যাপারেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে মানুষের মনে অকারণ ভীতি ও আশঙ্কা দূর করার লক্ষ্যেও সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এজন্য তথ্যের যোগান সহ অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থাকেও আরও জোরদার করে তোলা হয়েছে।

আয়ুষ দফতরের পরামর্শক্রমে সোয়াইন ফ্লুর চিকিৎসায় সেন্ট্রাল কাউন্সিল ফর রিসার্চ ইন হোমিওপ্যাথি (সিসিআরএইচ) হোমিওপ্যাথ বিশেষজ্ঞদের একটি জরুরি বৈঠকও আহ্বান করেছে। **জানা গিয়েছে, আর্সেনিকাম অ্যালবাম নামের একটি হোমিওপ্যাথিক ওষুধ সোয়াইন ফ্লুর চিকিৎসায় বিশেষভাবে কার্যকর। বলা হয়েছে, আর্সেনিকাম অ্যালবাম নামের একটি হোমিওপ্যাথিক ওষুধ সোয়াইন ফ্লুর চিকিৎসায় বিশেষভাবে কার্যকর। বলা হয়েছে, আর্সেনিকাম অ্যালবাম-৩০-এর একটি ডোজ (৩০ আকারের চারটি পিল বয়স্কদের ক্ষেত্রে এবং দুটি পিল শিশুদের ক্ষেত্রে) খালি পেটে দিনে তিনবার খেতে হবে। যদি শরীরে এই রোগের লক্ষণ থেকে যায় তাহলে এক মাস বাদে একইভাবে ওই ওষুধ আবার গ্রহণ করতে হবে।**

এইচ১এন১ প্রতিষেধক আবিষ্কারে ভারতও এখন পিছিয়ে নেই। কৌশালির সেন্ট্রাল ড্রাগ ল্যাবরেটরিতে এইচ১এন১-এর একটি প্রতিষেধক সফল প্রমাণিত হয়েছে। ভ্যাক্সি ফ্লু-এস নামের একটি প্রতিষেধক উৎপাদন করেছে মেসার্স জিডাস ক্যাডিলা হেলথ কেয়ার লিমিটেড। ন্যাসোভ্যাক নামের একটি প্রতিষেধক তৈরি করেছে পুণের মেসার্স সিরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড। তবে, সোয়াইন ফ্লুতে ইতিমধ্যেই আক্রান্ত ব্যক্তিকে এই প্রতিষেধক দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় না।

সোয়াইন ফ্লু থেকে বাঁচতে ঘরোয়া টিপস্

- বাইরে বেরোবার আগে নাকের ভিতর এক ফোঁটা ঘি বা ইউক্যালিপটাস তেল দিতে পারেন।
- রুমালে কর্পুর ও এলাচ পাউডারের মিশ্রণ লাগিয়ে নিয়ে বার বার শুঁকুন।
- সময় মতো সঠিক পরিমাণে সহজপাচ্য খাওয়া-দাওয়া করুন। জাঙ্ক ফুড, ফ্রিজে রাখা খাবার বা ভয়ানক টক খাবার পরিহার করুন।
- খাবার বানাতে মশলা হিসাবে তুলসী, আদা, লবঙ্গ, এলাচ, দার্চিনি ব্যবহার করুন।
- গরম জলে হলুদ, যষ্ঠিমধু, অনন্তমূল ও নুন মিশিয়ে প্রতিদিন গার্গল করুন।
- গরম দুধে হলুদ মিশিয়ে খান।
- জ্বর, সর্দিকাশি, গায়ে ব্যথা হলে এক চায়ের চামচ ধনে, অর্ধেক চামচ জিরা, এক টুকরো আদা, ৬ থেকে ৭টি তুলসী পাতা, এক গুচ্ছ লেমন গ্রাস, একটা লবঙ্গ, একটা এলাচ, অর্ধেক গোলমরিচ, একটা দার্চিনি এবং দ-একটা পারিজাত পাতা দু কাপ জলে মিশিয়ে ফুটিয়ে এক কাপ করুন। দিনে দু'বার খান।
- বাড়িতে ধুপ, গুগুল ও কর্পুর জ্বালান।
- এছাড়া যোগ ব্যায়ামের কোনও বিকল্প নেই।

দীঘার পর্যটকদের নতুন আকর্ষণ 'হ্রদ-মাজনা'

দীপককুমার বড় পণ্ডা

এই রাস্তা দিয়ে বহুবার গিয়েছি। কিন্তু এই জায়গার যে এত খ্যাতি, তাই জানতাম না। মৈতনার পিচ রাস্তায় যাওয়ার পথে সেদিন ঢুকে পড়েছিলাম এক জটলায়। আর ওখানেই দেখা হয়েছিল মাণিক চৌধুরীর সঙ্গে। এই এলাকায় মাণিক-এর খুব নাম। এই উদ্যমী যুবক এলাকার মানুষের জন্য অনেক কাজ করে। সেই মাণিক আমাকে দেখে হই হই করে উঠল। বলল, 'আপনাকে একবার জগন্নাথ মন্দিরে যেতেই হবে। জগন্নাথের জন্যই এখানে আজ এত উন্নতি।' উন্নতিটা কী বোঝার আগেই মাণিক আমাকে নিয়ে চলল তার মোটর বাইকে বসিয়ে। সে থামল জগন্নাথ মন্দিরের সামনে। আর ওখানেই দেখা হল চিত্ত চৌধুরীর সঙ্গে। মাণিক চিত্তবাবুকে পেয়ে নিশ্চিন্ত হল। আশি বছরের চিত্তবাবুর অনেক অভিজ্ঞতা। তাঁর জ্ঞানও অনেক। সেদিন তাঁর থেকে নানা কাহিনি শুনেছিলাম।

জগন্নাথ মূর্তির প্রসঙ্গে জলে কাঠ ভেসে আসার গল্পটা প্রায় সবাই জানেন। বেশ প্রচলিত। কাহিনিটা এইরকম, পুরীর সমুদ্রে একদিন একটা কাঠ ভেসে এসেছিল। স্বপ্নাদেশে সেই কাঠ তুলেই জগন্নাথ-এর মূর্তি তৈরি হয়েছিল। এখানেও প্রায় সেই এক কাহিনি। এখানকার 'হ্রদ-মাজনা'য় একদিন একটা কাঠ ভেসে আসে। ভেসে আসা সেই কাঠ নিয়ে এক চৌধুরী পরিবার জগন্নাথের মূর্তি গড়েন। শুধু তো মূর্তি গড়লে হবে না। তাঁর পুজো চাই। সেই পুজোও শুরু হল। কিন্তু আর্থিক অভাবের কারণে এই পরিবার বেশিদিন জগন্নাথের পুজো করতে পারেননি। নিজেদের অক্ষমতা জানিয়ে অন্য একটি পরিবারকে তাঁরা জগন্নাথ দেবকে দিতে চান। ঘটনাক্রমে এঁরাও চৌধুরী পরিবার। কিন্তু দেবতার আগের সেবায়েতকে নতুনরা পুরোপুরি বাদ না দিয়ে নিয়োগ করেন রান্নার কাজে। সেই ধারা এখনও চলছে।

যাওয়া আসার পথে পথে

এসব লোকশ্রুতির বাইরে কিছু তথ্য পাওয়া গিয়েছে। একটি দানপত্রে দেখা যাচ্ছে, ১১৭২ (বঙ্গাব্দ) সালে এখানকার জগন্নাথ দেবের দৈনন্দিন পুজোর জন্য বাসুদেবপুরের রাণী লক্ষ্মীপ্রিয়া রায় এবং কিশোরগড়ের রাজা লক্ষ্মীকান্ত রায় বেশ কিছু জমি দান করেছিলেন। লক্ষ্মীকান্ত ছিলেন কিশোরনগরগড়ের প্রতিষ্ঠাতা রাজা যাদবেন্দ্রনাথ রায়-এর প্রপৌত্র। দানের জমির পরিমাণও অনেক ছিল। এইসব জমির অনেকটাই আছে মৈতনা, ডেমুরিয়া, বালিপুখুরিয়া, ডেমুরিয়া পাইকবাড়, মহম্মদপুর, মৈতনা পাইকবাড় প্রভৃতি মৌজায়। এর বাইরেও কিছু জায়গা আছে। এখানকার সেবায়েতরা অনুমান করছেন, বহু দূরের ঘোল গ্রামের জমিগুলোও ছিল জগন্নাথের। ঘোল-এর প্রবীণ মানুষরাও অন্তত তাই মনে করেন। এই কারণে প্রতিবছর নেত্রোৎসবের দিন জগন্নাথের জন্য নানারকম ভোগ নিয়ে আসেন তাঁরা। যাঁর যেমন ক্ষমতা, কেউ আনেন সব্জি, কেউ বা চাল, ডাল প্রভৃতি নানারকম। ঠাকুরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান তাঁরা এইভাবে।

জগন্নাথকে ঘিরে এখানে নানা উৎসব হয়। নেত্রোৎসব এরকম একটা। জগন্নাথের সবথেকে বড় উৎসব রথ। ডেমুরিয়ার রথের ঐতিহ্য আছে। কিংবদন্তী, পুরীর রথের সঙ্গে এখানকার রথের নানা সাদৃশ্য। দুই স্থানেই মূল মন্দির থেকে গুন্ডিচা বাড়ির দূরত্ব সমান। পুরীর মন্দিরের সামনে অন্ত্যজ শ্রেণির বাস। ডেমুরিয়ার মন্দিরের সামনেও ডোমপাড়া। এইসব দাবি করেন স্থানীয় মানুষরাই।

বর্তমানে প্রাচীন মাটির মন্দির ভেঙে তৈরি হয়েছে পাকা মন্দির। ২০১২ সালে সেই মন্দিরের উদ্বোধন হয়েছে। এখানে রথের মেলা বসে খুব জাঁকজমক করে। দেবলা (ঠাকুর সারা বছর যেখানে থাকেন) থেকে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা তিনটি রথে বসে আসেন বলগুন্ডিতে। এই বলগুন্ডিতেই মেলা হয়। ওখান থেকে দেবতারা 'বলগুন্ডি' যাওয়ার পথে কিছুক্ষণ থাকেন 'হ্রদ-মাজনা'য়। এখানে আছে একটা মজে যাওয়া হ্রদ। এখানেই নাকি জগন্নাথদেবের মূর্তি তৈরির সেই কাঠ ভেসে এসেছিল। আর আজ সেই 'হ্রদ-মাজনা' নতুনভাবে সেজে উঠছে। প্রায় ১৭ বিশ্বব্যাঙ্কের টাকায় এই হ্রদটিকে যুগোপযোগী করার জন্য মৈতনা গ্রাম পঞ্চায়েত নানাভাবে উদ্যোগ নিয়েছে।

সেই উদ্যোগের কথা বলছিলেন, এই পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তমালতরু দাস মহাপাত্র। তিনি বলছিলেন, 'হ্রদটিকে আধুনিকভাবে সাজানো হচ্ছে। দীঘা থেকে মাত্র আঠার কি.মি দূরে হ্রদটিতে পর্যটকরা বেড়াতে আসতে পারবেন। তাঁদের জন্য আরো নানারকম আকর্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।' একটা বৈচিত্র্য আসবে। ইতিমধ্যে পরিযায়ী পাখি আসা শুরু হয়েছে। এই এলাকাতেই মাটির তলা থেকে পাওয়া গিয়েছে প্রাচীন সূর্য মূর্তি, শ্বেতপাথরের সিংহাসন। হয়তো আরও অনেক কিছু উঠে আসবে মাটির নিচ থেকে। এই হ্রদের প্রাচীনত্ব আকর্ষণ করবে ঐতিহাসিক, পুরাতাত্ত্বিক কিংবা লোকসংস্কৃতি অনুরাগী মানুষদের। অনুমান করা হয়, একসময় এই এলাকাতেই ছিল সমুদ্র। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বহু ব্যবসায়ী এই জলপথে যাতায়াত করতেন। তমালতরু উচ্ছসিত হন শুধু অতীত আর বর্তমানকে ঘিরে নয়। তাঁর চোখ অনেক অনেক দূরে। তিনি বলেন, 'যেভাবে জলের স্তর নেমে যাচ্ছে, এখন থেকে যদি আমরা প্রাকৃতিক জল ধরে রাখার চেষ্টা না করি, তবে ভবিষ্যতে বিপদে পড়তে হবে।' ১৭ একর জমিতে জল থাকবে, বনসৃজন হবে, পর্যটন কেন্দ্র হবে সব মিলিয়ে এই জায়গাটাই বদলে যাবে, এই স্বপ্নে বিভোর তমাল, মাণিক এবং তাঁদের সঙ্গী-সাথীরা। উপপ্রধান বলেন, 'অন্তত আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জলের কষ্ট পাবে না, যদি এটা ঠিকমত পরিচর্যা করা যায়।'

হ্রদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারি, পূর্বমেদিনীপুর জেলার রামনগর থানার মৈতনা গ্রাম পঞ্চায়েতের বালিপুখুরিয়া, ডেমুরিয়া এবং ডেমুরিয়া পাইকবাড়ের মিলনস্থল এই হ্রদ কয়েকদিনের মধ্যে সারা বাংলার দর্শকদের কাছে একটা মনোরম পর্যটন কেন্দ্র হতে চলেছে। চারদিকে জঙ্গল, সুদৃশ্য বালির পাহাড় সবকিছু নজর কাড়বে ভ্রমণ পিপাসু দর্শকের। এরসঙ্গে আছে জগন্নাথের মন্দির। এখানকার অলৌকিক মাহাত্ম্যে আকর্ষিত হবেন বহু দর্শক ভক্ত। বহু দূরদূরান্ত থেকেইতো ভক্তরা আসেন ঠাকুরের কাছে মানৎ পূরণ করতে। শুধু তো মানৎ পূরণ নয়, স্বপ্ন পূরণও হবে ভ্রমণার্থীদের। এই আশাতেই মৈতনা গ্রাম পঞ্চায়েতের মানুষেরা উঠে পড়ে লেগেছেন, যেভাবে হোক মনস্কামনা পূরণ করতেই হবে। মাটি খোড়ার কাজ চলছে পুরো দমে।

হ্রদের পাশেই লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন এক বৃদ্ধ। আলোচনার সব কথা মন দিয়ে শুনছিলেন তিনি। একটু কাছে এগিয়ে এলেন। গলায় কণ্ঠি, রোগাটে ক্ষয়ে যাওয়া শরীরের মানুষটা বললেন, 'তমাল বাবু, আমার চোখটা ডাক্তারকে দেখিয়ে সারিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। মরার আগে একবার জগন্নাথকে দেখে যাব। ওঁর জন্যই তো গ্রামে এত উন্নতি।' সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। আলোর ছটা এসে পড়েছে 'হ্রদ-মাজনা'য়।

ছবি: পুলককুমার বড় পণ্ডা

যান গুন্ডিচা বাড়ি, মাসির বাড়ি। স্থানীয় মানুষ বলেন, গুনচাবাড়ি।

ঠাকুর 'দেবলা' থেকে একর হ্রদকে নতুনভাবে সংস্কারের কাজ করছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জল সম্পদ উন্নয়ন দফতর।

মাঙ্গলিকী

শুভ প্রত্যাশার উজ্জ্বল সন্ধ্যা

শুভ প্রত্যাশা সাহিত্য পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রকাশ অনুষ্ঠানে যোগাদন করেন ১২ জন কবি সাহিত্যিক। সকলকে আসরে স্বাগত জানালেন পত্রিকার সম্পাদক, কবি বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার। সঞ্চালনায় এলেন অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, শুভ প্রত্যাশার কলেবর বড় নয়, কিন্তু সাহিত্যরসে টইটম্বুর। সে কবিতাই হোক, অথবা অণুগল্প। অথবা অন্যকোনও কাহিনী।

অনুষ্ঠানের গোড়ায় রীতি মেনে উদ্বোধনী সঙ্গীত। সঙ্গীত পরিবেশন করলেন কবি, অভিনেতা, সঙ্গীত শিল্পী শান্তনু মিত্র। 'আমি চিনি গো চিনি' রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে আসরকে উঁচু তানে বেঁধে দিলেন। মোহিনী যেন 'সঙ্গত' করলে শায়েরী শুনিয়ে। সুজিত দেবনাথ শোনালেন স্বরচিত কবিতা ও ছড়া (শ্রী দেবনাথ দিনে দিনে ছড়ায় উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছেন)। শেফালি সরকার শোনালেন স্বরচিত বর্ষার কবিতা (বিপ্লব বিশ্বাস, শান্তনু মিত্র, প্রদীপ গুপ্ত শুনিয়েছেন অনবদ্য স্বরচিত কবিতা।বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার আর একবার সবার মন ছুঁলেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা (এই কবিতাটি তাঁর 'সিপনেচার পিস'), কলোনীর একাল, সেকাল নিয়ে লেখা 'অসাধারণ কবিতাটি শুনিয়ে। সীমা গুপ্ত শুনিয়েছেন ইতিহাস ছোঁয়া সুন্দর কবিতা। শুভ প্রত্যাশার প্রকাশিত জাদু সম্রাটকে নিয়ে লেখা তাঁর মনোগ্রাহী কাহিনীটি পাঠ করলেন সতীপ্রসাদ সরকার (দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করলেন রবীন্দ্রনাথের 'চিনি গো চিনি' গানটি নিয়ে। নারীকে শাশ্বত শ্রদ্ধা জানিয়ে শুনিয়েছেন স্বরচিত অসাধারণ কবিতা। সুজিত দেবনাথ আরও শুনিয়েছেন স্বরচিত, স্বসুরাপিত গান। তবে গানটির সুরের প্রথম ভাগে অতি পরিচিত গণসঙ্গীতের সুরের প্রভাব আছে। মান্না দের বিখ্যাত গান, 'কে তুমি' শুনিয়ে আসর আরও মজিয়েছেন শান্তনু মিত্র। সঞ্চালক শুনিয়েছেন স্বরচিত কবিতা 'খুঁজে পেলাম' (যুগ সাগ্নিকে প্রকাশিত)। আর ম্যাজিক দেখিয়েছেন জাদু প্রেমী কবি বুদ্ধদেব নাথ মজুমদার। আর আসরের আড়ালে থেকে চা-জলপানে আন্তরিক আপ্যায়নের আসল জাদু দেখিয়েছেন শুভ প্রত্যাশার সহ সম্পাদিকা শ্রীমতী সোনালি নাথ মজুমদার— আসর হল 'পূর্ণ'...

বজবজ থানা সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে রোড রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজবজ : দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা পুলিশের উদ্যোগে বজবজ থানা ও বজবজ থানা সমন্বয় কমিটির সহযোগিতায় থানা ভিত্তিক ৫ কি.মি রোড রেস হয়। বজবজ পুরসভা থেকে কলিপুর স্কুল পর্যন্ত রোড রেসে ১২০ জন পুরুষ ও মহিলা প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে, কলিপুর স্কুলে প্রতিযোগিতা শেষ হতেই পুরস্কার দেওয়া হয়। যারা পুরস্কার পেয়েছেন, সেখ সওনায়াজ, সেখ জাহির, দীপ বড়াল, দ্বিতীয় বিভাগে সেরিনা খার্তুন, সম্প্রিতি মণ্ডল, আসমিরা খাতুন, তৃতীয় বিভাগে গোপাল হালদার, রাকেশ রায়, সঞ্জিৎ বিশ্বাস বিশেষ কৃতিত্বের জন্য জবা কয়াল, ফয়েজ আহমেদ।

অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ডি এস পি অজয় মুখোপাধ্যায় (ইন্ডাস্ট্রী) বজবজ থানার আই সি শান্তনু বসু, সমন্বয় কমিটির কমলেও সিং, কোচিন সাঁফুই, জেলা পরিষদ সদস্য বিকাশ বাগ, সেখ সামাদ, উমাপদ নায়েক সহ আরো অনেকে।

রোটারি ক্লাবের বসন্ত উৎসব

মলয় সুর

বসন্ত উৎসবে নানারঙে এক মেলবন্ধন ঘটল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ভদ্রেশ্বর শ্যামনগর নর্থ জুট মিলের রিক্রিয়েশন ক্লাবের অডিটোরিয়ামে। রোটারি ক্লাব অফ চন্দননগর আয়োজিত এক বর্ণময় নৃত্যানুষ্ঠান ও গানের মাধ্যমে হোলিখেলা পরিবেশন করে আরাধনা ডান্সাস্ট্রুপ সহযোগী সংস্থা ছোট ও বড়দের নাচ, গান এই সুন্দর প্রয়াস মন ভালো করে দেয়। নৃত্য কোরিওগ্রাফি ও নির্দেশনায় ছিলেন অম্বরিশ ভট্টাচার্য। এদিনের অনুষ্ঠানে কলকাতার প্রাক্তন শেরিফ ও বিশিষ্ট সাংবাদিক উৎপল চ্যাটার্জীকে পুষ্পস্তবক ও মানপত্র দিয়ে সংবর্ধনা দেন রোটারি ক্লাবের প্রেসিডেন্ট বিদ্যাসাগর গুপ্ত। ১৯৮৫ সালে বর্ষসেরা জার্নালিস্ট হিসাবে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পুরস্কার পান। তিনি অমৃতবাজার পত্রিকা ইন্ডিপেন্ডেন্ট। টাইমস অফ ইন্ডিয়া পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রোটারি ক্লাবের প্রতিটি সদস্য আন্তরিক ছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রোটারির প্রেসিডেন্ট বিদ্যাসাগর গুপ্ত। সেক্রেটারী বিপলেন্দু তালুকদার, কোষাধ্যক্ষ কাজল সরকার অনুপ সুর, সুদর্শন মুখার্জী, ডাঃ সমীর দত্ত। সমগ্র অনুষ্ঠানটি দক্ষতার সঙ্গে সঞ্চালনা করেন বিশিষ্ট অর্থপেডিক ডাক্তার অলোক রায় চৌধুরী এহেন প্রয়াস শান্তিনিকেতনের পরিবেশকে গঙ্গার ধারে অঙ্গনে এনে সেদিনের অনুষ্ঠান মঞ্চের সজ্জাতে তাঁর ভাব সুস্পষ্ট।

অনুষ্ঠিত হল ধূমকেতু পাপেট থিয়েটার উৎসব

ইন্দ্রজিৎ আইচ

গত ২১ মার্চ ছিল বিশ্ব পুতুল নাটক দিবস। এই বিশ্ব পুতুল নাটক দিবস উপলক্ষ্যে ধূমকেতু পাপেট প্রতি বছরের মতো এ বছরও দুদিনের পাপেট উৎসবের আয়োজন করেছিল মৌলালী যুব কেন্দ্রে ও বারাসত প্রজ্ঞালয় ভবনে।

প্রথম দিন মৌলালী যুব কেন্দ্রে অংশ নেয় মেদিনীপুরের দস্তানা পুতুল নাচ, দক্ষিণ ২৪ পরগনার জঙ্গের পুতুল নাচ এবং সুতোর পুতুল নাচ। ধূমকেতু পাপেট থিয়েটার পরিবেশন করে 'নেশার ভূত'। মানুষ যেন কখনই ধুমপান, পান জর্দা খৈনি এসব না খায়, এতে মৃত্যু হতে পারে। জনসচেতনতা মূলক এই নাটকে অংশ নেয় বিপ্লব সরকার, তীর্থঙ্কর রায়, সুস্মিতা ভৌমিক,ঝিনুকরায়, সুজয় ফুলিয়া, সমীর ঘোষ, নিখিলেশ সরকার, সুব্রত মন্ডল, ইন্দ্রনীল দাস, চিরঞ্জিৎ দাস, সৌম্যজিৎ দাস এবং দিলীপ মন্ডল, নাটক ও নির্দেশনা দিলীপ মন্ডল। মুখোশ ও পুতুল নিয়ে 'নেশার ভূত' নাটকটি দর্শকদের সকলের নজর কাড়ে।

দ্বিতীয় দিন বারাসত প্রজ্ঞালয় ভবনে পুতুল নাচ, পুতুল নাটক ও পুতুলের কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এখানে যেমন ছিল আধুনিক পুতুলের অনুষ্ঠান, তেমনি ছিল ঐতিহ্যবাহী পুতুল নাচ। ভারত সরকার সংস্কৃতি মন্ত্রনালয়ের সহায়তায় ধূমকেতু পাপেটের সমগ্র অনুষ্ঠানটি এক কথায় অনবদ্য হয়ে উঠেছিল।

সঙ্গীত-সংস্কৃতি পরিষদের সমাবর্তন

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতি বছরের মতো এ বছরও সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদ ৩৮তম সমাবর্তন উৎসবের আয়োজন করেছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হাউজের সেন্টেনারি হলে। সম্প্রতি এক সন্ধ্যায় এক হাজার বাইশ জনের হাতে সার্টিফিকেট, স্মারক তুলে দেন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গ।

এই সমাবর্তন উৎসবের প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সব্যসাচী বসুরায় চৌধুরী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার বাসব চৌধুরী, পন্ডিত মনিলাল নাগ, বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী থাঙ্কমণি কুট্টি। সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় সঙ্গীত শিল্পী অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয় বিসাই, বিজন কুমার গাঙ্গুলি, সুখেন্দু গুপ্ত ও তুষার সেনগুপ্তকে।

নাচ-গান-আঁকার জন্য কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে সার্টিফিকেট উপহার তুলে দেন ডঃ অমিতা দত্ত, সঙ্গীতশিল্পী অমর পাল, সংস্থার সম্পাদক কাজল সেনগুপ্ত, পন্ডিত সমর সাহা, নাট্যকার চন্দন সেন, পন্ডিত মনিলাল নাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ উপাচার্য ধ্রুবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, অভিনেত্রী মিতা চট্টোপাধ্যায়। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী ও পরিষদ সম্পাদক কাজল সেনগুপ্ত। সঞ্চালনায় ছিলেন দেবাশিস বসু। সমগ্র অনুষ্ঠানটি আলাদা মাত্রা পায়।

ডঃ সমরেন্দ্রনাথ বর্দ্ধনের স্মরণসভা

ডঃ সমরেন্দ্রনাথ বর্দ্ধন স্মৃতিরক্ষা সমিতি, শব্দের ঝঙ্কার (হাওড়া), জনসমুদ্র (কলকাতা), শিল্পমন (পূর্ব মেদিনীপুর), পদার্পণ (পুরুলিয়া)। ২০ এপ্রিল, ২০১৫ সোমবার পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমীর জীবনানন্দ সভাগৃহে বিকেল ৫টা থেকে রাত্রি ৯টা, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাহিত্যিক অধ্যাপক ডঃ সমরেন্দ্রনাথ বর্দ্ধনের স্মরণ সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। এই দিন ডাঃ রূপালী বিশ্বাসের প্রথম উপন্যাস 'পুরানো সাঁঝের তারা' এবং তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা 'মন ক্যামেরা' আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হবে।

বিশ্বনাট্য দিবসে ...

গত ২৬ মার্চ বিশ্বনাট্য দিবসে কলকাতার রাজপথে বুদ্ধিজীবী ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের পদযাত্রা। কলকাতার ১২টি নাট্য সংস্থা ছাড়াও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরাও উপস্থিত ছিলেন এই পদযাত্রায়। অধিকাংশ বাম নাট্য কর্মী রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন এই পদযাত্রায়। তাদের আহ্বান ছিল 'বল উন্নত মম শির' ও 'জীর্ণ পুরাতন যাক ভেসে যাক'। বিশিষ্ট বাম নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী অঞ্জন বেরা ছাড়াও নাট্য জগতের অনেক নবীন ও প্রবীণ শিল্পী এই পদযাত্রায় ছিলেন এলগিন রোড থেকে হাজরা মোড় পর্যন্ত এই যাত্রা পথে অনেক পথনাটিকাও প্রদর্শিত হয়।

ছবি ও সংবাদ : আজাদ বাউল

ওঁ

ব্রহ্মোতি, পরমাত্মেতি, ভগবানেতিঃ

অনাদি কাল থেকে যোগী মুনি, ঋষি, ধর্ম প্রচারকগণ ভগবান সাকার না নিরাকার তা নিয়ে নানান বিতর্ক করেছেন। কেউ বলেন সাকার, কেউ বলেন নিরাকার। আজও এই বিষয়ে বিতর্ক চলছে। কিন্তু এই বিতর্ক থাকার কথা নয়। বৈদিক সিদ্ধান্তগুলি পর্যালোচনা করলে এর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। সেগুলি নিয়ে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করছেন—ডাঃ সুবোধ চৌধুরী

শাস্ত্রে বলা হয় জলই ব্রহ্ম ভগবান গীতায় বলেছেন—

রসোহহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশি সূর্যয়োঃ

হে কুন্তি পুত্র অর্জুন— আমি জলের রস ও চন্দ্র সূর্যের প্রভা—ভগবান বললেন তিনি জলের মধ্যে রস। আবার দেখুন জলের তিনটি রূপ—বাষ্পাকারে তার কোন রূপ নাই— তাকে দেখতে পাওয়া যায় না, কিন্তু তরলাকারে তাকে দেখতে পাওয়া যায় ও তাকে যে পাত্রে রাখা যায় তার সেই রূপ পাওয়া যায়। আবার সেই জলকে যখন ফ্রিজের মধ্যে রেখে, কঠিন আকারে তাকে আপনি যে কোনও মূত্তিতে রাখতে বা তৈরি করতে পারেন। যেমন অমরনাথের শিবলিঙ্গ একটা নির্দিষ্ট আকারে তাকে পাওয়া যায়। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ সেই বরফে শিব লিঙ্গ দর্শন করে পরম আনন্দ, তৃপ্তি ও মানসিক সুখ শান্তি পেয়ে থাকে। পরিস্থিতির পরিবর্তনে নিরাকার বস্তুও সাকার হয়।

আসলে আমাদের জ্ঞানের স্তর, জ্ঞানের প্রকার ভেদের জন্য ভগবান সম্পর্কে নিরাকার বা সাকার ভাবনা। অধ্যত্ম জ্ঞানের তিনটি স্তর আছে। বৈদিক শাস্ত্র থেকে জানতে পারি ব্রহ্মোতি, পরমাত্মেতি, ভগবানেতি— ব্রহ্ম— পরমাত্মা— ভগবান। এগুলি হল জ্ঞানের স্তর। আমাদের শিক্ষক মশাইরা যখন পাঠদান করেন তখন ছাত্র যতটা নিতে পারে ততটাই শেখান তার বেশি শেখান না— কারণ গ্রহণ করার মত বুদ্ধি বয়স ও শিক্ষার স্তর বিবেচনা করেই তাকে শিক্ষা দেওয়া হয়। আপনি যখন দিনের বেলায় ঘরের মধ্যে চার দেওয়ালের মধ্যে বসে থাকেন তখন ঘরটা আলোকিত থাকে কিন্তু আপনার শরীরে কোন সূর্যরশ্মি পড়ছে না তবুও আপনি সূর্যের অবস্থানের জন্য ঘরটি আলোকিত আছে বুঝতে পারছেন। এই হল ব্রহ্মঅনুভূতি—ব্রহ্মোতি— শুধু সূর্য আছে আলোর মাধ্যমে তার অনুভূতি এই হল অধ্যাত্ম জ্ঞানের প্রথম স্তর। এর পরে যখন আপনি ঘরে বাইরে গিয়ে সূর্যের আলোকের মধ্যে অবস্থান করলেন, তখন সূর্যরশ্মি আপনার শরীরে পড়লো তার একটা আলাদা অনুভূতি এখানে আপনি আলো ও তাপ দুটি অনুভূতি গ্রহণ করছেন— সূর্য সম্বন্ধে আরও একটু উচ্চ ধারণা তৈরি হল— তার আলোর মাধ্যমে তার অনুভূতি— আর তাপের মাধ্যমে তার নিরাকার অবস্থিতি—এই টুকু বুঝতে পারা যায়। এই হল দ্বিতীয় ধাপ।

অধ্যাত্মজ্ঞানের তৃতীয় ধাপ—যদি আপনি সূর্যগোলকের মধ্যে প্রবেশ করলেন তখন তার নির্দিষ্ট রূপ দেখতে পাবেন— ঘরের ভিতরে সূর্যের আলোর নিরাকার— ব্রহ্মোতি, নিরাকার ব্রহ্ম আলোর অনুভূতি ঘরের বাইরে সেটা হল পরমাত্মেতি আলোর ও তাপের অনুভূতি— সূর্যোগোলকের দিকে যখন প্রবেশ করলেন তখন তার রূপের অনুভূতি ভগবানেতি তখন তার রূপ, আলো, তাপ ও আরও অনেকগুণের সন্ধান পাবেন।

তাই জ্ঞানের স্তর ভেদে ভগবানকে নিরাকার ও সাকার নিয়ে তর্ক চলতে থাকে। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ তার ভক্ত ও সখা অর্জুনকে মানবজীবনের চরম ও পরম জ্ঞান দান করেছিলেন, যা মানব সমাজে অনাদি কাল থেকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। আপনি মানেন বা না মানেন, আপনি বিশ্বাস করেন বা না করেন, পৃথিবীর যোগী, মুনি ঋষি তপস্বী বিজ্ঞানীরা সবাই স্বীকার করেছেন এই বিশ্বসংসারের পরম ও চরম নিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণ।

যিনি রথের উপর বসে সাকার রূপ গ্রহণ করে কুন্তি পুত্র অর্জুনকে জ্ঞান দান করছেন— তবুও কেউ কেউ তাকে নিরাকার বলে মনে করেন— এটা অজ্ঞানতা। সূর্যকে মেঘে ঢাকা দিলে সূর্য নেই বলা যায় না— ঠিক তেমনি ভগবানকে নিরাকার বলা মানে মনের মধ্যে অজ্ঞানতার মেঘ আছে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ উবাচ বলেননি, ভগবান উবাচ বলেছেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যে ভগবান সেটা বোঝা যায়।

আবার দেখুন আমরা সবাই বলি ও সর্ব ধর্মের এটা স্বীকৃত মতবাদ যে ভগবান সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ— যদি এই তত্ত্বকে আমরা স্বীকার করি যে, ভগবান সর্বশক্তিমান তাহলে তিনি নিজের কোনও রূপ গ্রহণ করতে পারবেন না এটা তার শক্তিকে খর্ব করা হয়। তাকে সর্বশক্তিমান বলা যায় না—তাই নিরাকার তত্ত্ব Self Contradictory.

সনাতন ধর্মাবলম্বীরা জানেন যুগে যুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার ভক্তদের উদ্ধার করার জন্য বিভিন্ন রূপ নিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ দশ অবতার ধারণ করেছেন। কার্য ও কারণের জন্য তিনি নানান রূপ ধরেন, নানা সময়েও নানা কর্মের উদ্দেশ্যে।

মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, রাম, পরশুরাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি। কাজের প্রয়োজনে তিনি কখনও জীব-জন্তুর রূপও ধরেছেন আবার কখনও মানুষের রূপ ধরেছেন আবার কখনও মানুষ ও পশুর যুগলরূপ ধরেছেন। এটাই তিনি যে সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। প্রহ্লাদ মহারাজের গল্প বললে তার সেই প্রমান পাওয়া যাবে।

কাশ্যপ মুনির পুত্র হিরণ্যকশিপু তিনি বহুবছর তপস্যা করেছিলেন অমরত্ব লাভ করার জন্য তিনি ব্রহ্মার পদ পেয়ে ভগবানের সমস্ত নিয়ম কানুন ওলট পালট করবার মানসে বহুকাল ব্রহ্মার তপস্যা করেছিলেন। ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বর প্রার্থনা করতে বললে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশ্যিপু ব্রহ্মার কাছে অমরত্ব প্রার্থনা করলেন। সৃষ্টি কর্তা ব্রহ্মাজী তাকে বললে জড় জগতে সমস্ত সৃষ্টি বিনাশশীল ও মরণ শীল। এমনকি আমারও একসময় মৃত্যু আছে সুতরাং ওই বর ছাড়া অন্য বর প্রার্থনা কর।

হিরণ্যকশিপু গভীরভাবে চিন্তা করে অমরত্ব কথাটি বাদ দিয়ে ছলে বলে অমরত্ব চেয়ে নেবেন ঠিক করলেন এবং একটার পর একটা বর চাইলেন—

১) আমাকে এই বর দিন যাতে আপনার সৃষ্টির মধ্যে কোনও প্রাণী আমাকে মারতে না পারে। ব্রহ্মাজী— তথাস্তু।

২) লোকে পথে ঘাটে নানান জায়গায় মারা যায়, তাই দৈত্যরাজ বর চাইলেন— ঘরের ভিতরে বা বাইরে আমার মৃত্যু হবে না। ব্রহ্মাজী—তথাস্তু।

৩) লোকে হয় দিনে মরে নয় রাত্রে মরে তাহলে, তাহলে আমাকে বর দিন আমি দিনেও মরবো না, রাত্রেও মরব না। ব্রহ্মাজী—তথাস্তু।

৪) জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে কোথাও আমার মৃত্যু হবে না। ব্রহ্মাজী— তথাস্তু।

৫) দেবতা, দৈত্য, পশু, পাখি মানুষ কেউ আমাকে মারতে পারবে না— ব্রহ্মাজী তথাস্তু।

৬) কোন অস্ত্র আমাকে আঘাত করতে পারবে না। ব্রহ্মাজী—তথাস্তু।

তোমার সৃষ্ট কোনও প্রাণী, অপ্রাণী আমাকে মারতে পারবে না। তথাস্তু।

৭) কোন রোগ ব্যধি বা জরাগ্রস্ত হয়ে মরবো না। তথাস্তু।

৮) কোন যুদ্ধে আমি পরাজিত হব না ও আমাকে মারতে পারবে না। ব্রহ্মাজী—তথাস্তু।

৯) উর্ধলোক বা অধোলোক বা মহাসর্প আমাকে বধ করতে পারবে না। তথাস্তু

১০) আমার তপস্যা ও যোগসিদ্ধি কখনও বিনষ্ট হবে না। এভাবে হিরণ্যকশিপু নিজে অমরত্ব লাভের চেষ্টা করেও শেষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নরসিংহ রূপ গ্রহণ করে ব্রহ্মাজীর সমস্ত বরকে যথাযথ সম্মান দিয়ে সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নর সিংহ রূপ ধারণ করে ভক্তরাজ প্রহ্লাদকে রক্ষা করেছিলেন ও হিরণ্যকশিপুকে বধ করেছিলেন। তাই ভগবান অজ্ঞানীর কাজে নিরাকার, জ্ঞানী ভক্তের কাছে তিনি সাকার

ওঁ ব্রহ্মোতি, পরমাত্মেতি, ভগবানেতি।

অধ্যাত্ম জ্ঞানের প্রাথমিক স্তরে আদি শঙ্করাচার্য ভগবানের নিরাকার উপাসনা করেছিলেন। তিনি তার নিরাঞ্জনাষ্টকম স্তোত্রে বলছেন—

অধো ন উর্ধ্বং ন শিবো ন শক্তি
পুমান্ন নারী ন চ, লিঙ্গমূর্তি।
ন ব্রহ্মা ন বিষ্ণুর্নচ দেবরুদ্র
স্তস্মৈ ব্রহ্ম নিরঞ্জনায়।

যিনি পাতালাদি সপ্ত লোক নহেন, সত্য লোকও নহেন, তিনি শিব নহেন, শক্তি নহেন, পুরুষ নহেন, নারী নহেন, কোন লিঙ্গ মূর্তি নহেন, তিনি সাকার মূর্তি নহেন, ব্রহ্মা নহেন, বিষ্ণু নহেন, মহাদেব নহেন, এই সর্বতীত নিরাকার ব্রহ্মাকে প্রণাম করি। এটা ছিল শঙ্করাচার্যের জ্ঞানের প্রাথমিক অনুভূতি। কিন্তু এই শঙ্করাচার্য জীবনের অন্তিম লগ্নে তার স্তোত্র করে বললেন

গেয়ং গীতা নাম সহস্র
ধেয়ং শ্রীপতি রূপমজশ্রম।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন রূপের ধ্যানের কথা বললেন। তাই জ্ঞানের স্তর ভেদে ভগবান নিরাকার আর জ্ঞান যখন গভীর ও গাঢ় তখন সেই নিরাকার ভগবান সাকার হয়ে যায়— সকল জ্ঞানীর কাছে তাই হয়েছিল—তিনি আরও বলেছিলেন

একো দেবো দেবকী পুত্র এব— একটা দেবতা তিনি দেবকী পুত্র শ্রীকৃষ্ণ।

ব্রহ্মোতি পরমাত্মেতি ভগবানেতি।

ফাইনালে কিউইদের সামনে অস্ট্রেলিয়া

বাই বাই বিশ্বকাপ

কমল নস্কর

শেষ পর্যন্ত অজিদের কাছেই মুখ থুবড়ে পড়ল ভারতের অশ্বমেধের ঘোড়া। গ্রুপ ম্যাচের ছটি গেম-সহ টানা সাতটি খেলায় জয়ের পর ব্যাগি গ্রিন জার্সিধারী অস্ট্রেলিয়ার

কাছে হার মেনে সেমিফাইনাল থেকেই বিদায় নিল টিম ইন্ডিয়া। ফাইনালে দুই আয়োজক দেশ অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড মুখোমুখি হতে চলেছে আগামী রবিবার। উল্লেখ্য গতবার ভারতের বিশ্বকাপ জয় কিন্তু অপর উদ্যোক্তা দেশ শ্রীলঙ্কাকে হারিয়েই। এখন দেখার ফাইনালে চারবারের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে প্রথমবার বিশ্বজয়ের স্বাদ পেতে পারে কিনা ব্রেন্ডন ম্যাকালামের দল।

এই বিশ্বকাপে কোয়ার্টার ফাইনালের খেলাগুলি ছিল রীতিমতো একপেশে। বাংলাদেশকে ভারতের হারানো বা অস্ট্রেলিয়ার কাছে শ্রীলঙ্কার হার কিংবা নিউজিল্যান্ডের কাছে ক্যারিবিয়ানদের হার সবেতেই ছিল চরম একতরফা আক্রমণের গল্প। কেবলমাত্র দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে কম রানের পুঁজি নিয়েও খানিকটা মুখ তুলে দাঁড়াতে চেয়েছিল পাকিস্তান। সেই ছবিটাই আমূল বদলে যায় দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে নিউজিল্যান্ডের প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচে। বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রায় ৩০০ রানের টার্গেটও অবিচল দক্ষতায় তুলে দেয় নিউজিল্যান্ড। যদিও অধিনায়ক ম্যাকালামের প্রাথমিক ঝোড়ো ইনিংস সত্ত্বেও চাপে পড়ে গিয়েছিল কালো জার্সিধারীরা। সেখান থেকে তাদের উদ্ধার করে দক্ষিণ আফ্রিকাজাত ইলিয়ট। মাথা ঠান্ডা রেখে শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থেকে দলকে প্রথমবারের জন্য ফাইনালের চৌকাঠে পৌঁছে দেন তিনি। ইলিয়টের এই লড়াইটাই এদিন দারুণভাবে অনুভূত করল টিম ইন্ডিয়া। বস্তুত অধিনায়ক ধোনি যখন মরণ কামড় দিয়ে জ্বলে উঠে শেষ চেষ্টা করছিলেন তার পাশে সঙ্গত করার জন্য কেউ ছিল না।

আর প্রথম সেমিফাইনাল যতটাই উত্তেজক হয়ে উঠেছিল এই খেলা হয়ে দাঁড়াল ততটাই নিষ্প্রভ। সৌজন্যে ভারতীয় স্টার ব্যাটসম্যানদের চরম অপদার্থতা এবং অপেশাদারিত্ব। লম্বা রানের টার্গেট সত্ত্বেও যেভাবে শিখর-রোহিত জুটি শুরুটা করেছিল তাতে মনে হচ্ছিল ভালো কিছু করার ব্যাপারে এই দল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু আসল সময় কার্যত নিজের উইকেট ছুঁড়ে দিলেন শিখর ফোকাস থেকে অনেক যোজন দূরে ছিটকে গিয়েছেন তিনি। এদিন যে শটে নিজের উইকেট ছুঁড়ে দিলেন তা রঞ্জি ম্যাচের নিরিখেও দলের সেরা ব্যাটসম্যান কখনও করবে না। এর পর রোহিত শর্মা এবং সুরেশ রায়নাও বাজে শট খেলে আউট হলেন। দলের প্রথম পাঁচ ব্যাটসম্যানের এই জঘন্য পারফরমেন্সের পর পুরো চাপ গিয়ে পড়ে অধিনায়ক ধোনির পর। 'ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল' মাথায় খেলে কার্যত এই বিশাল রানকে অতিক্রম করা সম্ভব ছিল না। তাও প্রথমদিকে চালিয়ে না খেলে একটু যেন গুটিয়েই গেলেন মাহি। অবশ্য অপর দিকে কেউ সাহায্য না করায় ধোনির পক্ষে ঝুঁকি নেওয়াও ছিল ভীষণ কঠিন।

এখানে সমালোচকদের হাত থেকে রেহাই মিলছে না ভারত অধিনায়কের। তাঁদের অধিকাংশের বক্তব্য, পর পর দুই উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যাওয়া দলের হয়ে চার নম্বরে উঠে আসা উচিত ছিল ধোনির। তিনি যে চাপ সামলাতে পারতেন তা সম্ভব হয়নি অজিঙ্কে রাহানের পক্ষে। ধোনি সেই এক নম্বর গেম প্ল্যান আঁকড়ে বসে থাকলেন। পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত পালটালেন না। এর বিরুদ্ধ মতও অবশ্য রয়েছে। তাদের মতে এর আগে তো এই গেম প্ল্যানেই সাতে-সাত করেছে টিম ইন্ডিয়া। যদিও হারের ধাক্কায় সেই মত আপাতত ধামাচাপা পড়ে গিয়েছে। বরং সবার মুখেই এক কথা যে দেশে ক্রিকেট হল ধর্ম পালনের মতো সেখানে এই হারের কোনও অজুহাত নেই।

ব্যাগি গ্রিন জার্সির অজিরা এদিন প্রথম থেকেই তেতে ছিল ভারতের বিরুদ্ধে। উমেশ যাদবের করা শর্ট পিচ বলে ১৫ রানের মধ্যে উইকেট হারালেও ম্যাচ অস্ট্রেলিয়ার কবজায় ছিনিয়ে নেন স্টিভেন স্মিথ। ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজে যে ফর্মে বোলারদের নিধনযজ্ঞ চালিয়েছিলেন এদিন ফের তার আঁচ টের পেল সামি-অশ্বিন-যাদব-জাদেজারা। চার উইকেট হাসিল করলেও বেজায় মার খেলেন উমেশ যাদব। তথৈবচ অবস্থা ছিল মহম্মদ সামি-জাদেজাদের। কিছুটা ভালো বল করলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। তাতে রোখা যায়নি স্মিথের তাণ্ডব। ৩৫ ওভারের পর একসময় হঠাৎ করে ম্যাচে ফিরে এসেছিল ভারত। কিন্তু মিচেল জনসন ব্যাট হাতে অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠায় ৩২৮ রানের পাহাড় প্রমাণ ইনিংস গড়ে তোলে অস্ট্রেলিয়া।

এমনিতে গ্রুপ লিগের খেলায় অস্ট্রেলিয়া বনাম নিউজিল্যান্ডের খেলাটি ছিল চরম উত্তেজনাপূর্ণ। কম স্কোরিংয়ের সেই ম্যাচে অজিদের অল্প রানে বেঁধে রেখেও জিততে কালঘাম ছুটে গিয়েছিল কিউইদের। সেই ম্যাচেই নিজের দক্ষতার পূর্ন সদ্ব্যবহার করেছিল অস্ট্রেলিয় বোলিংয়ের নয়া স্টার মিচেল স্টার্ক। ল্য অফ অ্যাভারেজ কথাটি মিলে গেলে ফাইনালে জেতার কথা অস্ট্রেলিয়ার। কিন্তু ক্রিকেটীয় আবেগ চাইছে নিউজিল্যান্ডকে জয়ী দেখতে।

নোদাখালী থানার ক্রীড়ানুষ্ঠান সকলের নজর কাড়ল

কুনাল মালিক

গত ১৫ মার্চ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পুলিশের উদ্যোগে নোদাখালী থানা সমন্বয় কমিটির ব্যবস্থাপনায় ওই থানা এলাকা ভিত্তিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। মুচিশা হরিদাস কৃষি শিল্প বিদ্যাপীঠের মাঠে সকালে উপস্থিত ছিলেন সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লা, প্রখ্যাত অ্যাথলিট রহমতুল্লা মোল্লা, জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, সমিতির সভাপতি স্বপন রায়, ডি এস পি চন্দন ব্যানার্জী প্রমুখ। মন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লা বলেন, এই প্রথম রাজ্য সরকার প্রতিটি থানাকে ক্রীড়ানুষ্ঠান আয়োজন করার আর্থিক বরাদ্দ দিয়েছে। পুলিশের সঙ্গে জনসাধারণের জনসংযোগ আরো ভাল হবে।

দুপুরে উপস্থিত হন জেলার পুলিশ সুপার প্রবীণ ত্রিপাঠী। তাঁকে পুলিশ ব্যাণ্ড সহযোগে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। তিনি সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার ও মানপত্র তুলে দেন। নোদাখালী থানার আই সি শান্তিনাথ পাঁজা ইতিমধ্যেই নানা সমাজসেবামূলক অনুষ্ঠান করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ক্রীড়ানুষ্ঠানের বর্ণময় সুষ্ঠ আয়োজন করে আরও এক নজির গড়লেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ দফতর থেকে জেলা পুলিশের নির্দেশানুযায়ী এই ক্রীড়ানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। তিনি সকল প্রতিযোগীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তবে ক্রীড়ানুষ্ঠানের লিফলেট, কার্ড কিংবা ব্যানার ফেস্টুন কোথাও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ দফতরের নামোল্লেখ চোখে পড়েনি। বিষয়টি নিয়ে সমন্বয় কমিটির কয়েকজন শীর্ষকর্তা প্রশ্ন তোলেন।

বাবার সম্মান ফেরানোই পাওনা সোমনাথের

মলয় সুর : অসম্ভব সাধনা এবং অধ্যাবসাকে সামনে রেখেই একটির পর একটি সাফল্য অর্জন করেন চন্দননগর সুভাষ পল্লীর সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়। সোমনাথ মূলত বডি বিল্ডিং-র জন্য খ্যাতি অর্জন করেছেন। বডি বিল্ডিংয়ে বেশ উপরের সারিতেই রয়েছে সোমনাথের নাম। গত সাত-আট বছর ধরে বডি বিল্ডিংয়ে সাফল্য পেয়ে আসছেন। ২০০৬ সালে ওড়িশার ভুবনেশ্বরে ৬৫ কেজি বিভাগে সে বাংলার হয়ে একটি স্বর্ণপদক পেয়েছিল এরপর ২০০৭-এ কলকাতার রবীন্দ্রসদনে ৬৫ কেজি বিভাগে চ্যাম্পিয়ন খেতাব অর্জন করেন। তবে ২০০৯ সালে হঠাৎই অঘটন ঘটে তাঁর বাবা ব্যায়াম জগতের স্রষ্টা শম্ভু চট্টোপাধ্যায় মারা যান। তিনি সাউথ ইস্টার্ন রেলের গার্ডেনরিচ অফিসে স্ট্যাটিসটিক্যাল অফিসার ছিলেন। একসময়ে শম্ভুবাবুর হাত ধরে প্রচুর ব্যায়ামজগতের উঠতি তরুণ ছেলেরা চাকরি পায়। ১৯৯৭ সালে খড়্গপুর থেকে পাকাপাকিভাবে চন্দননগরে চলে আসেন। সোমনাথ ১৯৯৮ সালে চন্দননগর বিবেকানন্দ ইন্সটিটিউট অফ কালচার ব্যায়াম ক্লাবে প্রবেশ করেন। তার এই ব্যায়াম জগতের

প্রবেশের অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ যোগান সুশান্ত রায়। প্রসঙ্গত, বাবার মৃত্যুর শোকে মূহ্যমান হয়ে যাওয়ার দরুণ বেশ কয়েকবছর বডি বিল্ডিং চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড়ে পিছিয়ে পড়ে। পুনরায় বডি বিল্ডিংয়ে পুনরাবৃত্তি ঘটে আবার জোরকদমে অনুশীলন করেই জাতীয় খেতাব অর্জন করার চেষ্টা করছে। ১৯৯৯-এ চুঁচুড়াতে সারা বাংলা ড্রিস্টিক্ট বডি বিল্ডিং চ্যাম্পিয়ানশিপে পঞ্চম স্থান অর্জন করেন। ইতিমধ্যেই ২০০৯তে সাউথ ইস্টার্ন রেলে রিজার্ভেশন বুকিং ক্লার্কে চাকরি পায়। সেখানে সে আট ঘন্টা রীতিমতো কঠিন হিসাবের মধ্যে ডিউটি করতে হয়। একান্ত সাক্ষাৎকারে সোমনাথ বললেন, রেলের খেলোয়াড়রা প্রধানত প্র্যাকটিসের দরুণ সুযোগ সুবিধা পায়। কিন্তু তাঁকে সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করছেন রেলের কর্মী নির্মল ভুঁইয়া। তাঁর চোখে ভিলেন বনে গিয়েছেন বিশেষ করে নির্মল বাবু। তাঁর দাবি তাঁকে রেলের স্পোর্টসের খেলোয়াড়রা যে সুযোগ পাচ্ছে সে পাচ্ছে না। তাঁর মূল অভিযোগ ইচ্ছা করেই নাকি করছেন। যদিও তাঁর বাবার মৃত্যুর ভেকেনসিতে সে চাকরি পায়। শ্রীরামপুর হোলি হোম স্কুল থেকে মাধ্যমিক পাশ করার পাশাপাশি সে একাধিকবার বডি বিল্ডিংয়ে চ্যাম্পিয়ন হন। মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান সোমনাথ শৈশবকাল থেকেই খেলাধুলাকে সঙ্গী করে নিয়েছিলেন। ব্যায়াম জগৎ ঘিরেই তাঁর প্রেম, তাঁর ভাব ভালবাসা। তাঁরা দুই ভাই এক বোন। ছোট অমরনাথ, বোন মৌমিতা, সোমনাথ মনে করে পুনরায় নতুন উদ্যোমে চিরাচরিত ভাবে বডি বিল্ডিং জগতে নিজের সেরাটা মেলে ধরতে পারবেন।

মনের খেয়াল

লাইন টানার ধাঁধা

দ্বিতীয় ধাঁধা

৩য় ছবিটি দেখে সাদা কাগজে বেশ কয়েকটা ছবি আঁকো। বন্ধুকে ১টা ছবি ও পেন্সিল দিয়ে বল, জোড়ায় জোড়ায় সংখ্যাগুলি লাইন টেনে জুড়তে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে যোগফল হবে ২১, কিন্তু লাইনগুলো নিজেদের মধ্যে কাটাকুটি করবেনা। দেখবে, বন্ধু ১টি কি ২টি লাইন টেনে ২ জোড়া সংখ্যা জুড়তে পারবে, যাদের যোগফল হবে ২১, লাইন ২টিও নিজেদের মধ্যে কাটাকুটি করবে না, কিন্তু এর বেশি আর বন্ধু পারবেনা। তখন তুমি আর ১টা ছবি নিয়ে, এই কাগজে ছাপা ৩য় ছবিটি দেখে জোড়ায় জোড়ায় সংখ্যা লাইন টেনে জুড়ে দিয়ে দেখাও, প্রত্যেক ক্ষেত্রে যোগফল হচ্ছে ২১, অথচ তোমার টানা ৫টা লাইন নিজেদের মধ্যে কাটাকুটি করেনি।

(অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগ্রহ থেকে)

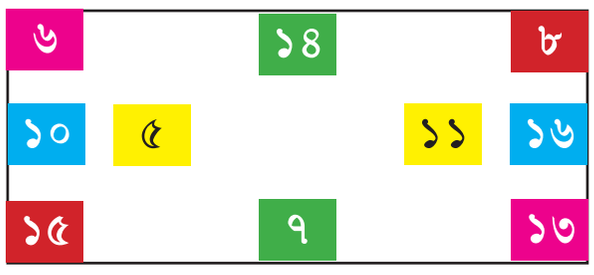

যে দুটি সংখ্যা যোগ হবে সে দুটি পাশাপাশি লিখে (যেমন ৫, ৭) এসএমএস-এর মাধ্যমে উত্তর পাঠাও ৯০৩৮৬৪০০৩০ এই নম্বরে ২ এপ্রিল ২০১৫-এর মধ্যে। ঠিকানা ও বয়স লিখতে ভুলবে না।

গত সংখ্যার উত্তর

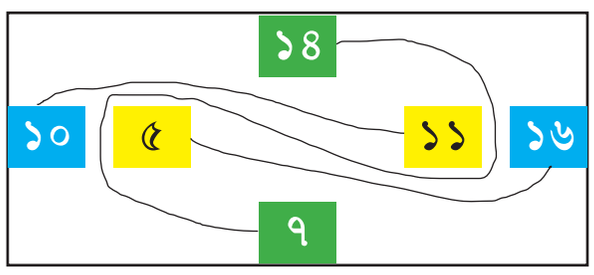

জেনে রেখো জেনে রেখো জেনে

শতবর্ষে কৃষ্ণানন্দ দাশগুপ্ত
জন্ম : ১৯১৪

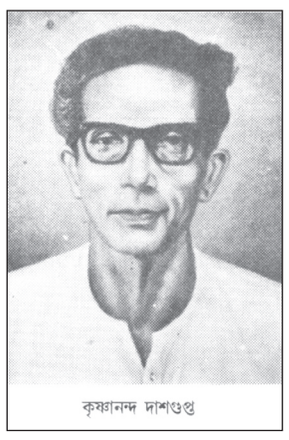
কৃষ্ণানন্দ দাশগুপ্ত

প্রখ্যাতবিপ্লবী সতীন সেনের নেতৃত্বে বরিশাল পটুয়াখালি সত্যাগ্রহে যোগ দেন। এজন্য তাঁকে বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হতে হয়। এরপর বিয়াল্লিশের ভারত ছাড় আন্দোলন পর্যন্ত প্রত্যেকটি জাতীয় ও আঞ্চলিক আন্দোলনে যোগদান করেন এবং দীর্ঘসময় কারাগারে আবদ্ধ থাকেন। জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য হিসেবে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় নানা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে চলে এসে স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন।

শহিদ প্রভাস বল, মৃত্যু : এপ্রিল ১৯৩০

বিপ্লবী শহিদ। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর জালালাবাদ পাহাড়ে ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে নিহত হন।

দেশভক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়
জন্ম : চৈত্র, ১২৮৯ বঙ্গাব্দ

উত্তরবঙ্গের জননেতা। রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্যে রাজশাহী কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হন। বগুড়ায় শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত থেকে 'গণমঙ্গল' নামে সংগঠনের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শিক্ষার সম্প্রসারণে আত্মনিয়োগ করেন। এই সময় তিনি বাঘা যতীনের সংস্পর্শে আসেন ও বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতায় যোগ দেন। 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে তিনি দুবছর কারারুদ্ধ হন।

সুনির্মল সেন, মৃত্যু : চৈত্র, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ

ছাত্রাবস্থায় যুগান্তর দলের সংস্পর্শে আসেন। একটি রেস্তোরাঁ স্থাপন করে বিপ্লবীদের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ রেখে চলেন। 'সরিষাবাড়ি বোমা মামলায়' ধরা পড়ার পর সাত বছরের জন্য কারারুদ্ধ হন। কিন্তু দু বছর পরই তাঁকে পাঠানো হয় কুখ্যাত সেলুলার জেলে দ্বীপান্তরে। আন্দামানে থাকাকালীন চরম নির্যাতিত হন তিনি। শেষে একবছর বর্ধমানে অন্তরীণ থাকার পর ১৯৩৭ মুক্তি পান। আন্দামানে থাকাকালীন মার্কসবাদে দীক্ষিত হন এবং ১৯৩৮ সালে সি পি আই দলে যোগ দেন। ১৯৪১ সাল থেকে কমিউনিস্ট পার্টির ময়মনসিংহের জেলা সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তেভাগা আন্দোলন ও গারো পাহাড়ে বিখ্যাত 'টঙ্ক' আন্দোলনের সংগঠক ছিলেন। দেশভাগের পর কলকাতায় চলে আসেন এবং উদ্বাস্তু কলোনি প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। দক্ষিণ কলকাতার নাকতলা অঞ্চলে অন্যান্যদের সঙ্গে 'নাকতলা হাইস্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্বাস্তু জীবনে শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিমণ্ডল রচনায় নিরলসভাবে কাজ করে যান।

বারীন্দ্রচন্দ্র রায়, মৃত্যু : চৈত্র, ১৩৮৬

জন্ম ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানার অন্তর্গত গোবিন্দপুর গ্রামে। ছাত্রাবস্থায় বিপ্লবী অনিলচন্দ্র রায়ের সংস্পর্শে আসেন এবং 'শ্রীসংঘ' বিপ্লবী দলে যোগ দেন। নিজের গ্রাম ও ঢাকা শহরের একাধিক ব্যায়ামাগার ও লাইব্রেরীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ঐসব প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কিশোর-যুবকদের বিপ্লবের পথে নিয়ে আসতেন। ১৯৩০ সালে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে পুলিশ তাঁকে বন্দী করে। পরবর্তীকালে নানা জেল ও বন্দীশিবিরে প্রায় ৮ বছর বন্দী থাকেন। শেষজীবনে 'মহাজাতি সদনে' দেখাশোনার ভার নেন এবং এখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ঈশানী মুখার্জী, অ্যাপিজয় জয় স্কুল, সল্টলেক, কলকাতা ৬৪

Owner: Nikhil Banga Kalyan Samity. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী : নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। প্রকাশক ও মুদ্রক : সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা : ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৪৭৯-৮৫৯১, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in, সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক।